সাপ্তাহিক
weeklybangladeshusa.com
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH
Weekly Bangladesh ‖ New York, Vol. 29 • Issue 09 • Thursday, 06 August 2026 • ২২ শ্রাবণ ১৪৩৩, ২৩ সফর

মিশিগানে ডেমোক্রেট সিনেট প্রাইমারিতে আল-সাইয়িদ জয়ী

বাংলাদেশ ডেস্ক : মিশিগান অঙ্গরাজ্যে ডেমোক্রেটিক (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

বাংলাদেশসহ ৫০ দেশের ভিসা বন্ড স্থায়ী করছে যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশ ডেস্ক : বাংলাদেশসহ ৫০ দেশের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

ইন্টারভিউ ছাড়াই এসাইলাম প্রার্থীদের ডিপোর্ট করার উদ্যোগ

বাংলাদেশিসহ সাড়ে ৪ লাখ অভিবাসী ঝুঁকিতে

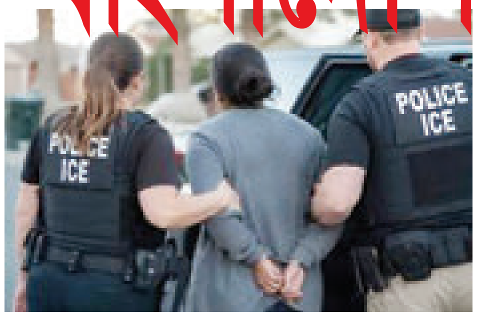

বাংলাদেশ রিপোর্ট: যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন নীতিতে এক নজিরবিহীন এবং কঠোর পরিবর্তন করতে যাচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন। নতুন নীতি অনুযায়ী পূর্ব ঘোষণা ছাড়াই এসাইলাম আবেদনকারীদের প্রাথমিক সাক্ষাৎকার ছাড়াই অভিবাসন কর্তৃপক্ষ আবেদনকারীদের যুক্তরাষ্ট্র থেকে তাদের নিজ নিজ দেশে (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

নিউইয়র্কে 'আইস' এজেন্টরা মুখোশ পরতে পারবে

বাংলাদেশ রিপোর্ট : ইমিগ্রেশন এন্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) এজেন্টদের নিউইয়র্কে তাদের অভিযান পরিচালনাকালে মুখোশ ধারণ করতে পারবে না বলে এতদিন যাবত নিউইয়র্কে যে আইন কার্যকর ছিল, (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

গণঅভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্র সংস্কারের সুযোগ হাতছাড়া

ঢাকা : চব্বিশের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের পর মানুষের প্রত্যাশা ছিল আকাশচুম্বী। মানুষ শুধু সরকারের পরিবর্তন চায়নি। চেয়েছিল রাষ্ট্রের চরিত্র বদলাতে। পুলিশ হবে পেশাদার। প্রশাসন হবে দলনিরপেক্ষ। বিচার বিভাগ থাকবে স্বাধীন। নির্বাচন কমিশন থাকবে সরকারের প্রভাবের বাইরে। দুর্নীতি দমন কমিশন (বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)

দেশে ডলারের বাজার অস্থির

ঢাকা : মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের জেরে জ্বালানি তেল ও (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

জীবনের পরোয়া করি না, দেশে ফিরতেই হবে : দিল্লিতে শেখ হাসিনা

বাংলাদেশ ডেস্ক : ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে দেশটির মাটিতে প্রথম সাংবাদিক বৈঠক করলেন শেখ হাসিনা। ছাত্র-জনতার (বাকি অংশ ৪৩ পাতায়)

বাংলাদেশের তীব্র ক্ষোভ

ঢাকা: ভারতে অবস্থানরত পলাতক ও দণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনাকে নয়াদিল্লির সাংবাদিকদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময়ে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়ায় তীব্র (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্ক আসছেন ২১ সেপ্টেম্বর

ঢাকা : আগামী সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ পরিষদের (ইউএনজিএ৮১) (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

প্রবাসীদের জন্য বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা

বাংলাদেশ ডেস্ক : বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য করণীয় ও (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
OUR PERSONAL CARE PLAN
- Bangla, Urdu, Hindi, Arabic
- Fields Trips (Pick-up & Drop-off)
- Halal Breakfast & Lunch
- Diabetes Prevention Program
- Help to apply for Medicaid/Food Stamp
- ESL & Computer Class
Mahfuzul Haque
President & CEO
আমরা বাংলায় কথা বলি
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Open 7 Days 9am-9pm
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-8854 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

1st Aide Home Care
1st AIDE HOME CARE INC
OUR GROUP OF COMPANIES
JAMAICA SOCIAL ADULT DAY CARE
JAMAICA
IDENTO GO
IdentoGO by IDEMIA
ASTORIA SOCIAL ADULT DAY CARE
Astoria Social Adult Day Care
BUFFALO SENIOR COMMUNITY CENTER
BUFFALO

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার ডিল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

Red Cow FULL CREAM MILK POWDER
FRESH FRESH FRESH FRESH
MADE WITH ONLY FRESH MILK
PACKED FRESH
VACUUM SEALED
REACHES YOU VERY FRESH
FRESH FRESH FRESH FRESH

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
- TAX Liens - Charge Offs - Inquiries - Collections
- Garnishment - Bankruptcy - Late Payments
Call us: 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
718-587-2266
- LHSCA
- PCA Training
- Day Care
- JAMAICA
- JACKSON HEIGHTS
- BROOKLYN
- BRONX
- LONG ISLAND

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের বিশেষ অনুদানে (৭০% পর্যন্ত) আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগিয়ে দিতে চাই
Gree Mechanical Yonkers
GREE MECHANICAL YONKERS
914-222-9477, 914-989-0089
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

TEL. - (718) 953-7351
FAX - (718) 953-4968
uticapharmacy@yahoo.com

UTICA PHARMACY

285-287 UTICA AVENUE
(Near Eastern Parkway Next to Dunkin' Donuts)
BROOKLYN, NY 11213

"Serving the community for over 18 years"
We are not affiliated with any other pharmacy

SYED A. MUZAFFAR, M.S.
REGISTERED PHARMACIST

IRENE SALEH, PHARM.D.
REGISTERED PHARMACIST

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law

জ্যাকসন হাইটস অফিস : 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372

Tel: 718-263-5999

Naresh Gehi, Esq.

আমরা বাংলায় কথা বলি

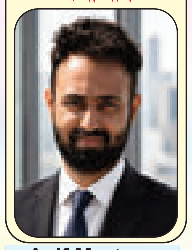

Asif Mortuza

ফ্রি কনসালটেশন

তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ইমিগ্রেশন
* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট

ব্যাংক্র্যাপসি
* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী

পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।

Call :
718-263-5999

* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?

E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com

74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC

মেডিকেল অফিস

ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি
ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH

আমাদের সেবা সমূহ ঃ

- শারীরিক চেক আপ
- শিশু রোগ চিকিৎসা
- সর্দি, জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতার চিকিৎসা
- উচ্চ রক্ত চাপ
- ডায়াবেটিস
- হাই কোলেস্টেরল
- অ্যাজমা
- ল্যাব ও ভ্যাকসিন

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন
718-880-2186
সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৭টা।
শনিবার: সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টা।

388 Hillside Avenue, New Hyde Park, NY 11040 | 87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcareepc@gmail.com

সাপ্তাহিক
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Published by News Bangladesh Inc.

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442

Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, **E-mail:** weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

সম্পাদকীয়

জুলাই অভ্যুত্থানের চেতনাকে ধারণ করতে হবে

বাংলাদেশের জুলাই গণ-অভ্যুত্থান মাত্র দুই বছর সময় পার করেছে। এর অর্জন ও অপূর্ণতার দিকগুলো আমরা পর্যালোচনা করে দেখতে পারি। জুলাই অভ্যুত্থান দীর্ঘ স্বৈরশাসনের অবসান ঘটিয়েছে। জনগণ তাদের হারানো ভোটের অধিকার ফিরে পেয়েছে। স্বৈরশাসনের সময় গুম, খুন, মানবাধিকার লঙ্ঘন ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা যেভাবে সংকুচিত হয়েছিল জুলাই অভ্যুত্থান সেই ধারাবাহিকতায় ছেদ ঘটিয়েছে এবং সেগুলো দূর করার একটি পরিস্থিতি তৈরি করেছে। নানা ক্ষেত্রে সংস্কারের দাবি, তা নিয়ে আলাপ-আলোচনা এবং অনেক ক্ষেত্রে যে ঐকমত্য হয়েছে সেগুলো এখন বাস্তবায়ন না হলেও রাজনৈতিক পরিসরে ভবিষ্যতের জন্য থেকে যাবে। এসব পরিবর্তন বা অর্জনকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। এ ধরনের বড় মাত্রার রক্তাক্ত গণ-অভ্যুত্থান বা পরিবর্তন মানুষের মধ্যে বড় প্রত্যাশা তৈরি করে। সাধারণভাবে দেখলে পরিবর্তনের যে স্বপ্ন মানুষ দেখেছিল, তার অনেকটাই ফিকে হয়ে আসছে। মানুষের জীবন বদলায়নি, রাষ্ট্র বদলায়নি, পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি থমকে গেছে। সমাজে উগ্রবাদী শক্তির দাপট বেড়েছে, যা বৈষম্য মুক্তির আকাংখার বিপরীতে কাজ করছে। অনেক কিছু আগের ধারাবাহিকতাতেই চলছে। জুলাই একটি নির্বাচিত সরকার দিয়েছে, কিন্তু তাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংস্কার হবে, এমন আশা অনেকেই আর ধরে রাখতে পারছেন না। এগুলো সবই বাস্তবতা। বাংলাদেশে গণ-অভ্যুত্থান ঘটেছে শিক্ষার্থীদের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সূত্রে। মানুষের মনে আশা তৈরি হয় যে সরকার পতনের পর তারা বৈষম্যের অবসান দেখবে। জাতি বা ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার যে আধিপত্য, তা থাকবে না, আমলাতন্ত্র জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করবে, দুর্নীতি করার সুযোগ থাকবে না, নারীদের সমান অধিকার নিশ্চিত হবে, রাজনৈতিক দখলদারি ও চাঁদাবাজি বন্ধ হবে, দলগুলো সংকীর্ণ স্বার্থ ও হানাহানি থেকে মুক্ত হবে, ঐকমত্যের ভিত্তিতে এক নতুন বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হবে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, রাষ্ট্রের কাঠামো এতটাই জটিল যে তাকে বদলানো খুব কঠিন। অন্যদিকে রাজনীতিতে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা যে সংস্কৃতি, সেখানে সহজে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। গণ-অভ্যুত্থানের পর নির্বাচিত সরকার হিসেবে বিএনপি এখন ক্ষমতায়। সরকারের কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য ছয় মাস যথেষ্ট সময় নয়। তবে রাষ্ট্র সংস্কারের জন-আকাঙ্ক্ষা বা ঐকমত্যে আসা জুলাই সনদ বাস্তবায়নে বিএনপির অনাগ্রহ ও অনিচ্ছা কোনো লুকানো বিষয় নয়। অনেকে ধরেই নিয়েছেন যে বিএনপিকে দিয়ে আর সংস্কার হবে না। তবে বাংলাদেশের গত দুই বছরের এই বাস্তবতাকে জুলাই অভ্যুত্থানের সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে ভুল হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে যে সরকার একটি রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান আর গণ-অভ্যুত্থান একটি বিশেষ রাজনৈতিক মুহূর্ত। স্বৈরতন্ত্র বা কর্তৃত্ববাদ থেকে গণতন্ত্রে যাওয়ার পথটি কখনো সরল হয় না। অস্থিরতা, রাজনৈতিক টানাপোড়েন, বিভ্রান্তি ও হোঁচট খাওয়াড়এসবের মধ্য দিয়েই এগোতে হয়। কিন্তু এ জন্য আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি প্রশ্নবিদ্ধ হয় না। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার যদি রাষ্ট্র পরিচালনায় ব্যর্থ হয়ে থাকে বা ভুল করে থাকে সেই দায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের নয়। আর বিএনপি যদি গণ-অভ্যুত্থানের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে শেষ পর্যন্ত তুলে ধরতে না পারে, সেটাও এত প্রাণের বিনিময়ে পাওয়া গণ-অভ্যুত্থানের উচ্চতাকে ম্লান করে না। তারা স্বৈরাচার ও ফ্যাসিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অনুপ্রেরণা হয়ে আছে। আমরা এই নতুন প্রজন্মকে এবং হাসিনার বর্বরতার শিকার চৌদ্দশ'র বেশি শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। যে ত্রিশ হাজারের বেশি চিরতরে অন্ধ ও পঙ্গু হয়ে গেছে, তাদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করাসহ সম্মানজনক পুনর্বাসনে সরকারকে আহ্বান জানাই। মনে রাখা দরকার, গণঅভ্যুত্থানে হাসিনার পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় আধিপত্যবাদেরও পতন হয়েছে। হাসিনার পতনকে ভারত কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছে না। তার পতনের পর থেকেই সে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র করে আসছে। এ প্রেক্ষিতে, দেশে সরকার ও বিরোধীদলের ঐক্যবদ্ধ থাকার বিকল্প নেই। গণঅভ্যুত্থানে দেশবাসী জীবন দিয়ে যে নতুন বাংলাদেশের পথ দেখিয়েছে, আমাদের সে পথে চলতে হবে।

নামাজের সময়সূচি

০৬-১২ আগস্ট ২০২৬ ২৩-২৯ সফর ১৪৪৮

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
০৬ আগস্ট	৪.৩০	৫.৫৭	০১.০২	৫.৫৫	৮.০৬	৯.৩২
০৭ আগস্ট	৪.৩২	৫.৫৮	০১.০২	৫.৫৪	৮.০৪	৯.৩১
০৮ আগস্ট	৪.৩৩	৫.৫৯	০১.০২	৫.৫৪	৮.০৩	৯.২৯
০৯ আগস্ট	৪.৩৪	৬.০০	০১.০১	৫.৫৩	৮.০২	৯.২৮
১০ আগস্ট	৪.৩৬	৬.০১	০১.০১	৫.৫৩	৮.০১	৯.২৬
১১ আগস্ট	৪.৩৭	৬.০২	০১.০১	৫.৫২	৭.৫৯	৯.২৪
১২ আগস্ট	৪.৩৮	৬.০৩	০১.০১	৫.৫২	৭.৫৮	৯.২৩

উপসম্পাদকীয়

রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলাতে প্রধানমন্ত্রীর চ্যালেঞ্জ কী

জালালউদ্দিন শিকদার

জুলাই-পরবর্তী বাংলাদেশে প্রত্যাশা শুধু সরকার পরিবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না; মানুষের প্রত্যাশা ছিল রাজনৈতিক সংস্কৃতিরও পরিবর্তন হবে। দীর্ঘদিনের সংঘাত, বি-ভাজন এবং প্রতিপক্ষকে শত্রু মনে করার রাজনীতির বদলে তারা চেয়েছিল সংযত, জবাবদিহিমূলক ও জনগণকেন্দ্রিক রাজনীতি। এ রকম প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিক সময়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কিছু ছবি ও ভিডিও স্বাভাবিকভাবেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কোথাও তিনি নিজেই ব্যাগ বহন করছেন, বৃষ্টিতে নিজের ছাতা নিজেই ধরছেন, ট্রাফিক আইন মেনে অপেক্ষা করছেন, কোথাও আবার শিশুদের সঙ্গে ছবি তুলছেন কিংবা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মিশছেন ।অনেকের কাছে এগুলো শুধু একজন নেতার ব্যক্তিগত আচরণ নয়; বরং নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতীকী বার্তা। কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকেই যায়, জনপরিসরে শুধু একজন নেতার এমন আচরণ কি একটি দেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলে দিতে পারে? রাজনৈতিক সংস্কৃতি কি মানুষকেও বদলে দেয়?রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গ্যাব্রিয়েল আলমন্ড ও সিডনি ভারবা তাঁদের দ্য সিভিক কালচার বইয়ে দেখিয়েছেন, রাজনৈতিক সংস্কৃতি শুধু রাষ্ট্র পরিচালনার ধরনকেই নয়; মানুষের চিন্তা, সহনশীলতা এবং ভি-ন্নমত গ্রহণের মানসিকতাকেও প্রভাবিত করে। একটি সমাজ যদি দীর্ঘদিন ধরে সংঘাত, বিভাজন এবং প্রতিপক্ষকে শত্রু মনে করার

রাজনীতিতে অভ্যস্ত হয়, তার প্রভাব মানুষের দৈনন্দিন জীবনেও পড়ে। তখন মানুষ যুক্তির চেয়ে দল বা পক্ষকে বেশি গুরুত্ব দেয়। মতের পার্থক্য সহজেই ব্যক্তিগত বিরোধে পরিণত হয়। ভিন্নমত শোনার ধৈর্যও কমে যায়।

বাংলাদেশও এই বাস্তবতার বাইরে নয়। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক বিরোধবিভক্তি শুধু রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভাষা, কর্মক্ষেত্রের সম্পর্ক, এমনকি পরিবার ও বন্ধুত্বের মধ্যেও এর প্রভাব পড়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তির চেয়ে পরিচয়, দল বা পক্ষ বড় হয়ে উঠেছে।এখানেই একজন নেতার আচারুআচরণের গুরুত্ব। রাজনৈতিক সংস্কৃতি যদি মানুষের আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে, তাহলে একজন নেতার ব্যক্তিগত উদাহরণও পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক আচরণগুলোকে সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখা যেতে পারে। কিন্তু সেই পরিবর্তন তখনই অর্থপূর্ণ হবে, যখন একই মূল্যবোধ মন্ত্রিসভা, রাজনৈতিক দল, প্রশাসন এবং রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আচরণেও প্রতিফলিত হবে।

জনসমক্ষের ছবি কি পুরো সত্য বলে?

আচরণ যখন রাজনৈতিক বার্তা বহন করে, তখন আরেকটি প্রশ্নও সামনে আসে। জনসমক্ষে আমরা একজন নেতার যে আচরণ দেখি, সেটিই কি তাঁর নেতৃত্বের পূর্ণ পরিচয়, নাকি সেটি রাজনৈতিক উপস্থাপনার একটি অংশ মাত্র?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে কানাডীয় সমাজবিজ্ঞানী আরভিং গফম্যানের কথা মনে পড়ে। তাঁর বিখ্যাত বই দ্য প্রেজেন্টেশন অব সেলফ ইন এভরিডে লাইফ-এ তিনি দেখিয়েছেন, মানুষের সামাজিক জীবন অনেকটা নাট্যমঞ্চের মতো। মঞ্চে আমরা একজন মানুষের যে রূপ দেখি, সেটি তাঁর 'ফ্রন্ট স্টেজ'। কিন্তু মঞ্চের আড়ালেও আরেকটি জগৎ থাকে, যেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, কৌশল ঠিক করা হয় এবং প্রকৃত আচরণের প্রকাশ ঘটে। সেটি হলো 'ব্যাক স্টেজ'।

রাজনীতিতেও এ ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ। একজন নেতা কী পোশাক পরলেন, কী বললেন, কীভাবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশলেন বা নিজেকে কীভাবে তুলে ধরলেনড়এসব অবশ্যই গুরুত্ব বহন করে। এসব আচরণ মানুষের কাছে একটি বার্তা পৌঁছে দেয়। কিন্তু এগুলো নেতৃত্বের একটি অংশ মাত্র। শেষ পর্যন্ত মানুষ একজন নেতাকে বিচার করে তাঁর সরকারের সিদ্ধান্ত, প্রশাসনের আচরণ, সংকটের সময় নেওয়া পদক্ষেপ এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান দিয়ে।

মানুষ কি অতীতকে সহজে ভুলে যায়?

কিন্তু মানুষ শুধু বর্তমান দেখেই কোনো নেতাকে বিচার করে না। তারা অতীতের অভিজ্ঞতাও সঙ্গে নিয়ে চলে। ফরাসি সমাজ-বিজ্ঞানী মরিস হালবওয়াক্স তাঁর অন কালেকটিভ মেমোরি বইয়ে দেখিয়েছেন, প্রতিটি সমাজের একটি সমষ্টিগত স্মৃতি থাকে। নতুন কোনো ঘটনা ঘটলে মানুষ সেটিকে আলাদা করে দেখে না; বরং অতীতের পরিচিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে বোঝার চেষ্টা করে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতেও আমরা এই বাস্তবতা দেখি। গত দুই দশকের নানা রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে মানুষের মত ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু কিছু প্রতীক, কিছু শব্দ এবং কিছু স্মৃতি এখনো মানুষের রাজনৈতিক চিন্তাকে প্রভাবিত করে। সেগুলো সব সত্য, না মিথ্যাড়সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয়; গুরুত্বপূর্ণ হলো, সেই স্মৃতিগুলো এখনো মানুষের মনে জীবন্ত।

এই কারণেই 'হাওয়া ভবন' শব্দটি বারবার রাজনৈতিক আলোচ-নায় ফিরে আসে। এটি শুধু একটি ভবনের নাম নয়; অনেকের কাছে এটি একটি রাজনৈতিক প্রতীক। ফলে নতুন কোনো বিতর্ক তৈরি হলে মানুষ অনেক সময় সেটিকে পুরোনো অভিজ্ঞতার আলোকেই ব্যাখ্যা করে।

সরকারের আসল চরিত্র কোথায় প্রকাশ পায়?

তত্ত্বের আলোচনা থেকে এবার বাংলাদেশের বাস্তবতায় ফিরে আসা যাক। সাধারণ মানুষ প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য বা প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের আলাদা করে বিচার করে না। তাঁদের সবার কথা, আচরণ ও সিদ্ধান্ত মিলিয়েই সরকারের একটি সামগ্রিক ছবি তৈরি হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের কয়েকজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির কিছু বক্তব্য নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা হয়েছে। এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা হতে পারে। কিন্তু রাজনৈতিক বাস্তবতা হলো, একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির একটি অসতর্ক মন্তব্যও অনেক সময় পুরো সরকারের ভাবমূর্তিকে প্রভাবিত করে।

রাজনৈতিক ইতিহাসও তাই বলে। বড় সংকট সব সময় বড় ঘটনা দিয়ে শুরু হয় না। অনেক সময় একটি মন্তব্য বা ছোট একটি সিদ্ধান্তই মানুষের জমে থাকা ক্ষোভের প্রতীকে পরিণত হয়। তখন প্রতিক্রিয়া শুধু সেই ঘটনাকে ঘিরে থাকে না; এর সঙ্গে পুরোনো অভিজ্ঞতা ও *(বাকি অংশ ২০ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

না, সংস্কারে কুলাবে না

আমাদের প্রাণপ্রিয় এই পৃথিবী শান্তিতে ছিল কি কখনো? না, কখনো ছিল না; পৃথিবীটা বরাবরই অশান্ত। প্রধানত মানুষের কারণেই। সুখী? মোটেই না। সুখীই থাকবে যদি, তবে স্বর্গের কল্পনাটা আসে কেন? স্বর্গের ধারণাটা তো মর্ত্যের নরক যন্ত্রণারই উল্টো পিঠ; যন্ত্রণার কারণেই তৈরি।

না, শান্তির নয়, সুখেরও নয়; পৃথিবী অশান্তির স্থান বলেই শুনে এসেছি, এমনকি অসুস্থ বলেও তার বদনাম রটেছে। দার্শনিকরা, সাহিত্যিকরা যেমনটা জানিয়েছেন।

কিন্তু সমগ্র পৃথিবী ভয়ংকর অসুস্থ এমন কথা আগে কখনো শুনিনি, এখন শুনছি। শুধু শুনছি না, টেরও পাচ্ছি। সবাই অসুখী, অল্পকিছু মানুষ বাদ দিয়েড়অনেক যাদের টাকা। কিন্তু টাকাওয়ালারাও কি স্বস্তিতে আছে? হিংসা-প্রতিহিংসা নেই? প্রতিযোগিতা চলছে না? ঘটছে না ঘর ভাঙাভাঙি? পাহারাদারির ভেতরে বসবাস?

পৃথিবীতে আজ যে উন্নতি ঘটেছে, তা অবশ্যই অভাবিতপূর্ব, তুলনাবিহীন।

প্রাচুর্যে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, চিকিৎসায়, মানুষের সভ্যতা আজ উন্নতির যে স্তরে গিয়ে পৌঁছেছে, সেটা অত্যাশ্চর্য বৈকি। কিন্তু তাহলে অসুখের কথা কেন? বলা যাবে যে অসুখের কারণ নৈতিক অধঃপতন। কিন্তু উন্নত বিশ্বের তো নৈতিকভাবেও উন্নত হওয়ার কথা; মানুষ যে মানুষ সেটা তো নৈতিকতার দরুনই, নইলে মানুষ তো একটি প্রাণীই, পশুপাখির মতোই। না, নৈতিক অধঃপতন এমনি এমনি ঘটে না, ঘটছে না; তার পেছনেও কারণ আছে। আর সে কারণটা খুবই স্থূল, একেবারেই মোটাসোটা।

সেটা হলো পুঁজির শাসন। এই সত্যটা চোখে পড়ে না; কারণ পুঁজির ক্ষমতা আছে আত্মমহিমা প্রচারের। ঢাকঢোল পেটায়, নানা ধরনের সাজসজ্জায় শোভিত থাকে। গণমাধ্যম যাকে বলা হয়, আসলে তা প্রচারমাধ্যম। এখন এসেছে সামাজিক যোগাযোগ, যার ফলে মানুষ আগের চেয়ে বেশি অসামাজিক হয়ে পড়ছে। একাই শোনে, একাই আবার খবর প্রচার করে, খবর তৈরিও করে। গুজবও রটায়। মানুষ বিভ্রান্ত হয়। আসল শত্রু পুঁজিবাদ; সেই অন্তর্যামী হাস্য করে। খুশিতে। তথ্যের অবাধ প্রবাহও আসল সত্যটাকে লুকিয়ে রাখে। সত্যটা হলো এই যে শাসন (অর্থাৎ দুঃশাসন) চলছে পুঁজিবাদের। দুঃশাসনের উদারতা ও বদান্যতাকে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়, নৃশংসতাকে যতটা পারা যায় আড়ালে রেখে। পুঁজিবাদবিরোধী আন্দোলন হয়। হয়েছে। হচ্ছে। কিন্তু প্রচারমাধ্যম পারতপক্ষে সেসবের খবর প্রচার করে না।

২. বিশ্বযুদ্ধ বলতে যা বোঝায়, তা এখন আর নেই। দুই-দুটি ঘটে গেছে, গত শতাব্দীতে। পুঁজিবাদীরাই ঘটিয়েছে, সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতায়। যুদ্ধের ভুক্তভোগী হয়েছে নিরীহ সাধারণ মানুষ, বিশেষভাবে নারী ও শিশু। পুঁজিবাদীদের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের একটি স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই; সে যুদ্ধও এখন আর নেই। কারণ ছলেবলে-কৌশলে পুঁজিবাদ জয়ী হয়েছে এবং বিশ্বব্যাপী একাধিপত্য কায়েম করে ফেলেছে। ইতিহাস আর এগোবে না বলে তারা প্রচার করেছিল, কিন্তু ইতিহাস তো বসে থাকার পাত্র নয়, সে হয় এগোবে, নয়তো পেছাবে। পুঁজিবাদীদের দৌরাত্ম্যের অধীনে ইতিহাস সামনের দিকে এগোনোর ভান করছে, কিন্তু আসলে গতি তার পেছনমুখো, চলছে সে আদিম বর্বরতার অভিমুখে। এখন যা চলছে, তাকে যুদ্ধ বলা চলে না, চলছে হামলা ও গণহত্যা। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের একটি যুদ্ধ চলছে বলে বলা হচ্ছে। কিন্তু এটি তো যুদ্ধ নয়, হামলা ও গণহত্যা বটে। ইরান তো আমেরিকার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ায়নি, আমেরিকার জন্য ইরান কোনো হুমকিও নয়, এমনকি আমেরিকার সঙ্গে তার বাণিজ্যযুদ্ধও বিদ্যমান নয়। তাহলে? বলা হচ্ছে আক্রমণের কারণ ইসরায়েলের উসকানি। নেতানিয়াহু উসকানি দিয়েছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প তাই হামলা করেছেন। ব্যাপারটা যেন ব্যক্তিগত। উসকানিটা সত্য বটে, ইসরায়েলের হয়েই ইরানে আমেরিকার আগ্রাসন চলছে এটা সত্য, কিন্তু উসকানির কারণেই যে ঘটনাটা ঘটছে, তা মোটেই নয়। আমেরিকার নিজেরও স্বার্থ আছে। সে স্বার্থ ইরানের জ্বালানি তেল ও ইউরেনিয়ামের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালিকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখা। আমেরিকার স্বার্থ মানে কিন্তু আমেরিকার জনগণের স্বার্থ নয়, সেখানকার জনগণ এই হামলার পক্ষে নয়, তারা এর ভুক্তভোগী বটে। হামলা চালাচ্ছে পুঁজির মালিকরা, নিজেদের স্বার্থে। সে স্বার্থ মুনাফার। তার চরিত্র ব্যবসায়ী। ইরান কাবু হলে ব্যবসায়ীদের সুবিধা হবে, বিশেষভাবে সুবিধা পাবে অস্ত্র ব্যবসা। এই হামলায় অস্ত্র ব্যবসায়ীদের মস্ত লাভ। তারা অস্ত্র বিক্রি করছে, নতুন অস্ত্র তৈরি করছে, ব্যবহৃত অস্ত্র মেরামত করছে। তথাকথিত যুদ্ধ যত চলবে, তাদের ততই সুবিধা। অন্য ব্যবসায়ীদেরও লাভ হচ্ছে, তারা জিনিসপত্রের দাম বাড়াতে পারছে, তাদের মুনাফা বাড়ছে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পের আচরণ অনেকটা ক্লাউনের মতো। দু-নয়ার সব মানুষকে যেন আমোদ সরবরাহ করছেন। আজ যা বলেন, কাল না হলেও পরশু তা বদলে ফেলেন। এমন হুমকিও দেন যে এক রাতের মধ্যেই ইরানের সভ্যতাকে প্রস্তরযুগে পাঠিয়ে ছাড়বেন, তার পরেই দেখা যায় সুর নরম করেছেন, বলছেন যুদ্ধবিরতিতে যাবেন। কিন্তু তাঁকে ক্লাউন মনে করার কোনো কারণ নেই; তিনি এ কালের সবচেয়ে শক্তিধর রাষ্ট্রের নির্বাচিত রাষ্ট্রপ্রধান, জাতে যা-ই হোক না কেন, তালে ঠিক আছেন। তিনি জানেন তিনি কী করছেন এবং কেন করছেন। সত্য বটে যে তাঁর চালচলন ব্যবসায়ীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, এমনও মনে হতে পারে যে ব্যবসায়ীদের বাঁশির তালেই তিনি নৃত্য করছেন, কিন্তু তিনি মোটেই বানর নন, নিজেই একজন অত্যন্ত সফল ব্যবসায়ী। ধূর্ত না হলে অতটা ধনী হতেন না এবং আমেরিকার মতো 'উন্নত' দেশের মানুষকে বোকা বানিয়ে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট হতে পারতেন না। তেজি মোরগদের লড়াই দর্শকদের আনন্দ দেয়, মোরগদের উত্তেজিত করার জন্য ঢাকঢোল বাজানো হয়; ট্রাম্পের ভাবসাব লড়াকু মোরগের মতো বটে, তবে তিনি যে ঢাকঢোল পেটানোর কারণ এবং দর্শকদের আমোদিত করার লক্ষ্যে লড়াই করছেন তা নয়; তিনি সজ্ঞানে, সচেতনভাবেই যা করা দরকার, ঠিক সেটাই করছেন। হতে পারে ইরানে আগ্রাসন চালানোর ব্যাপারে তিনি একটি ভুল পদক্ষেপ নিয়ে ফেলেছেন, কিন্তু ব্যবসায়ীদের তো অমনটা করতেই হয়, ঝুঁকি নিতেই হয়, জুয়াড়িদের মতো। হারজিত থাকে, বড় বাজিতে বড় লাভ, হারলেও লজ্জা নেই। ব্যবসায়ীদের শরম-লজ্জা থাকতে নেই। ব্যবসা একটি খেলা, দুরন্ত ব্যবসায়ীদের জন্য একটি নেশা; একবার হারলে লজ্জিত না হয়ে পরেরবার কী করে শোধ নেওয়া যায় তার জন্য তৎপরতা শুরু করাটা খেলার বৈধ নিয়মের ভেতরেই পড়ে। ডোনাল্ড ট্রাম্প পেশাদার ব্যবসায়ী, তাঁর আরো অনেক ব্যবসা আছে, রাজনীতির ব্যবসাটাকে সুবিধাজনক ও প্রসারিত ক্ষেত্র হিসেবেই বেছে নিয়েছেন এবং সাফল্য অর্জনে ব্যর্থ হননি। কত তাঁর ক্ষমতা। সারা বিশ্বকে কাঁপিয়ে তুলেছেন। সর্বত্র তাঁর নাম আলোচিত, এমনকি পুরো বিশ্বব্যবস্থাটাকেই তছনছ করে দিয়েছেন, তাঁর দাপটে বিশ্ব সংস্থা বলতে যা কিছু ছিল, সবই কাহিল হয়ে পড়েছে; ইউরোপ বলতে কিছু আর অবশিষ্ট থাকবে মনে হচ্ছে না, মধ্যপ্রাচ্যের রাজা-বাদশাহরাও দুশ্চিন্তায় *(বাকি অংশ ২০ পাতায়)*

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ
* শারীরিক চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

Ferdausi Hassan,MD
মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm

আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।

আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা

জ্যামাইকায় নতুন অফিস

চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানে প্রবাসীরা

ড. মাহরুফ চৌধুরী

প্রবাসীদের কাছে বাংলাদেশ কেবল একটি রাষ্ট্র নয়; এটি তাঁদের আত্মপরিচয়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁদের চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি, ইচ্ছা-আকাক্সক্ষা-স্বপ্ন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার বড় একটি অংশজুড়ে থাকে প্রিয় স্বদেশ। বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে যখন তাঁরা বাংলা ভাষায় কথা বলেন, সন্তানের কাছে বাংলাদেশের গল্প বলেন, জাতীয় দিবসগুলো পালন করেন; কিংবা দেশের খবর অনুসরণ করেন, তখন প্রকৃতপক্ষে তাঁরা তাঁদের অস্তিত্বের একটি অংশকে দৈনন্দিন জীবনচর্চায় বাঁচিয়ে রাখেন। নাড়ির এই অদৃশ্য সংযোগই প্রবাসীদের স্বদেশচেতনাকে জীবন্ত রাখে। তাই দেশের সংকট তাঁদের হৃদয়কে নাড়া দেয়, আর জাতীয় অর্জন তাঁদের গর্বিত করে। দেশের মানুষ যখন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তখন প্রবাসীরাও মানসিকভাবে সেই সংগ্রামের অংশ হয়ে ওঠেন। ঐতিহাসিক সত্যের অংশ হিসেবে চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানের সময়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি।

স্বদেশচেতনার পাশাপাশি প্রবাসীদের উদ্বেগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো দেশে রেখে আসা আপনজনদের কল্যাণচিন্তা ও স্বদেশের প্রতি গভীর টান। পৃথিবীর যেখানেই তাঁরা থাকুন না কেন, তাঁদের ধ্যানজ্ঞান জুড়ে থাকে বাবা-মা, ভাইবোন, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব এবং ফেলে আসা জীবনের অসংখ্য দূর-অতীত ও নিকট-অতীতের স্মৃতি। দূরদেশে অবস্থান করলেও প্রতিদিন তাঁদের মন পড়ে থাকে দেশের খোঁজখবরে। কোনো রাজনৈতিক অস্থিরতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা সামাজিক সংকট দেখা দিলে প্রথমেই তাঁদের মনে প্রশ্ন জাগে, 'আমার আপনজনেরা কেমন আছে?' চব্বিশের জুলাই গণ অভ্যুত্থানের সময় এই উদ্বেগ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘাত, সহিংসতা, দমনপীড়ন এবং অনিশ্চয়তার খবর তাঁদের উৎকণ্ঠিত করে তুলেছিল। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় অনেকেই রাত জেগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পর্যবেক্ষণ করেছেন, ফোনে পরিবারের খোঁজ নিয়েছেন, বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং তাঁদের নিরাপত্তার সার্বক্ষণিক খোঁজখবর রেখেছেন। কেউ বারবার একই নম্বরে ফোন করেছেন, কেউ বিভিন্ন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে পরিচিতজনদের খুঁজেছেন, কেউ আবার সামান্য একটি বার্তার অপেক্ষায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছেন। প্রবাসীদের এই মানসিক অবস্থাকে কেবল রাজনৈতিক উদ্বেগ বলে ব্যাখ্যা করলে ভুল হবে; এটি ছিল স্বজন, স্বজাতি এবং স্বদেশের প্রতি গভীর আবেগ, দায়িত্ববোধ ও মানবিক সংযোগের বহিঃপ্রকাশ।

চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানের দিনগুলোতে প্রবাসীদের জন্য সবচেয়ে বিভীষিকাময় মুহূর্ত ছিল যখন স্বৈরাচারী সরকার বাংলাদেশে ইন্টারনেট সংযোগ কার্যত বন্ধ করে দিয়েছিল। আধুনিক বিশ্বে ইন্টারনেট কেবল একটি প্রযুক্তিনির্ভর অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা কিংবা উপযোগিতা নয়; এটি প্রবাসীদের জন্য স্বদেশের সঙ্গে যোগাযোগের প্রধান সেতুবন্ধ। প্রতিদিনের ফোনকল, ভিডিও আলাপ, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বার্তা কিংবা সংবাদপত্রের অনলাইন সংস্করণ- সব মিলিয়ে নানা মাধ্যমে প্রবাসীরা তাঁদের দেশকে কাছে অনুভব করেন। সেই সেতুবন্ধ যখন হঠাৎ ভেঙে পড়ে, তখন দূরত্বের বাস্তবতা নির্মমভাবে সামনে এসে দাঁড়ায়, নিজেদের ভাবতে হয় ভিনগ্রহের বাসিন্দা। ১৯ জুলাই ২০২৪-এর সেই যোগাযোগবিচ্ছিন্নতার মুহূর্তে অসংখ্য প্রবাসীর কাছে মনে হয়েছিল যেন বাংলাদেশ হঠাৎ করেই পৃথিবীর মানচিত্র থেকে আড়াল হয়ে গেছে।

রাষ্ট্র যখন তথ্যপ্রবাহের স্বাভাবিক পথ বন্ধ করে দেয়, তখন মানুষের কল্পনা ও আশঙ্কা বাস্তবতার চেয়েও দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। মনোবিজ্ঞানের ভাষায়, তথ্যের অভাব প্রায়ই মানুষের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। কারণ মানুষ সবচেয়ে বেশি ভয় পায় সেই অজানাকে, যার সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য ও ধারণা পাওয়া যায় না। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসবাসরত অসংখ্য বাংলাদেশির কাছে সেই দিনগুলো ছিল অসহায়ত্ব, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এবং মানসিক যন্ত্রণার এক দীর্ঘ অধ্যায়। অনেক প্রবাসী রাতের পর রাত নির্ঘুম কাটিয়েছেন। কর্মস্থলে থেকেও কাজে মনোযোগ দিতে পারেননি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে বসেও মন পড়ে ছিল বাংলাদেশের অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে। দেশে বাবা-মা, ভাইবোন, সন্তানসন্ততি, আত্মীয়স্বজন কিংবা বন্ধুবান্ধবের

সঙ্গে যোগাযোগের কোনো সুযোগ না থাকায় তাঁদের প্রতিটি মুহূর্ত কাটছিল অনিশ্চয়তার মধ্যে। কোনো অচেনা নম্বর থেকে ফোন এলে মনে হতো হয়তো দেশের কারও খবর পাওয়া যাবে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সামান্য কোনো তথ্যের সন্ধানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছেন অনেকে। কিন্তু তথ্যের চেয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, ভয়তাড়িত অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তার ভারই তখন ছিল বেশি। আমি নিজেও সত্যিকার অর্থে সেই জুলাইয়ের উত্তাল দিনগুলোতে কোনো কিছুতেই মনোযোগ দিতে পারিনি। প্রবাস জীবনের ব্যস্ততা, পেশাগত দায়িত্ব কিংবা ব্যক্তিগত কাজ- সবই যেন অর্থহীন মনে হচ্ছিল। সারাক্ষণ মনে হতো, দেশে কী হচ্ছে? আমাদের আত্মীয়স্বজন কেমন আছে? পরিচিতজনদের কেউ বিপদে পড়েছে কি না? নানাভাবে মানুষের সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বহু প্রবাসী আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন বাংলাদেশের সর্বশেষ সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার জন্য। কেউ তাঁদের পরিবারের খোঁজ জানতে চেয়েছেন, কেউ বন্ধুদের খবর জানতে চেয়েছেন, আবার কেউ কেবল নিশ্চিত হতে চেয়েছেন যে তাঁদের প্রিয় মানুষগুলো এখনো নিরাপদ আছেন।

প্রবাসীদের জীবনে হয়তো অনেক স্মৃতি আসে-যায়, কিন্তু দেশের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার জুলাইয়ের সেই মুহূর্তগুলো তাঁরা কোনো দিন ভুলতে পারবেন না। তখন ভৌগোলিক দূরত্ব যেন হঠাৎ করেই বহুগুণ বেড়ে গিয়েছিল। প্রবাসীরা নতুন করে উপলব্ধি করেছিলেন যে দূরে থাকলেও তাঁদের হৃদয়, চিন্তা এবং অস্তিত্বের একটি বড় অংশ বাংলাদেশের সঙ্গেই বাঁধা। স্বদেশের সংকট তখন তাঁদের ব্যক্তিগত সংকটে পরিণত হয়েছিল। সেই ঘুমহীন রাতগুলো, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় কাটানো দীর্ঘ প্রহরগুলো এবং একটি ফোনকলের অপেক্ষায় থাকা অসংখ্য মানুষের মুখ আজ চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানের ইতিহাসের এক নীরব কিন্তু গভীর মানবিক দলিল হয়ে আছে। প্রবাসীদের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা হলো অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা। দেশের লাখো পরিবার প্রবাসীদের উপার্জনের ওপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। পরিবারপরিজনের শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, ব্যবসা কিংবা দৈনন্দিন জীবনের ব্যয় নির্বাহে প্রবাসীদের অবদান অপরিসীম। তাঁরা কেবল অর্থ পাঠান না; দেশের সুখদুঃখ, উন্নয়ন ও সংকটের অর্থনৈতিক দায়ভারও বহন করেন। ফলে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা কিংবা অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা তাঁদের জন্য কেবল একটি সংবাদ নয়; বরং তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক নিরাপত্তা এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সঙ্গেও গভীরভাবে সম্পর্কিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশি প্রবাসীরা দীর্ঘদিন ধরেই দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে ভূমিকা পালন করে আসছেন। তাঁদের পাঠানো রেমিট্যান্স শুধু পরিবারের জীবনমান উন্নত করে না; জাতীয় অর্থনীতির স্থিতিশীলতা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। ফলে প্রবাসীরা যখন দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বিগ্ন হন, তখন সেই উদ্বেগের সঙ্গে অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকে। তাঁরা জানেন, রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা, সুশাসন ও ন্যায়ভিত্তিক উন্নয়ন কেবল দেশের মানুষের জন্যই নয়; তাঁদের নিজেদের পরিবার এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপরে তুলে ধরা এই তিনটি বাস্তবতা তথা স্বদেশচেতনা, আপনজনের প্রতি আবেগগত বন্ধন এবং অর্থনৈতিক দায়বদ্ধতা- চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানের সময় প্রবাসীদের গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। ফলে তাঁরা কেবল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় দিন কাটাননি; বরং নানা পন্থায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণও করেছেন এই নাগরিক অধিকার আদায়ের প্রতিবাদ-প্রতিরোধের সংগ্রামে। ভৌগোলিক দূরত্ব তাঁদের শারীরিক উপস্থিতিকে সীমিত করতে পেরেছিল, কিন্তু তাঁদের চিন্তাভাবনা, গণদাবির পক্ষে অবস্থান এবং স্বৈরাচারী সরকারবিরোধী কর্মতৎপরতাকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। বরং অনেক ক্ষেত্রে দূর থেকে পরিস্থিতিকে পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ তাঁদের আন্দোলনের পক্ষে আন্তর্জাতিক জনমত গঠন এবং বৈশ্বিক যোগাযোগব্যবস্থাকে কাজে লাগানোর বিশেষ সক্ষমতা দিয়েছে। ফলে চব্বিশের গণ অভ্যুত্থান কেবল বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নাগরিকদের আন্দোলন ছিল না; এটি ধীরে ধীরে একটি বৈশ্বিক বাংলাদেশি চেতনারও বহিঃপ্রকাশে পরিণত হয়েছিল, যার সক্রিয় অংশীদার ছিলেন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

গণ অভ্যুত্থানে প্রবাসীদের সবচেয়ে দৃশ্যমান ভূমিকা ছিল তথ্য ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় তথ্য কেবল সংবাদ নয়; এটি ক্ষমতা, প্রতিরোধ এবং জনমত গঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইতিহাসে বহুবার দেখা গেছে, যখন কোনো রাষ্ট্র তথ্যপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে, তখন বিকল্প তথ্যব্যবস্থা সামাজিক প্রতিরোধের একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারে পরিণত হয়। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যখন তথ্যপ্রবাহ নানা সীমাবদ্ধতা, বিভ্রান্তি এবং নিয়ন্ত্রণের মুখে পড়েছিল, তখন প্রবাসীরা বিকল্প তথ্যপ্রবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎসে পরিণত হন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, অনলাইন প্ল্যাটফর্ম, ওয়েবিনার, লাইভ আলোচনা, ডিজিটাল সংবাদমাধ্যম এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তাঁরা দেশের পরিস্থিতি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাওয়া খণ্ডিত তথ্য, প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা, ভিডিওচিত্র, আলোকচিত্র এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলো সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রচারে অনেক প্রবাসী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। একই সঙ্গে দেশের ভিতরের আন্দোলনকারী, সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী এবং আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের মধ্যে একটি কার্যকর যোগাযোগ-সেতু তৈরি হয়।

প্রবাসীদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল অর্থনৈতিক সহযোগিতা। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী, আহত ব্যক্তি, নিহত ব্যক্তিদের পরিবার এবং সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে বহু প্রবাসী ব্যক্তি ও সংগঠন আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন। বিভিন্ন দেশে বসবাসরত বাংলাদেশিরা নিজ নিজ উদ্যোগে তহবিল সংগ্রহ করেছেন, সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন এবং সংকটাপন্ন পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছেন। মানবিক সহায়তার এই প্রবণতা কেবল রাজনৈতিক অবস্থানের বহিঃপ্রকাশ ছিল না; বরং এটি ছিল জাতীয় সংহতি এবং নাগরিক দায়িত্ববোধের একটি শক্তিশালী প্রকাশ। একই সঙ্গে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রবাহ সাময়িকভাবে স্থগিত বা সীমিত করার আহ্বানও দেখা যায়, যা সরকারের প্রতি এক ধরনের প্রতীকী এবং অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টির কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রবাসীদের একটি অংশ মনে করেছিল, রাষ্ট্র যদি নাগরিকদের ন্যায্য অধিকার, নিরাপত্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁদের অবস্থান প্রকাশের অধিকার রয়েছে।

প্রবাসীদের এই ভূমিকা অবশ্য নতুন কোনো ঘটনা নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়ও প্রবাসীরা আন্তর্জাতিক জনমত গঠন, অর্থনৈতিক সহায়তা এবং কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। লন্ডন, নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন শহরে তখনকার প্রবাসী বাংলাদেশিরা যে জনমত-সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন, তা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি স্বীকৃত অধ্যায়। ইতিহাসের সেই ধারাবাহিকতারই আধুনিক রূপ আমরা চব্বিশের গণ *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে

RiteCare

RiteCare Medical Office P.C.

Mohd Hossain, MD (Imran)

ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Board Certified

Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)

Tahmina Ahmed, NP
Sunita K. Bhagat, NP

Deepa Shrestha, NP
Mohammad Rahman, FNP

• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামূল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্ব ভেকসিন দেওয়া হয়

We are Open 6 Days a week

Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM

TELEMEDICINE available for all patients

Tel: 347-390-0612

Fax : 718-480-6652

E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com

Hillside Office	Jamaica Office	Hollis Office
87-04 168th Pl, Jamaica, NY 11432	176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432	196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

ঐক্যের অন্তর্গত অনৈক্যের সুর

মহিউদ্দিন আহমদ

একটি অঞ্চলের ভাষা সাধারণত কয়েকশ বছর ধরে ধীরে ধীরে বদলায়। তবে বড় সামাজিক, রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক পরিবর্তন হলে কয়েক দশকের মধ্যেই ভাষার রূপ ও ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে পালটে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলা ভাষার বিকাশে বিভিন্ন যুগে ধর্ম, শাসনব্যবস্থা ও ঔপনিবেশিক প্রভাব বড় ভূমিকা রেখেছে। ১৯৭১ সালের পর বাংলা ভাষা বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা হয়েছে। ধীরে ধীরে বাংলাদেশের বাংলা আর পশ্চিমবঙ্গের বাংলার মধ্যে একটা ফারাক ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। প্রাচীন বাংলায় অনেক শব্দ সরাসরি সংস্কৃত থেকে এসেছে; যেমন-অগ্নি, জল, গগন। মুসলিম শাসনকালে কিতাব, দরবার, মেহমান ইত্যাদি শব্দ বাংলায় ঢুকে যায়। আবার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগে স্কুল, ট্রেন, অফিস, টেলিফোন ইত্যাদি শব্দ প্রচলিত হয়। এখন তো ভাষায় আধুনিক প্রযুক্তির প্রভাব পড়েছে। আজকের দিনে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, অ্যাপ, ভাইরাল ইত্যাদি শব্দ দৈনন্দিন ব্যবহারে এসেছে, আমরা আত্তীকরণ করে নিয়েছি। এগুলোকে জোর করে অনুবাদ করার দরকার নেই। স্কুলে পড়ার সময় একবার আরবি ‘অজু’ শব্দের বাংলা তরজমা করার একটা বালখিল চেষ্টা হয়েছিল আমাদের বন্ধুদের মধ্যে-হস্ত-পদ-মুখমণ্ডল প্রক্ষালন। আমি তো কলেজকে মহাবিদ্যালয় বলতে স্বচ্ছন্দবোধ করি না।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষা বদলায়। মানুষের চলার গতি বাড়ে। শব্দও বদলে যায়। সাহিত্যে, কাব্যে এটা ভালো রকমেই লক্ষ করা যায়। আমরা এখন আর কেউ ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা মীর মশাররফ হোসেনের ভাষারীতি ব্যবহার করি না। আমরা দিন দিন আধুনিক হচ্ছি। আমাদের ভাষাকেও গড়েপিটে আধুনিক করে তুলছি। এ যেমন কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছেন-‘বাতায়ন পাশে গুবাক তরুর সারি’। এটি তার কাব্যগ্রন্থ চক্রবাক থেকে নেওয়া, যা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৯ সালে। এখন, আজকের দিনে একজন কবি হয়তো এভাবে লিখবেন না। তিনি লিখবেন-‘জানালার ধারে সারি সারি সুপারি গাছ।’

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাষার রূপান্তর সহজেই চোখে পড়ে। কিন্তু রাজনীতিবিদদের মুখের ভাষা রয়ে গেছে একই। একজন রাজনীতিবিদ যেমন তার অবস্থানে অনড় থাকেন, একবার নির্বাচনে জিতলে জীবনে আর হারতে চান না, বড়াই করে বলেন-পাঁচবারের বা ছয়বারের এমপি, জনগণের কাছে তার শক্তি আর দৃঢ়তা অমলিন রাখার চেষ্টার ত্রুটি নেই তার; তেমনি তা মুখের ভাষাও থেকে যায় অমলিন।

১৯৪৮-৪৯ সালের কথা। আমরা তখন পাকিস্তান। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করতেন। একবার খেপে গিয়ে নাম উল্লেখ না করে তাকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন-শের কুচাল দেঙ্গে-মাথা ভেঙে দেব। এটি মনে হয় পরবর্তী সময়ে রাজনীতিবিদদের কাছে বেদবাক্য হয়ে যায়। পরবর্তী শাসকদের মুখে একই রকম কথা আমরা শুনি। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশে উদযাপন করা হচ্ছে বিজয় দিবসের প্রথম বার্ষিকী। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের মনে তখনো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে তার পূর্বসূরি লিয়াকত আলী খানের মোহন বাক্য। তিনি নতুন জন্ম নেওয়া একটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের বিরুদ্ধে তর্জনি তুলে বললেন-লাল ঘোড়া দাবড়ায়া দেব। প্রধানমন্ত্রীর মুখে এ কী রকম ভাষা! পরবর্তী সাড়ে পাঁচ দশকেও নেতাদের মুখের ভাষারীতি বদলায়নি। শেষের দিকে আমরা প্রধানমন্ত্রী দেশরত্নের মুখে শুনলাম-সাহস থাকলে দেশে আয়, তোরে দেখি! কত উদাহরণ দেব?

আমাদের দেশে আঞ্চলিক উপভাষা আছে অনেক। উদাহরণ, যেমন সিলেটি, চাটগাঁইয়া, রাঢ়ী বাংলা ইত্যাদি। আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের মুখের ভাষা অনেকটা এসব উপভাষার মতো। তাদের কথাবার্তার ঢং আর ধরন আলাদা, অনন্য, বৈশিষ্ট্যময়। কী আছে সে ভাষায়? সেখানে আছে বিষোদগার, গালাগাল, খিস্তিখেউড়। তোরে মাইরা ফেলব, তোরে ছিঁড়া ফালামু, তুই আমার এই সেই! যে ভাষা তারা তাদের মা-বাবা বা সন্তানের সামনে উচ্চারণ করতে বিব্রত হবেন, সেটি তারা অবলীলায় উগড়ে দিচ্ছেন কল্পিত শত্রুর বিরুদ্ধে।

ঝগড়াটা জিহ্বায় সীমাবদ্ধ থাকলেই ভালো হতো। সেটি হয় না। জিহ্বা থেকে সেটি ক্রমশ চলে আসে হাতে, বজ্রমুষ্টিতে সেটি আঘাত করে প্রতিপক্ষের নাকে, চোয়ালে, ঘাড়ে। বক্সিং রিঙের মধ্যে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। সেখানে ‘বিলো দ্য বেল্ট’-এর নিষেধ আছে। মার খেয়ে পড়ে গেলে তখন আর আঘাত করা যায় না, সরে যেতে হয়। রাজনীতির মারামারিটা এসব নিয়মের তোয়াক্কা করে না। একটা মাংসাশী পশু যখন আরেকটাকে ধরে কামড়ায়, রক্ত শুষে, চিবিয়ে হাড়-মাংস খায়, অনেকটা সে রকম।

দেশের রাজনীতিটা অনেকদিক বোধহয় নিরুত্তাপ ছিল। সংসদ ছিল অনেকটা নিস্তরঙ্গ দিঘির মতো। সরকারি দলে আর বিরোধী দল যেন আপসে পারিবারিক ঝগড়া করছে। আগেকার সেই মারমুখী ছবিটা নেই, গালাগাল নেই, ফাইল ছোড়াছুড়ি নেই, স্পিকারের দিকে তেড়েমেড়ে ছুটে যাওয়া নেই। কেমন যেন ম্যাড়ম্যাড়ে। তো রাজনীতি তার পুরোনো ঐতিহ্য নিয়ে খোলস থেকে বেরিয়ে এসেছে। আওয়ামীবিরোধী রাজনীতি যে রকম এক মোহনায় মিশে গিয়েছিল, সেখানে চর পড়েছে। স্রোতধারা আলাদা হচ্ছে। মাঠে তার ফল দেখা যাচ্ছে।

আমাদের দেশের রাজনীতির মনে হয় একটাই পুঁজি-স্ট্রিট অ্যাজিটেশন-রাস্তাঘাটে গিয়ে হম্বিতম্বি আর পিঠাপিঠি করা। তার একটা নমুনা দেখলাম সম্প্রতি হবিগঞ্জে। গত মঙ্গলবার জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জুলাই পদযাত্রাকে কেন্দ্র করে হবিগঞ্জে তাদের ওপর চড়াও হয়েছে একদা মিত্র বিএনপির লোকরা। হামলাকারীদের হাতে দেখলাম বাঁশ-লাঠি। এনসিপির লোকরা বেধড়ক পিটুনি খেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে মিডিয়া এটা লুফে নিয়েছে। সহানুভূতি কুড়াতে আহত ব্যক্তির আর মারামারির ফেক ছবিও সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করেছেন কেউ কেউ। এর মধ্যে এক তরুণ তার একটা চোখ হারিয়েছেন। তার কথা কে ভাববে?

ঘটনার এখানেই শেষ নয়। এনসিপি বৃহত্তর সিলেটের অন্যান্য জায়গায়ও জুলাই উদযাপনের কর্মসূচি দিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার সিলেটের গোলাপগঞ্জে এনসিপির এক সংগঠককে বহন করা গাড়িতে হামলা হয়েছে। এতে গাড়ির পেছনের কাচ ভেঙে গেছে। একইসঙ্গে ছিল ‘ভুয়া’ ‘ভুয়া’ স্লোগান। এ স্লোগানটি মনে হয় খুবই জনপ্রিয়। প্রায়ই এটা শোনা যায়। ‘ভুয়া’র আক্ষরিক অর্থ হলো ‘জাল’। তার মানে তাদের অনেকেই জাল অর্থাৎ ভন্ড, প্রতারক ও মুনাফিক বলছে। কেন বলছে?

এনসিপির নেতারা বলছেন, ‘শেখ হাসিনার স্বৈরাচারের পর বিএনপি আরেকটা স্বৈরাচার কায়েম করতে চাইছে। তারা আর কোনো দলকে দাঁড়াতে দেবে না। এটা যদি হয়, তাহলে বিএনপির পরিণতি শেখ হাসিনার চেয়ে আরও ভয়াবহ হবে।’ *(বাকি অংশ ২১ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
নতুন লোকেশনে
মেডিকেল অফিস
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232
PHONE
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220
718-297-3226

ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিষ্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)

WE OFFER QUALITY HEALTH CARE
আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি. এল. সি টেষ্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications.
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of medical managenents.
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেষ্ট, যক্ষা টেষ্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আগুনঝরা জুলাই : রক্তে লেখা এক বিপ্লবের দিনলিপি

অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান

একটি বিপ্লব কখনোই ধূমকেতুর মতো হঠাৎ আকাশে ভেসে ওঠে না। তার জন্ম হয় মানুষের বুকের গভীরে জমে থাকা দীর্ঘশ্বাস, বঞ্চনা, ক্ষোভ ও প্রতিরোধের আকাঙ্ক্ষা থেকে। অনেকটা সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মতো, যার অন্তরে বছরের পর বছর ধরে জমতে থাকে উত্তপ্ত লাভা, আর একদিন বিস্ফোরিত হয়ে বদলে দেয় ইতিহাসের গতিপথ। ২০২৪ সালের জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানও ছিল তেমনই এক বিস্ফোরণ; হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা নয়, বরং দীর্ঘ ১৬ বছরের দমনপীড়ন, বৈষম্য, দুর্নীতি এবং নিঃশব্দ আর্তনাদের অনিবার্য পরিণতি। দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে বাংলাদেশ ধীরে ধীরে একটি ভয়, নীরবতা ও নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়েছিল, রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন স্তরে রাজনৈতিক আনুগত্যই হয়ে উঠেছিল প্রধান যোগ্যতা। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ক্রমশ সংকুচিত হয়েছে, বিরোধী মতকে দমন করা হয়েছে গ্রেপ্তার, গুম, মামলা ও ভয়ভীতির মাধ্যমে। আন্তর্জাতিক সূচকগুলোও সেই বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটিয়েছে। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের ২০২৩ সালের দুর্নীতির ধারণা সূচকে বাংলাদেশ ১৮০টি দেশের মধ্যে দশম সর্বোচ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে স্থান পায়। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডার্সের ২০২৪ সালের বিশ্ব প্রেস স্বাধীনতা সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৮০ দেশের মধ্যে ১৬৫তম, আর ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের গণতন্ত্র সূচকে ১৬৭ দেশের মধ্যে ৭৫তম। পরিসংখ্যানগুলো শুধু সংখ্যাই নয়; এগুলো একটি রাষ্ট্রের ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসা গণতান্ত্রিক পরিসরের দলিল।

ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক কিংবা সাধারণ নাগরিক, কেউই সেই কর্তৃত্ববাদী শাসনের দমনপীড়ন থেকে রেহাই পাননি। আমিও ছিলাম সেই ভিন্নমত দমন প্রক্রিয়ার একজন প্রত্যক্ষ ভুক্তভোগী। শুধু স্বাধীন মতপ্রকাশের অভিযোগে আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পদ থেকে অন্যায়ভাবে চাকরিচ্যুত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের একশো পাঁচ বছরের ইতিহাসে এর আগে কোনো শিক্ষককে এমন পরিণতি ভোগ করতে হয়নি। আমার মাথার ওপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয় ২৭টিরও

বেশি মিথ্যা রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা। সেই কাল্পনিক মামলার বোঝা মাথায় নিয়ে মাত্র একদিনের নোটিশে আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাসা থেকে উচ্ছেদ করা হয়। সেদিন আমি আমার ক্যানসারআক্রান্ত স্ত্রীর অশ্রুসিক্ত চোখের দিকে তাকাতে পারিনি, আমার শিশুকন্যার কোনো প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারিনি। পাঠক, বলুন তো, ঠিক কোন অপরাধে আমি এই শাস্তি পেলাম? দীর্ঘ ছয়টি বছর আমি ক্লাসরুমে ফিরতে পারিনি, নিজের বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পা রাখতে পারিনি। যে ছাত্রছাত্রীরা ছিল আমার প্রেরণার উৎস, তাদের সঙ্গে দেখা হয়নি বহু বছর। গুম আর গ্রেপ্তারের আতঙ্কে বারবার নিজের অবস্থান বদলাতে হয়েছে। আর সেই দুর্দিনে আমার অসুস্থ স্ত্রী ও শিশুকন্যাকে যে দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে, তা এক ভয়ংকর উপাখ্যান। বাংলাদেশের ইতিহাসে যখনই সংকট এসেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বারবার হয়ে উঠেছে পরিবর্তনের সূতিকাগার। ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, মুক্তিযুদ্ধ: প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁকে এই বিশ্ববিদ্যালয় পথ দেখিয়েছে জাতিকে। ২০২৪ সালের জুলাইও তার ব্যতিক্রম ছিল না। সরকারি চাকরিতে দীর্ঘদিন ধরে মোট ৫৬ শতাংশ পদ বিভিন্ন কোটার জন্য সংরক্ষিত ছিল। এর মধ্যে ৩০ শতাংশ ছিল মুক্তিযোদ্ধা কোটা, ১০ শতাংশ নারী, ১০ শতাংশ জেলা, ৫ শতাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী এবং ১ শতাংশ প্রতিবন্ধী কোটার জন্য নির্ধারিত। শিক্ষার্থীদের দাবি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি অসম্মান নয়; বরং মেধাভিত্তিক, বৈষম্যহীন ও প্রতিযোগিতামূলক নিয়োগব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা। বিদ্যমান এই কোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছিল। জুলাইয়ের প্রথম প্রহরে আপিল বিভাগ পুনরায় কোটাব্যবস্থা বহাল রাখে। এর প্রতিবাদে শিক্ষার্থীরা প্রথমে 'বাংলা ব্লকেড' এর মতো স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ কর্মসূচি আয়োজন করে। এর প্রতিক্রিয়ায় ১৪ জুলাই, ফ্যাসিস্ট সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলে বসলেন, যারা কোটা নিয়ে আন্দোলন করছে, তারা রাজাকারের নাতিপুতি। রাজনৈতিক ইতিহাসে অনেক সময় একটি মাত্র বাক্যই জনমতের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ১৪ জুলাইয়ের সেই মন্তব্যও তেমনই এক মুহূর্ত ছিল। যে আন্দোলন তখনও মূলত কোটা সংস্কারের দাবিতে সীমাবদ্ধ ছিল, সেটি মুহূর্তের মধ্যে আত্মমর্যাদা ও নাগরিক সম্মানের লড়াইয়ে রূপ নিতে শুরু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ঘৃণাভরে এই বক্তব্য প্রত্যাখ্যান করে। মশালে মশালে, স্লোগানে স্লোগানে কেঁপে উঠল মলচত্বর, হলপাড়া, টিএসসি। 'তুমি কে, আমি কে, রাজাকার, রাজাকার! কে বলেছে, কে বলেছে, স্বৈরাচার, স্বৈরাচার!' এই স্লোগান, আর 'চাইলাম অধিকার, হলাম রাজাকার' এই দেয়াললিখন, নতুন এক বারুদের ফুলকি জ্বালিয়ে দিল, যার প্রভাব হল সুদূরপ্রসারী। স্বৈরাচার সরকার এই প্রতিরোধ সহ্য করতে পারল না। ১৫ জুলাই সরকারের পেটোয়া বাহিনী সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ ঝাঁপিয়ে পড়ল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরীহ শিক্ষার্থীদের ওপর। ১৫ জুলাইয়ের হামলার পর আন্দোলনের ভৌগোলিক বিস্তার অভূতপূর্ব রূপ নেয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ- পেরিয়ে দেশের অর্ধশতাধিক বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। বহু শিক্ষার্থী আহত হন; এমনকি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহতদের ওপর হামলার অভিযোগও ওঠে। তারপর আসে ১৬ জুলাই ২০২৪, জুলাই আন্দোলনের ইতিহাসে যা এক অবিস্মরণীয় মোড়। সেদিন রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ২৩ বছর বয়সী শিক্ষার্থী আবু সাঈদ নিজের দুই হাত প্রসারিত করে দাঁড়িয়েছিলেন রাষ্ট্রের সশস্ত্র শক্তির সামনে। তাঁর হাতে ছিল না কোনো অস্ত্র, চোখে ছিল না প্রতিশোধের আগুন; ছিল কেবল অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহস। মুহূর্তের মধ্যেই পুলিশের গুলিতে তিনি লুটিয়ে পড়েন। সেই দৃশ্য ক্যামেরায় ধারণ হয়, আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভিডিওটি কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। অনেকের কাছে আবু সাঈদের *(বাকি অংশ ২২ পাতায়)*

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমি ও রাষ্ট্র পুনর্গঠন

মোহাম্মদ সফি উল্যাহ

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান ছিল দীর্ঘ দেড় দশকেরও বেশি সময় ধরে চলে আসা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এ দেশের আপামর জনতার ধারাবাহিক ক্ষোভ, প্রতিরোধ এবং আত্মত্যাগের এক অনন্য ঐতিহাসিক মহাকাব্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক ও রাজনৈতিক চিন্তক হিসেবে এ দেশের ঐতিহাসিক গণতান্ত্রিক অভিযাত্রার সমীকরণটি আমার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট, যেখানে স্বাধীনতার পর থেকেই বহুদলীয় গণতন্ত্র বনাম কর্তৃত্ববাদী একদলীয় প্রবণতার এক নিরবচ্ছিন্ন সংঘাত আমরা লক্ষ করেছি। ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভূদৃশ্য সুপরিকল্পিত উপায়ে সংকুচিত করা হয়েছিল এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের পর থেকে নজিরবিহীন ভোটারবিহীন ও 'নিশিরাত'-এর প্রহসনের মধ্য দিয়ে দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা সম্পূর্ণভাবে উপড়ে ফেলা হয়েছিল। এই দীর্ঘ দমবন্ধকর সময়ে বিএনপিসহ প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো স্বৈরাচারের অবর্ণনীয় দমন-পীড়ন ও অত্যাচারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মাঠ পর্যায়ের রাজনৈতিক অবকাঠামো এবং মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রস্তুত করে রেখেছিল, যা শেষ পর্যন্ত জুলাইয়ের ছাত্র-জনতার চূড়ান্ত গণ-অভ্যুত্থানকে সফল করতে এক অপরিহার্য ও ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে।

রাষ্ট্রের এই দীর্ঘমেয়াদি সংকটের মূল শিকড় ছিল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপক দলীয়করণ এবং রাষ্ট্র ও শাসকদলের মধ্যকার সাংবিধানিক সীমারেখার ক্রমাগত ক্ষয়। একজন শিক্ষক, গবেষক ও রাষ্ট্র বিশ্লেষক হিসেবে আমার কাছে অত্যন্ত স্পষ্ট, একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলো তার প্রতিষ্ঠানগুলোর নিরপেক্ষতা, জবাবদিহি ও পেশাদারি।

কিন্তু বিগত সময়ে আমরা দেখেছি, সিভিল প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী, স্থানীয় প্রশাসন এবং বিচার বিভাগের বিভিন্ন স্তরে রাজনৈতিক প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছিল, যার ফলে বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির জন্য একটি সমতাভিত্তিক রাজনৈতিক পরিবেশ সংকুচিত হয়েছিল।

একইভাবে দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোও এই প্রাতিষ্ঠানিক সংকট থেকে মুক্ত ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের শীর্ষস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক রাজনীতি, প্রশাসনিক নিয়োগ এবং একাডেমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে দলীয় প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। এর ফলে মেধা, যোগ্যতা ও একাডেমিক অবদানের পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক আনুগত্য অধিক গুরুত্ব পায়।

ফলস্বরূপ উচ্চশিক্ষার সুশাসন, জবাবদিহি ও উৎকর্ষের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং শিক্ষা ও গবেষণার স্বাভাবিক পরিবেশ ব্যাহত হয়। বিশেষ করে ভিন্নমতাবলম্বী ও প্রাজ্ঞ শিক্ষকদের পদোন্নতি, গবেষণার সুযোগ এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে বৈষম্য উচ্চশিক্ষাঙ্গনে একটি নেতিবাচক সংস্কৃতি তৈরি করে। ২০২৪ সালের রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ ও অসন্তোষকে এই দীর্ঘদিনের জমে

থাকা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা যায়। এই অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হিসেবে উঠে এসেছে।

বিগত দেড় দশকে বিএনপির ওপর দিয়ে যে রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের ঝড় বয়ে গেছে, তা সমকালীন দক্ষিণ এশিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ কালো অধ্যায়।

দলের লাখো নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে বিপুলসংখ্যক মামলা, গণগ্রেপ্তার, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাধা এবং বিচারিক হয়রানির অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে আলোচিত হয়েছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে কথিত 'গায়েবি মামলা' ব্যবহার করা হয়েছিল। একই সঙ্গে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা এবং নির্বিচার আটকের ঘটনাগুলো নিয়ে জাতিসংঘ, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ এবং অন্যান্য মানবাধিকার সংস্থা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

দীর্ঘদিনের এই প্রতিকূল পরিস্থিতি বাংলাদেশের গণতন্ত্র, রাজনৈতিক সহনশীলতা ও বিরোধী মতের প্রতি রাষ্ট্রের আচরণ নিয়ে গভীর প্রশ্ন তৈরি করেছে। এসব ঘটনার ফলে বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ আরো তীব্র হয় এবং গণতান্ত্রিক অধিকার, ন্যায়বিচার ও একটি অংশগ্রহণমূলক রাজনৈতিক পরিবেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও দলের নেতৃত্বকে সক্রিয় রাখার ক্ষেত্রে তারেক রহমান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। লন্ডনে অবস্থান করেও তিনি আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি, জুম সভা এবং ভার্চুয়াল যোগাযোগব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের তৃণমূল নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রেখেছেন। তাঁর নির্দেশনায় সাংগঠনিক পুনর্গঠন, কর্মীদের মনোবল ধরে রাখা এবং রাজনৈতিক কর্মসূচির সমন্বয় অব্যাহত থেকেছে। এই ধারাবাহিক নেতৃত্ব দীর্ঘ প্রতিকূলতার মধ্যেও দলকে ঐক্যবদ্ধ রেখেছে এবং পরবর্তী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য সাংগঠনিক ভিত্তি তৈরি করেছে।

জুলাই ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানের রক্তক্ষয়ী অধ্যায় বাংলাদেশের ইতিহাসে এক গভীর বেদনাবিধুর ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। ছাত্রদের কোটা সংস্কার আন্দোলন থেকে শুরু হওয়া এই প্রতিবাদ দ্রুত একটি বৃহত্তর গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়, যেখানে ভোটাধিকার, নাগরিক মর্যাদা, জবাবদিহি এবং রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ প্রকাশ পায়। এই আন্দোলনে অসংখ্য ছাত্র-জনতা, সাধারণ নাগরিক এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী জীবন উৎসর্গ করেন। বিশেষ করে বিএনপির বহু নেতাকর্মী (বিএনপির প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী ৪২২ জন) প্রাণ হারান এবং হাজারো নেতাকর্মী নির্যাতনের শিকার হন, যাঁরা দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক নিপীড়ন, মামলা ও গ্রেপ্তারের মধ্যেও রাজপথে সক্রিয় ছিলেন।

জাতিসংঘের *(বাকি অংশ ২২ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

জুলাই বাংলাদেশের আত্মরক্ষার নাম

ফারুক ওয়াসিফ

জুলাই কী অর্জন করল, এটা প্রথম প্রশ্ন নয়। পহেলা জিজ্ঞাসা এটাই-কেন বাংলাদেশে এত রক্তের দানে গণহত্যার গিরিখাদ পেরিয়ে জুলাই ঘটতে হলো? জুলাই কোনো প্রকল্প নয়, জুলাই বাংলাদেশের আত্মরক্ষার নাম। আত্মরক্ষার অধিকারে জুলাই সৎ ও সত্য। শেখ হাসিনার দুঃসহ শাসনই জুলাইয়ের মহা ঐতিহাসিক লড়াই ও শহীদানের জন্ম দিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের পরের সাড়ে তিন বছর বাংলাদেশ দুঃশাসন ও নৈরাজ্যে থমকে ছিল। কিন্তু সেটা মুক্তিযুদ্ধকে ব্যর্থ করেনি, বরং ৫৫ বছর পরে এসে বুঝতে পারি, বাংলাদেশের বিকল্প ছিল না। জুলাইয়ের পরের অনিশ্চয়তা সে তুলনায় অনেক কম। জুলাইপরবর্তী পুলসিরাত পেরিয়ে অর্থনীতিকে বাঁচিয়ে, গৃহযুদ্ধ এড়িয়ে, প্রতিশোধ ঠেকিয়ে বাংলাদেশ যে নির্বাচনি বৈতরণি রেকর্ডরকম শান্তিপূর্ণভাবে পার হয়েছে, সেটা অবশ্যই এক বড় সুসংবাদ।

জুলাইয়ের বড় অর্জন বাংলাদেশ ড্রিমকে ফিরিয়ে আনা। ‘যে কেবল পালিয়ে বেড়াত, দৃষ্টি এড়াত, ডাক দিয়ে যেত ইঙ্গিতে’; সেই স্বপ্নকে আবার জাতির সামনে হাজির করা, তাকে সম্ভবযোগ্য করে তোলা। জুলাই-২৪-এর বড় অবদান-হারানো বাংলাদেশকে আবার সবার সামনে হাজির করা। আমরা সফলতার চূড়ান্ত মঞ্জিলে পৌঁছাইনি বটে, তবে পথ হারানোর ভয় কেটে গেছে।

জুলাইয়ের ৩৬ দিনে প্রতিটি গুলির নিশানা অনুসরণ করে কী দেখা যায়? দেখা যায় আবু সাঈদের ঝাঁজরা হওয়া বুক, শহীদ ওয়াসিমের প্রবাসী পিতার হাহাকার। গুলির উড়ালপথ ধরে আরও এগিয়ে গেলে আপনি পাবেন, ঘরের ভেতরে মায়ের কোলে গুলিবিদ্ধ শহীদ আব্দুল আহাদ (৪); ছাদে খেলতে যাওয়া রিয়া গোপের (৬) নূপুর পরা নিথর দেহ; বাবার কোলেই বুলেটে নিহত ২ বছরের রহিত (২); মায়ের সঙ্গে ৪ তলার বারান্দায় দাঁড়ানো নাঈমা (১৫); কার্নিশ ধরে ঝুলতে থাকা আমীর হোসেন; এক গুলিতে নাতি ও দাদির জীবন কেড়ে নেওয়া; আশুলিয়ায় জীবিত ও মৃত জুলাই যোদ্ধাদের ভ্যানের ভেতর জ্বালিয়ে দেওয়া কিংবা একসঙ্গে লড়াই করতে করতে ২২ জনের ২১ জনকেই হারিয়ে ফেলা তরুণের মানসিক ট্রমা। ছেলেটি এখন জীবিতদের চেয়ে মনে মনে বেশিটা সময় কাটায় শহীদ সহযোদ্ধাদের সঙ্গে।

বাদশাহ শাদ্দাদের প্রাসাদের তলায় দানবের শিকার হওয়া বাংলাদেশের চিরে ফেলা বুককেও মেলে ধরেছে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান। জাতিসংঘ মারফত আয়নাঘর নামের গোপন যক্ষপুরীর সাক্ষী আজ বিশ্ব। শুধু জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময়েই ১৪০০ তাজা প্রাণের শুমার করতে পেরেছে জাতিসংঘ। আরও হিসাব বাকি। গুম কমিশন ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ১ হাজার ৫৬৯টি গুমের ঘটনা নিশ্চিত করেছে। অভিযোগ আমলে নিলে সংখ্যাটা ৪ হাজার থেকে ৬ হাজার হতে পারে। ২০০৯ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা নিহত হয়েছেন ২,৫৭৯ মানুষ। একই সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থায় জনগণের আমানতের থেকে আনুমানিক ২৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা প্রায় ২৮ লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে। লুট হয়েছে খোদ বাংলাদেশ ব্যাংক। লুট হয়েছে প্রিয় বাংলাদেশটাই।

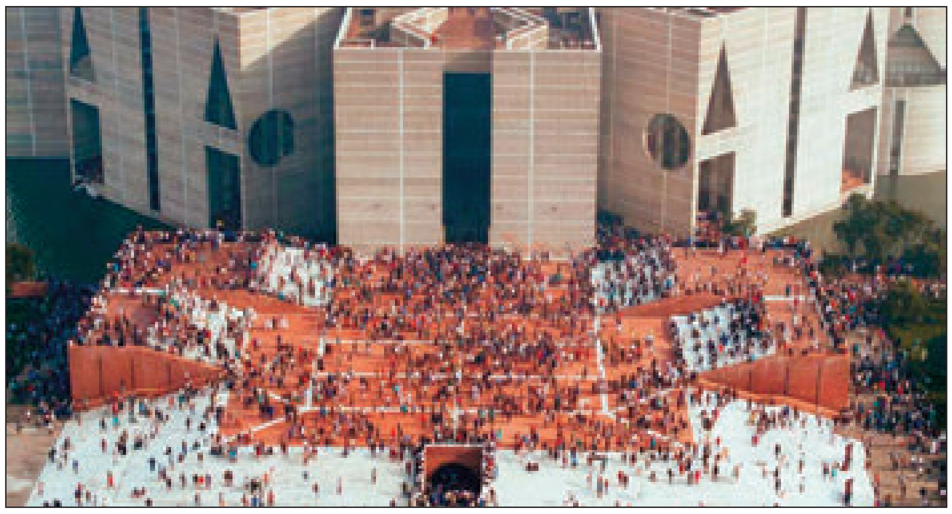

জুলুমশাহি আমলের রাজনৈতিক নিপীড়নের রেকর্ড যে কোনো পরাধীন দেশকেও হার মানাবে। বিএনপির নেতাকর্মীদের প্রায় ৬০ লাখ মামলার আসামি করার কথা বলেছেন দলটির নেতারা। কয়েক প্রজন্মের লাখো তরুণের জীবন-জীবিকা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। দেশ পতিত হয়েছিল অন্তহীন বিষাদগ্রস্ততায়। বসবাসের অযোগ্য, চরম বৈষম্যপূর্ণ, নোংরা ও অপরাধে ভরা নগরগুলোয় ক্ষমতাবানেরা গড়ে তুলেছিল নিজস্ব স্বর্গ, নিজস্ব বাহিনী আর গুম-খুনের কয়েদখানা। রাজনীতি হয়ে পড়েছিল মাফিয়া ‘লিজেন্ড’, খুনি ‘গডফাদার’, রঙিলা ‘আম্মাজান’, জমিদার ‘বড়ো ভাই’, আর সরকারি ‘দাবাং’ চরিত্রের উর্বর বীজতলা। এভাবে তারা গড়ে তোলে এক অপরাধমূলক রাজনৈতিক অর্থনীতি। এর সহজ নাম ঠগিতন্ত্র।

বাংলাদেশে একটা যুগ গেছে, যখন জনগণকে নাই করে দেওয়া হয়েছিল। সিন্দাবাদের ভূতের মতো চেপে বসা শাসককে বদলানো অসম্ভব হয়ে যাচ্ছিল। জনগণ যখন তাদের শাসককে বদলাতে পারে না, তখন শাসকরাই জনগণকে বদলে দেয়। ছোট্ট একটা উমেদার গোষ্ঠীকে নিয়ে তারা গড়ে তোলে আগ্রাসী উমেদারতন্ত্র। দীর্ঘ দুঃশাসন জনগণের মনোবল, নৈতিক শক্তি ও অধিকারবোধ নষ্ট করে দেয়। নদীর মতো তখন মানুষও দূষিত হয়ে যায়। জুলাইয়ের ছাত্র-জনতার অবিস্মরণীয় শহীদান এই আজাব থেকে দেশটাকে উদ্ধার করেছিল। শহীদ ও আহত কিশোর-তরুণদের রক্তে ধোয়া রাজপথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নিখোঁজ জনগণ ফিরে এসেছিল ‘ছাত্র-জনতা’ হয়ে। অতিকায় আবরাহাদের বিরুদ্ধে আবাবিল পাখির ঘূর্ণিঝড় হয়ে। জুলাইয়ে রক্তস্নানে বাংলাদেশ শুদ্ধ হয়ে গেছে তা বলব না, তবে নিজের ঐতিহাসিক কক্ষপথে ফেরার সুযোগ পেয়েছে এই দুঃখিনী মাতৃভূমি। এমন সুযোগ এক শতাব্দীতে দু-একবারই আসে।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের প্রধান শক্তি ছিল উঠতি মধ্যবিত্তভুক্ত নগর ও মফস্বলের ছাত্র-তরুণ। এই ছাত্র-তরুণদের আরেক কথায় বলা যায় প্রিক্যারিয়েত, জীবন-জীবিকার প্রশ্নে ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠী। এদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল শহুরে প্রলেতারিয়েত অর্থাৎ খেটে খাওয়া রিকশাচালক, মজুর, হকার, গার্মেন্ট ও হোটেল শ্রমিকরা। একেবারে শেষদিকে গণতন্ত্রমনা বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীরা যোগ দিলে গণ-অভ্যুত্থান জাতীয় চরিত্র অর্জন করে। স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রতিরোধী বাংলাদেশের সর্বজনীনতা। জুলাই মানে তাই জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতার বিজয়ী প্রকাশ।

বাংলাদেশের ইতিহাস বৈষম্যবিরোধী জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস। এই দেশে প্রলেতারিয়েতের বা কৃষকের শ্রেণি সংগ্রাম জারি থাকলেও তা ইতিহাসের প্রধান চালিকাশক্তি ছিল না। বরং বারেবারে দেখা গেছে, নব্য বড় লোকের সঙ্গে উঠতি মধ্যবিত্তের শ্রেণিসংগ্রাম। জমিদারকুলের বনেদিদের সঙ্গে উঠতি মধ্যবিত্ত সন্তানদের দ্বন্দ্বে ১৯৪৭-এর বাংলাভাগ হয়। পাকিস্তান আমলে পাঞ্জাবি এলিটদের বৈষম্যের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে বাঙালি উঠতি মধ্যবিত্তের জাতীয় সংগ্রাম। সংগ্রামটা মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান ছিল শতবর্ষের বৈষম্যের শিকার উঠতি মধ্যবিত্তের আরেক বিজয়। প্রথম প্রজন্মে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা গ্রাম-মফস্বলের সন্তানদের উত্থান।

দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশের জনগণের নজরকাড়া একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যে ধর্মের বা জাতির বা ভাষার মানুষই হোন না কেন, সন্তানাদি ঘিরে পারিবারিক গঠন, মূল্যবোধ, খাদ্যরুচি, জীবনের স্বপ্ন, পোশাক-আশাক, ঘরবাড়ি-প্রতিবেশী, বিয়েশাদির সংস্কৃতি মোটামুটি এক। এমনকি বাংলাদেশিদের মধ্যে বর্ণবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ উপমহাদেশের মধ্যে সবচেয়ে কম। এ কারণেই এ দেশের মানুষ বিদেশি *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

প্রশান্ত আত্মা ও সংকীর্ণ আত্মা

জাফর আহমাদ

আরবীতে যাকে 'নাফসে মুতমাইন্না' বলা হয় তাকে বাংলায় প্রশান্ত আত্মা নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রশান্ত আত্মা বলতে এমন মানুষকে বুঝানো হয়েছে যে, কোন প্রকার সন্দেহ সংশয় ছাড়াই পূর্ণ নিশ্চিন্ততা সহকারে ঠাণ্ডা মাথায় এক ও লা-শরীক আল্লাহকে নিজের রব এবং নবীগণ যে সত্য দীন এনেছিলেন তাকে নিজের দীন ও জীবন বিদান হিসেবে গণ্য করেছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের কাছ থেকে যে বিশ্বাস ও বিধানই পাওয়া গেছে তাকে সে পুরোপুরি সত্য বলে মেনে নিয়েছে। আল্লাহর দীন যে জিনিসটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে তাকে সে অনিচ্ছা সত্বেও নয় বরং এই বিশ্বাস সহকাওে বর্জন করেছে যে, সত্যিই তা খারাপ। সত্য প্রীতির পথে যে কোন ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সে নির্দ্ধিধায় তা করেছে। এই পথে যেসব সংকট, সমস্যা, কষ্ট ও বিপদেও মুখোমুখি হতে হয়েছে হাসি মুখে সেগুলো বরদাশত করেছে। অন্যায় পথে চলে লোকদের দুনিয়ায় নানান ধরনের স্বার্থ,ঐশ্বর্য ও সুখ-সম্ভার লাভ করার যেসব দৃশ্য সে দেখেছে তা থেকে বঞ্চিত থাকার জন্য তার নিজের মধ্যে কোন ক্ষোভ বা আক্ষেপ জাগেনি। বরং সত্য দীন অনুসরণ করার ফলে সে যে এই সমস্ত আবর্জনা থেকে মুক্ত থেকেছে, এ জন্য সে নিজের মধ্যে পূর্ণ নি-শ্চিন্ততা অনুভব করেছে। আল কুরআনের অন্যত্র এটিকে 'শরহে সদর" বা উন্মুক্ত বক্ষদেশ' বলা হয়েছে।

আরবী 'শরহে সদর' মানে উন্মুক্ত বক্ষ বা খোলা মন। ইসলামী পরিভাষায় পৃথিবীতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আল্লাহর অসংখ্য নিদর্শনাবলীর দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ এবং ইসলামকে অতকাট্য ও নির্ভূল সত্য বলে মেনে নেয়ার যোগ্যতাকে উন্মুক্ত বক্ষ বলে। এটি সম্পুর্ণভাবে আল্লাহর এক বিশেষ দান। কোন ব্যাপারে মানুষের বক্ষ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া মূলত এমন একটি মানসিক অবস্থার নাম, যখন তার মনে উক্ত বিষয় সম্পর্কে কোন দুশ্চিন্তা বা দ্বিধা-দ্বন্ব কিংবা সংশয় থাকে না এবং কোন বিপদের আভাস বা কোন ক্ষতির আশংকাও তাকে ঐ বিষয় গ্রহণ করতে বাধা দিতে পারে না। বরং সে পূর্ণ মানসিক তৃপ্তির সাথে এ সিদ্ধান্ত করে যে, এ জিনিসটি ন্যায় ও সত্য। তাই যাই ঘটুক না কেন আমাকে এর ওপরই চলতে হবে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন ব্যক্তি যখন ইসলামের পথ অবলম্বন করে তখন আল্লাহ ও রাসুলের পক্ষ থেকে যে

নির্দেশই আসে তা সে অনিচ্ছায় নয় বরং খুশি ও আগ্রহের সাথে মেনে নেয়। কিতাব ও সুন্নাহ থেকে যে আকাঈদ ও ধ্যান ধারণা এবং যে নীতিমালা ও নিয়ম কানুন তার সামনে আসে তা সে এমনভাবে গ্রহণ যেন সেটাই হৃদয়ের প্রতিধ্বনি। কোন অবৈধ সুবিধা পরিত্যাগ করতে তার কোন অনুশোচনা হয় না। সে মনে করে ঐগুলো তার জন্য কল্যাণকর কিছু ছিল না। বরং তা ছিল একটি ক্ষতি যা থেকে আল্লাহর অনুগ্রহ রক্ষা পেয়েছে। অনুরূপ ন্যায় ও সত্যের ওপর কায়েম থাকার কারণে তার যদি কোন ক্ষতি হয় তাহলে সে সেই জন্য আফসোস করে না, ঠাণ্ডা মাথায় বরদাশত করে এবং আল্লাহর পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার পরিবর্তে তার কাছে ঐ ক্ষতি হালকা মনে হয়। বিপদাপদ আসলে তার এ একই অবস্থা হয়। সে মনে করে আমার দ্বিতীয় কোন পথই নেই- এ বিপদ থেকে বাঁচার জন্য, যে পথ দিয়ে আমি বেরিয়ে যেতে পারি। আল্লাহর সোজা পথ একটিই। আমাকে সর্বাবস্থায় ঐ পথেই চলতে হবে। বিপদ আসলে আসুক।

এই নিয়ামত সকলকেই আল্লাহ দান করেন না। হযরত মুসা আঃ কে যখন ফিরাউনের কাছে পাঠানো হয়েছিল, তিনি আল্লাহর কাছে 'উন্মুক্ত বক্ষ' এর জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন,"রাব্বিসরাহলি ছদরি" হে আমার রব! আমার বুককে প্রশস্ত করে দাও বা খুলে দাও।"(সুরা ত্বহা:২৫) অর্থাৎ আমার মনে এ মহান দায়িত্বভার বহন করার মতো হিম্মত সৃষ্টি করে দাও। আমার উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়িয়ে দাও। যেহেতু হযরত মুসা আঃ কে একটি বড় কাজের দায়িত্ব সোপর্দ করা হচ্ছিল যা করার জন্য দুরন্ত সাহসের প্রয়োজন তাই তিনি দু'আ করেন, আমাকে এমন ধৈর্য, দৃঢ়তা, সংযম, সহ-নশীলতা, নির্ভিকতা ও দুর্জয় সংকল্প দান করো যা এ কাজের জন্য প্রয়োজন। সুতরাং প্রতিটি মুসলিমদেরকে শরহে সদর বা উন্মুক্ত বক্ষের জন্য দু'আ করতে হবে। যদি আল্লাহ দয়া করে কাউকে একটি উন্মুক্ত বক্ষ বা খোলা মন দান করেন, তাহলে সেই ব্যক্তি দীনের পথে চলার জন্য তার মন কখনো সংকীর্ণ হবে না। হাজারো বিপদ জেনেও সে সেই পথ থেকে বিরত হবে না।

সত্যিকার অর্থে আল্লাহ যার ভালো চান ইসলামের আলোকিত সোজা পথটি তার জন্য উন্মুক্ত করে দেন। অর্থাৎ তাঁর মন-মানসিকতা বা বক্ষদেশকে ইসলামের জন্য খুলে দেন। ফলে সে ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে হৃদয়ে পূর্ণ নিসংশয়তা ও নিশ্চয়তা লাভ করে এবং সকল প্রকার সন্দেহ, সংশয় ও দোদুল্যমানতা দূরীভূত হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,"প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যাকে সত্যপথ দেখাবার সংকল্প করেন তার বক্ষদেশ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। আর যাকে তিনি গোমরাহীতে নিক্ষেপ করার সংকল্প করেন তার বক্ষদেশ সংকীর্ণ করে দেন এবং এমনভাবে তাকে সংকুচিত করতে থাকেন যে, (ইসলামের কথা চিন্তা করতেই) তার মনে হতে থাকে যেন তার আত্মা আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছে। এভাবে আল্লাহ (সত্য থেকে দূরে পলায়ন ও সত্যের প্রতি ঘৃণার) আবিলতা ও অপবিত্রতা বেঈমানদের ওপর চাপিয়ে দেন।"(সুরা আনআম:১২৫)

সালেহ বা সৎকর্মশীল বলতে এমন ব্যক্তি বুঝায় যে তার নিজের চিন্তাধারা, আকীদা-বিশ্বাস, ইচ্ছা, সংকল্প, কথা ও কর্মের মাধ্যমে সত্য-সরল পথে প্রতিষ্ঠিত থাকে এবং এই সংগে নিজের জীবনে সৎ ও সূনীতি অবলম্বন করে। দুনিয়ায় যারা এ ধরনের লোকদের সংগ লাভ করে এবং আখিরাতেও এদের সাথী হয় তারা বড়ই সৌভাগ্যবান। অবশ্য কোন ব্যক্তির অনুভূতি মরে গেলে ভিন্ন কথা, নয়তো অসৎ ও দুশ্চরিত্র লোকদের সাথে দুনিয়ায় জীবন যাপন করা আসলে একটি ভয়াবহ শাস্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। আর আখেরাতে তারা যে পরিণামের সম্মুখীন হবে সেই একই পরিণামের ভাগী হয়ে আখেরাতে তাদের সাথী হওয়ার শাস্তি তো তুলনা বিহীন। তাই তো আল্লাহর নেককার বান্দারা হামেশা এই আকাংখা পোষণ করে যে, তারা যেন নেক লোকদের সমাজে বসবাস করতে পারে। যারা দুনিয়ায় সৎ লোকদের সাথে বসবাস করবে অর্থাৎ সিদ্দীক, শহীদ ও সালেহীনদের কার্যাবলী ধারণ করে তাদের সাথে পথ চলবে, তাদেরকে মৃত্যু থেকে হাশরের ময়দান এবং আল্লাহর আদালত পর্যন্ত সম্মানের সহিত ডাকা হবে।

আল্লাহ তা'আলা *(বাকি অংশ ২৩ পাতায়)*

এলিস আইল্যান্ড ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ ইমিগ্রেশন

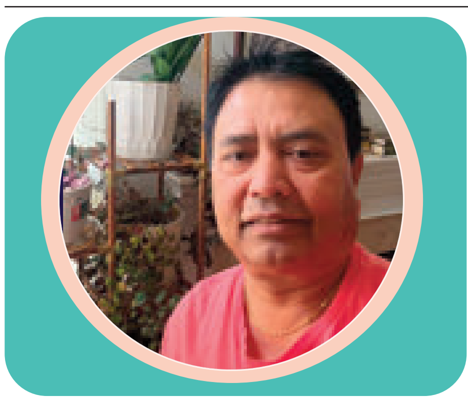

ড. আবদুস সাত্তার

কয়েকবার এসেছিলাম এখানে কিন্তু সময়ের জন্য সবকিছু দেখতে পারিনি। এবার সময় নিয়ে এসেও নিখুঁত ভাবে শেষ করতে পারিনি। আমার মনে হয় পুরোপুরি ডাইরিতে লিপিবন্ধ বা গবেষণা করতে হলে তিন দিন সময় লাগবে। আজ দুনয়ন ভরে অনেক অজানাকে জেনে এবং দেখে আসলাম। মিউজিয়ামের ছবি ও তথ্য নিয়ে আজকের লেখা। বর্তমানে 'এলিস আইল্যান্ড' ন্যাশনাল পার্ক ব্যবস্থার অন্যতম জনপ্রিয় একটি গন্তব্য; প্রতি বছর এখানে ৩০ লাখেরও বেশি দর্শনার্থী আসেন সেই সব কক্ষ ও হলঘর দেখার জন্য, যেখানে এক কোটি ২০ লাখ অভিবাসী প্রথমবারের মতো আমেরিকার মাটিতে পা রেখেছিলেন। কিন্তু ১৯২৪ সালে যখন অভিবাসীদের শেষ বড় দলগুলো ফেরিতে চড়ে নিউ ইয়র্ক শহর ও তার বাইরের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছিল তখন এলিস আইল্যান্ডকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বা আকর্ষণীয় কোনো স্থান বলে মনে করা হতো না। পরিত্যক্ত হওয়ার আগে এই দ্বীপ ও এর ভবনগুলো নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছিল; অবশেষে ১৯৯০ সালে এগুলো সংস্কার করে জাদুঘর হিসেবে সাধারণের জন্য পুনরায় খুলে দেওয়া হয়। জরাজীর্ণ ভবনে পূর্ণ একটি দ্বীপ কীভাবে আমাদের জাতির অভিবাসন-ইতিহাসের এক পবিত্র স্মারক হয়ে উঠল এবং কীভাবে এটি এমন এক স্থানে পরিণত হলো যেখানে স্মরণ করা হয় সেই সব মানুষকে, যারা নতুন জীবন শুরুর আশায় আমেরিকার উপকূলে পা রাখার কঠিন যাত্রাটি সম্পন্ন করেছিলেন? গ্রেট হল, ব্যাগেজ রুম এবং সংস্কারকৃত ডরমিটরিগুলো ঘুরে দেখার সময় দর্শনার্থীরা নতুন সুযোগের সন্ধানে আসা সেই আশাবাদী মানুষদের অনুভূতির আঁচ পেতে পারেন; আর জাদুঘরের ইন্টার‍্যাক্টিভ প্রদর্শনীগুলো তাদের সেই দীর্ঘ যাত্রার অভিজ্ঞতাকে জীবন্ত করে তোলে। প্রতিটি প্রদর্শনী অভিবাসন প্রক্রিয়ার ওপর আলোকপাত করে এবং দর্শনার্থীদের আমেরিকার 'মেল্টিং পট' বা বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য অনুধাবনে সহায়তা করে।

১৮৯০ সালের আগে, যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন প্রক্রিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। ম্যানহাটনের ব্যাটারি এলাকায় অবস্থিত 'ক্যাসল গার্ডেন' (বর্তমানে 'ক্যাসল ক্লিনটন' নামে পরি-

চিত) ১৮৫৫ থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত নিউ ইয়র্ক বন্দরের অভিবাসন কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হতো। প্রায় ৮০ লক্ষ অভিবাসীড়্যাদের অধিকাংশই ছিল উত্তর ইউরোপীয় দেশগুলোর, এই কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেছিল; এটিই ছিল যুক্তরাষ্ট্রে বসতি স্থাপনকারী অভিবাসীদের প্রথম বড় ঢেউ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপজুড়ে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক সংকট এবং ধর্মীয় নিপীড়ন চরম আকার ধারণ করেছিল, যা বিশ্ব ইতিহাসে সর্ববৃহৎ গণ-অভিবাসন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে। ১৮৯১ সালের অভিবাসন আইন পাসের পর এটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বিপুল সংখ্যক অভিবাসীর আগমন সামলানোর মতো পর্যাপ্ত সক্ষমতা বা প্রস্তুতি ক্যাসল গার্ডেনের ছিল না; ফলে কেন্দ্রীয় সরকার এলিস আইল্যান্ডে একটি নতুন অভিবাসন কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেয়। নির্মাণকাজ চলাকালীন অভিবাসীদের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার জন্য ব্যাটারি এলাকার 'বার্জ অফিস' ব্যবহার করা হতো। ১৮৯২ সালের ১লা জানুয়ারি এলিস আইল্যান্ডের নতুন কেন্দ্রটিতে অভিবাসীদের আগমন শুরু হয়। আয়ারল্যান্ডের কিশোরী অ্যানি মুর, তার দুই ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়েড়এলিস আইল্যান্ডে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাওয়া প্রথম অভিবাসী হিসেবে ইতিহাসে নাম লেখান। পরবর্তী ৬২ বছরে এলিস আইল্যান্ডের পথ ধরে ১ কোটি ২০ লক্ষেরও বেশি অভিবাসী যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছিল।

অধিকাংশ অভিবাসী নিউ ইয়র্ক বন্দরের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতেন, যদিও বোস্টন, ফিলাডেলফিয়া, বাল্টিমোর, সান ফ্রান্সিসকো এবং নিউ অরলিন্সের মতো শহরগুলোতেও প্রবেশের অন্যান্য বন্দর ছিল। এলিস আইল্যান্ড এবং সামগ্রিকভাবে অভিবাসনের ইতিহাসে হোয়াইট স্টার, রেড স্টার, কিউনার্ড, হল্যান্ড আমেরিকা ও হামবুর্গ-আমেরিকা লাইন্সের মতো বড় বড় বাষ্পচালিত জাহাজ কোম্পানিগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। নিউ ইয়র্ক বন্দরে পৌঁছানো প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের এলিস আইল্যান্ডে কোনো যাচাই-বাছাই বা পরিদর্শন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হতো না। এর পরিবর্তে, জাহাজের ভেতরেই তাদের ওপর এক ধরনের সংক্ষিপ্ত বা প্রাথমিক পরিদর্শন চালানো হতো; এর পেছনের ধারণাটি ছিল এমন যে, কোনো ব্যক্তি যদি প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কেনার সামর্থ্য রাখেন, তবে তিনি স্বচ্ছল এবং চিকিৎসা বা আইনি কারণে আমেরিকায় জন-বোঝা (public charge) হয়ে ওঠার আশঙ্কা তার কম। তবে শ্রেণী-নির্বিশেষে অসুস্থ যাত্রী কিংবা যাদের ক্ষেত্রে কোনো আইনি সমস্যা থাকত, তাদের অধিকতর যাচাই-বাছাইয়ের জন্য এলিস আইল্যান্ডে পাঠানো হতো। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের, যাদের সাধারণত 'স্টিরেজ' (steer-age) বলা হতো, ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই অভিবাসীরা বাষ্পচালিত জাহাজের একেবারে নিচের অংশে অত্যন্ত গাদাগাদি ও প্রায়শই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ভ্রমণ করতেন; আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দেওয়ার সময় উত্তাল সমুদ্রের কারণে সৃষ্ট অসুস্থতায় (সি-সিকনেস) ভুগে তাঁদের অনেক সময় টানা দুই সপ্তাহ পর্যন্ত শোয়ার জায়গাতেই (বাঙ্ক) কাটাতে হতো। জাহাজটি বন্দরে পৌঁছানোর পর, স্টিরেজ যাত্রীদের ফেরি বা বার্জে করে বিস্তারিত পরীক্ষার জন্য এলিস আইল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হতো।

১৮৯৭ সালের ১৫ই জুন ভোরবেলা, এলিস আইল্যান্ডে এক অগ্নিকাণ্ডে অভিবাসন কেন্দ্রের প্রধান ভবনটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। এতে কোনো প্রাণহানি না ঘটলেও, ১৮৫৫ সাল থেকে সংরক্ষিত ফেডারেল ও অঙ্গরাজ্য পর্যায়ের অভিবাসন সংক্রান্ত নথিপত্র এবং সেগুলোকে ধারণকারী পাইন কাঠের ভবনগুলো আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ দ্রুত অভিবাসন কেন্দ্রটি পুনর্নির্মাণের নির্দেশ দেয়, তবে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্ত জুড়ে দেয়: এলিস আইল্যান্ডে ভবিষ্যতে নির্মিতব্য সকল কাঠামো অবশ্যই অগ্নিনিরোধক হতে হবে। এই অন্তর্বর্তী সময়ে অভিবাসীদের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যাটারি পার্কের 'বার্জ অফিস' (Barge Office)-কে পুনরায় ব্যবহার করা হয়। ১৯০০ সালের ১৭ই ডিসেম্বর নতুন প্রধান ভবনটি চালু করা হয় এবং সেদিনই ২,২৫১ জন অভিবাসীকে সেখানে গ্রহণ করা হয়। যদিও ১৮৯৭ সালের জুন মাসের আগের যাত্রীদের জাহাজের তালিকা (ship manifests) পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল, তবুও *(বাকি অংশ ৩৩ পাতায়)*

বৃষ্টি পড়ে রোজ

কাজী জহিরুল ইসলাম

রোজ এখানে বৃষ্টি আসে একা
হিমেল বায়ু সাহস চেপে ধরে
লোমশ প্রাণী বাইরে হাঁটাহাঁটি
লোকটি শুধু লুকিয়ে থাকে ঘরে।

দূরের মেঘ এই আকাশে এসে
দখলে নেয় আপন পরিবেশ
উষ্ণ ওমে গাছ-খোড়লে পাখি
বজ্রপাতে হলো নিরুদ্দেশ।

শূন্যডালে বৃষ্টি ভেজা কাক
অবাক চোখে কাঠবেড়ালি ছোটে
হঠাৎ নাকে লাগছে এসে ঘ্রাণ
ডিসেম্বরে কোথাও কিছু ফোটে!

ট্রাফিক জ্যামে আটকে আছে পথ
রাস্তাগুলো জলের নিচে ডুব
চতুর্দিকে নীরব কোলাহল
নীরবতায় শব্দ বাজে খুব।

বৃষ্টি হাঁটে, হাঁটছে একা পথে
জামার নিচে জমানো সব মেঘ
বাতাস বুঝি নগ্ন করে দিল!
মাথায় বাজে কেবলই উদ্বেগ।

পাঁচই আগস্ট; ইতিহাসের এক দিন

আশরাফুল ইসলাম মিলন

জুলাইয়ের আকাশজুড়ে উঠেছিল প্রতিবাদের ঢেউ,
ন্যায়ের দাবিতে রাজপথে নেমেছিল অগণিত কেউ।
কোটা সংস্কারের দাবি ছিল আন্দোলনের শুরু,
ধীরে ধীরে এক দফার ডাক ছড়িয়ে পড়ল দূর-দূরান্তজুড়ে।

তরুণের চোখে তখন নতুন দিনের স্বপ্ন,
অধিকারের আকাংক্ষায় হৃদয় ছিল দৃপ্ত।
রাজপথে স্লোগান উঠল, কেঁপে উঠল নগর,
ইতিহাসের পাতায় লেখা হতে লাগল নতুন প্রহর।

কত মায়ের বুক খালি হলো সেই উত্তাল সময়ে,
কত স্বপ্ন থেমে গেল অশ্রুসিক্ত সন্ধ্যায়।
কত পরিবার হারাল আপনজনের হাসি,
স্মৃতির পাতায় রয়ে গেল তাদের আত্মত্যাগের ভাষা।

জুলাই পেরিয়ে আগস্ট এলো, উত্তাল হলো দেশ,
পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় জেগে উঠল বাংলাদেশ।
পাঁচই আগস্টএলো সেই ঐতিহাসিক ক্ষণ,
রাজনীতির মঞ্চে বদলে গেল বহু বছরের দৃশ্যপট তখন।

শেখ হাসিনার পদত্যাগে শেষ হলো এক অধ্যায়,
ক্ষমতার পালাবদলে ইতিহাস নিল নতুন পরিচয়।
কেউ দেখল বিজয়ের ছবি, কেউ দেখল মুক্তির গান,
কেউ আবার স্মরণ করল হারিয়ে যাওয়া প্রাণ।

পাঁচই আগস্ট তাই শুধু ক্যালেন্ডারের তারিখ নয়,
এ দিন জড়িয়ে আছে মানুষের আশা, বেদনা ও প্রত্যয়।
জুলাইয়ের সেই উত্তাল দিন, আগস্টের সেই প্রহর,
বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে হয়ে রইল স্মরণীয় অধ্যায়।

ইতিহাসের বিচার হোক সত্য, থাকুক সবার সম্মান,
প্রতিটি প্রাণের মূল্য হোক দেশের কাছে সমান।
প্রতিহিংসা নয়, প্রতিষ্ঠিত হোক ন্যায়ের বাংলাদেশ,
মানবতা ও গণতন্ত্রে সুন্দর হোক দেশের পরিবেশ।

পাঁচই আগস্ট মনে করাক অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে,
সত্য ও ন্যায়ের পথে সাহস নিয়ে এগিয়ে যেতে।
জুলাইয়ের অশ্রু যেন বৃথা না যায় কোনোদিন,
শান্তি ও সমৃদ্ধির বাংলাদেশ হোক আগামী দিনের রঙিন ঋণ।

স্বস্তির গল্প নেই কোথাও

মুহাম্মদ রফিক ইসলাম

পৃথিবীর আকাশে কালো মেঘের পৈশাচিক মাতম
আত্মবিশ্বাসী হয়ে বাইরে বেরিয়ো না তুমি।
সর্বত্র নিয়মের বৈরী হাওয়া, বিষাক্ত ফোঁসফোঁস
আচমকা ঝড়ের বিধ্বংসী তাণ্ডবলীলা
ভেঙে নছনছ করে দিতে পারে বন ও সমতল!
প্রবল উচ্ছ্বাসের তোড়ে ভেঙে যেতে পারে,
জলের ভেতর শুয়ে থাকা নদী, পাড়, ফসলের খেত
গ্রাম ও নগর...!

ভাঙনের অভিধানে ভাঙনের শব্দে নিয়ম করেই
চলে দুর্যোগের ঘনঘটা ঘনঘোর মহোৎসব।
মেঘের দৈত্যমিছিলে নৃত্য করে বিজলীর চমক
বজ্রপাতের আতশআগুন ছুঁড়ে ফেলে অগ্নিবারুদ;
গাছ পুড়ে, পাখি পুড়ে...বিভৎস কল্লোল!
শহরে বা গ্রামে বাণিজ্যিক মানুষ ও কলকজা বাড়ে
স্বস্তির গল্প নেই কোথাও।

ছত্রিশ জুলাই ও বাংলাদেশ

কাব্যশ্রী মো. নজরুল ইসলাম

সোনার বাংলা স্বাধীন দেশেতে
স্বৈর-শাসকে করছিল যে গ্রাস,
ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ দল
সেজে ছিলো এই দেশের ত্রাস।

গণতান্ত্রিক দলের কর্মী সকলে
শোষক দলে পরিণত হয়েছিল,
বাংলা মায়ের স্বাধীনতা রক্ষায়
অটুটে ফের শিক্ষার্থীগণ মিলে।

একাত্তরে লড়ছিল মুক্তিযোদ্ধা
ছত্রিশ জুলাই ছাত্র-জনতা দল,
স্বাধীন দেশে স্বাধীনতার জন্যে
নীতির ভাঁজে লড়ছে ছাত্র দল।

স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে বাঙালি
ছাত্র জনতা সব সংগ্রামে নামে,
দেশের স্বৈরশাসক দূরে হটাতে
পুনরুদ্ধার করছে রক্তের দামে।

স্বৈরশাসক বিনাশ করার জন্য
ছাত্র-জনতা দল বাঁধিয়া রুখে,
মায়ের মুখে ফের হাসি ফুটাতে
ছাত্র-ছাত্রী শহীদের মা'র দুখে।

বাংলা মায়ের দামাল সন্তানের
স্বপ্ন সুখের জীবন গড়তে হবে,
বীর বাঙালির রক্তের বন্যাতে-
ছত্রিশ জুলাই চির-ভাস্বর রবে।

ক্ষমতাসীন হায়েনার দল নাশে
মুক্তিযোদ্ধাদের মত লড়ে ছাত্র,
ছত্রিশ জুলাই'র প্রাণ বিনিময়ে
ছত্রিশে'র শহীদগণ শ্রেষ্ঠ পাত্র।

লাল সবুজের এ পতাকা তলে
ছত্রিশ জুলাই লড়াই ছিল খাব,
আমরা সবাই মিলে শপথ করি
শত্রু নাশে বিজয়ের বাণী লাভ।

ছত্রিশ জুলাই মুক্ত স্বাধীনতার
স্বাধিকারের দাবি অর্জন করে,
মৌলিক অধিকার রক্ষার পণে
স্বৈরাচার বিরোধী দলের পরে।

স্বাধীন বাংলাদেশের বুকে যদি
কালের করাল গ্রাস করে ভাই,
বাংলা মায়ের দামাল দলে সদা
স্বাধীনতার মান রক্ষা করা চাই।

একটি জুলাই

শাকেরা বেগম শিমু

সতেরটি বছর ধরে স্বৈরাচারী,
শেখ হাসিনা করে গেছে বাড়াবাড়ি।
খুন করা যার নেশা সে কি প্রজাপালক?
বাঁচেনি যার হাত থেকে বৃদ্ধ বা বালক।
রক্তগঙ্গা বহায় লীগে- বলে সে ডাইন,
বেশ করেছো, দারুণ হলো, ওয়াও ভেরি ফাইন।
এই পাপী শেখ হাসিনাকে তাড়িয়ে দিতে,

দেশকে গড়ার দায়িত্ব নিজের কাঁধে নিতে।
চব্বিশের ঐ জুলাই মাসে ছাত্রসেনা,
ঝাঁপিয়ে পড়ে করতে নিধন লীগ হায়েনা।
হাজার হাজার তাজা প্রাণের রক্ত দিয়ে,
অবশেষে স্বাধীনতা নেয় ছিনিয়ে।

স্বৈরাচারী তাড়িয়ে দিতে বীরের বেশে,
একটি জুলাই এসেছিলো বাংলাদেশে।

জুলাই মানে

জনি সিদ্দিক

জুলাই মানে লড়তে শেখা
ভয় না পেয়ে লাশের সারি,
জেল জুলুম আর চোখ রাঙানি
আমরা নবীন ধার না ধারি।

জুলাই মানে লড়তে শেখা
অস্ত্র ছাড়া বুকের তেজে,
জালিম যতই দিক ছড়িয়ে
ভয়ের ফানুস হায়না সেজে।

জুলাই মানে বিজয় আনা
ভেঙে শত বাধার প্রাচীর,
গোলামী নয় কারো বাবার
হোক না দিল্লি বা করাচির।

জুলাই মানে চলতে শেখা
উঁচু-নিচু , নদী পাহাড়,
সময় এখন নতুন করে
সমুখ পানে এগিয়ে যাবার।

বৃষ্টিবধুর প্রেম

আসাদুজ্জামান খান মুকুল

দাবদাহে আজ ক্লান্ত পরাণ
বিষণ্ণতার ছায়া,
শুষ্ক ধরার নীরব ক্রন্দন
চাহে মেঘের ছায়া।

তপন তেজে প্রখর রোদ্দুর
দগ্ধ করে দেহ,
বর্ষা রানী এসো কাছে
ঢালো স্নিগ্ধ স্নেহ।

মনের কোণে স্বপন গাঁথি
তোমার সোহাগ পেতে,
মিলন হবে নীরব রাতে
অনুরাগে মেতে।

কাজল আঁখির মেঘলা মায়া
হৃদয়পুরে বাসা,
তোমার ধারায় সিক্ত হবো
জাগে নব আশা।

শীতল বুকে টান দিও গো
মধুর আলিঙ্গনে,
দগ্ধ দিনের সবটুকু ক্ষয়
মুছুক স্নিগ্ধ ক্ষণে।
মনের সকল বেদন আমার
ঘুঁচবে তোমার টানে,
ভাসব দু'জন প্রেমের ভেলায়
বৃষ্টি-ভেজা গানে।

অলিখিত ভাষা

সফিউল্লাহ আনসারী

অনুভবের ঘ্রাণ ছুঁয়ে যায়
আবেগের জল, ভিজিয়ে দিয়ে যায়
কল্পনার রঙমহল, ঝুলে থাকে
লোভের ফাঁদ, কান পেতে রই কাঁচা ঘুমে।
কল্পিত আখ্যানে হোঁচট খায়
অপরিকল্পিত অলিখিত কবিতার ভাষা
ঘুঙুরের শব্দে স্বপ্নেরা নেমে আসে পথে
দীর্ঘশ্বাসে প্রশমন চাইছে হৃদয় প্রার্থনা।
প্রত্যেক কবিতার শব্দের ফুল
নির্ভুল অলিগলি বেয়ে গড়ায়
লুকোনো অনুভবের ভাঁজ ফেরে
সত্যি ছিলো যা, আজ তার সবি মেকি!

চব্বিশে জুলাই

মাসুদ রানা

রক্তে লেখা চব্বিশে জুলাই
জাগিয়েছে জনতার প্রাণ,
অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে উঠেছিল বাংলার সন্তান।
রাজপথ জুড়ে উচ্চারিত হলো -"ন্যায় চাই, সত্য চাই",
অসংখ্য বুকের সাহস মিলে ভয়কে দিল বিদায়।
রক্তে রাঙা রাজপথজুড়ে জেগেছিল অগণিত প্রাণ, ন্যায়
ডাকে, সত্যের টানে উঠেছিল বিজয়ের গান।
ক্ষমতা নয়, ন্যায়ের আলো ছড়িয়ে
পড়ুক দেশে,

মানবতার পতাকা উড়ুক বাংলার আকাশে।
জুলাই শুধু একটি মাস নয়,
সাহসের এক আহ্বান,
ভুলব না কখনো,
বাংলা হোক মানবতার প্রাণ।

সন্তান

আশরাফুল ইসলাম মিলন

তোমার হাসি যেন ভোরের আলো,
তোমার চোখে আঁকা স্বপ্নের জগৎ,
স্নেহে ভরা প্রতিটি দিন,
তুমি আমার জীবনের সুখস্বরূপ।

তুমি বড়ো হলে তুমিই স্বপ্নের ডানা,
যেখানে আমি শুধু তোমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকব,
সন্তান, তুমি আমার অনন্ত আশার গান।

তোমার ছোটো পার ছোঁয়ায়,
গোলাপের মতো কোমল,
তোমার স্বপ্নে জেগে ওঠে,
আমার নতুন আশা, নতুন বল।
তুমি যখন হাসো,
আমি পৃথিবী দেখি,
তোমার হাত ধরেই আমি,
চিরদিন পথ খুঁজি।

তোমার খেলা, তোমার কথা,
প্রতি মুহূর্তে জেগে ওঠে,
একটা নতুন পৃথিবী,
যেখানে ভালোবাসা সবকিছু গড়ে তোলে।
তুমি আমার আশা, তুমি আমার গান,
তোমার হাসিতেই আমি পাই,
জীবনের প্রতিটি দিশা,
তোমার সঙ্গে, চিরদিন সাথি হয়ে থাকি।

ঋতুর কাছে ঋণ

কাজী ইকবাল হাসান

ঘন ঘন ঘনায় মেঘ, গগন করে কাল,
বনের পাখি ডানা গুটে, থমকে নদীর চাল।
দূর দিগন্তে দমকে সমীর, দোলে কদমডাল,
কারে স্মরি, কারে ডাকি, ভিজে আঁখির জাল।

ধরার বুকে জলের নূপুর, বাজে ঝমঝম রবে,
বুকের মাঝে পুরনো কথা জাগে নিভৃত ভবে।
চিনি নাকো এ পথ আগে, তবু চেনা লাগে,
মনে হয় এ ধূলি-পথে হেঁটেছিলাম আগে।

বৃষ্টি যেন কৃষাণ-কন্যা, কলস ভরা নীর,
ঢেলে যায় সে মাঠে ঘাটে অমৃতধারা স্থির।
বায়ু যেন রাখাল-বালক, বাঁশি তারই সুর,
ডেকে ফেরে হারানো দিনের বন-উপবন দূর।

তুমি যেন শ্রাবণ-আলো, মেঘে ঢাকা চাঁদ,
দেখি না তব মুখখানি, রয় সুগন্ধ বাঁধ।
নামটি শুধু বাজে মনে মন্দির-ঘণ্টাধ্বনি,
সেই ধ্বনিতে জেগে ওঠে বিস্মৃত জীবনী।

কহে নদী-'ধরা যতই বাঁধুক আপন কূল,
জলের প্রাণ চলার মাঝে, থামে না তার ফুল।'
কহে মেঘ-'রাখিস নে রে আঁখি ভরা ক্ষয়,
ঝরিয়া পড়াই বরিষাধর্ম, তাতেই মোর পরিচয়।'

আমি তবে পথের ধূলি, তুমি গগন-ছায়া,
মিলন যদি লিখে থাকে, আসিবে সে মায়া।
না এলে আর দুঃখ কিসের-ঋতু ঘুরে যায়,
প্রেম থাকিলে পৃথিবী তার বরিষা ফিরে পায়।

দল বদলায় কিন্তু আমরা অমর!

হাবিব রহমান

আমার নাম হেলমেট।
এক সময় ভাবতাম, আমার জন্ম মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য। মোটরসাইকেল চালকের মাথা রক্ষা করাই আমার ধর্ম। কিন্তু বাংলাদেশে এসে বুঝলাম, আমার কর্মজীবনের আসল সম্ভাবনা তো রাজনীতিতে!
এ দেশে ক্ষমতা বদলায়, সরকার বদলায়, পতাকা বদলায়, স্লোগান বদলায়–শুধু আমি বদলাই না।
আগে একদল আমাকে মাথায় দিয়ে বিরোধীদের দিকে লাঠি উঁচিয়ে দৌড়াত। এখন আরেক দল একই ভঙ্গিতে আমাকে পরে একই রাস্তা ধরে ছুটছে।
আমি মাঝেমধ্যে আয়নায় নিজেকে দেখি। ভাবিড়
আমি কি মোটরসাইকেলের হেলমেট, নাকি গণতন্ত্রের ইউনিফর্ম?"
প্রথম যৌবনে আমি ছিলাম ছাত্রলীগের মাথায়। তখন আমার গর্বের সীমা ছিলো নাড়্মনে হতো আমি বুঝি অমরত্বের সার্টিফিকেট পেয়ে গেছি। যার মাথায় বসতাম, সে-ই যেন রাজা। লাঠিটাও তখন আমার পাশের বন্ধু ছিলো, দুজনে মিলে "শৃঙ্খলা রক্ষা" করে বেড়াতামড়্আনে বিরোধীদের পিঠ আর মাথা রক্ষা করার দায়িত্ব থেকে তাদের "মুক্তি" দিতাম।

তারপর একদিন শুনলাম, সরকার বদলে গেছে। আমি ভয় পেয়েছিলাম–আমাকে বুঝি এখন জাদুঘরে পাঠানো হবে, "স্বৈরাচারের নিদর্শন" ট্যাগ লাগিয়ে। কিন্তু না, আমার আসলে চিন্তার কিছু ছিলো না। নতুন সরকার আসার কিছুদিনের মধ্যেই দেখি নতুন এক মাথা যুবদলের নয়নরা আমাকে খুঁজছে। এবার আর ছাত্রলীগ না, যুবদল। রংটা বদলে গেছে শুধু, ফ্যাশন সেই একই।
লাঠিও ফিরে এলো, আরেকটু সবুজ রঙ মেখে।
আমরা দুজন আবার একসাথে রাস্তায় নামলাম, ঠিক আগের মতোই।
মানুষ মাঝেমধ্যে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেড়"এই যে এত বড় পট পরিবর্তন হলো, রক্ত ঝরলো, সরকার পড়লো–তাতেও তোমার কিছু বদলালো না?
আমি হাসি। বলি, ভাই, আমি তো নিরপেক্ষ। আমি কোনো দলের না, আমি ক্ষমতার। যে ক্ষমতায় থাকে, আমি তার মাথায় বসি। বিরোধী দল যতই বদলাক, তাদের পিঠে নামার অধিকারটা যেন আমার জন্মগত।
দল বদলায়, পতাকার রং বদলায়, স্লোগান বদলায়–কিন্তু আমি আর আমার বন্ধু লাঠি? আমরা থেকে যাই, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে, ক্ষমতার হাতবদলের এক অবিনশ্বর ঐতিহ্য হয়ে।
আসল প্রশ্নটা তাই আমাকে না, মানুষকে করা উচিত– আমাকে মাথায় তোলার এই সংস্কৃতিটা কবে বদলাবে?
০৫ আগস্ট, ২০২৬ সাল।

PCA & HHA
FREE TRAINING

আমরা বাংলায় কথা বলি

ফ্রি

Bestcare
Home care, your care

প্রশিক্ষন এর বিস্তারিত জানতে কল করুন..
516-666-5802, 516-731-3770

১৯৮১ সাল থেকে স্বাস্থ্যসেবায় কমিউনিটির সাথে আছি

Queens	Nassau	Bronx	Corporate	Brooklyn	Highbridge	Manhattan	Staten Island	Westchester	Suffolk	Eastern Suffolk
70-50 Austin Street, Suite 130 Forest Hills, NY 11375	50 Clinton Street, Suite 201 Hempstead, NY 11550	4119 White Plains Road Bronx, NY 10466	3000 Hempstead Turnpike, Suite 205 Levittown, NY 11756	1781 Flatbush Avenue Brooklyn, NY 11210	1592 Jessup Avenue Bronx, NY 10452	260 West 36th Street, Suite 400 New York, NY 10018	60 Bay Street, Suite 506 Staten Island, NY 10301	35 East Grassy Sprain Road, Suite 203B Yonkers, NY 10710	97 West Main Street Bay Shore, NY 11706	630 Middle Country Road Selden, NY 11784

নিউ ইয়র্ক ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথ লাইসেন্স এজেন্সী।

WWW.MOINLAW.COM

LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION** (Consultation fee applies)

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

অঙ্গন
পার্টি হল
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street
Jamaica NY 11432
বিয়ে
জন্মদিন
আকিকা
বেবি শাওয়ার
বিবাহ বার্ষিকী
সভা-সেমিনার
জ্যামাইকায় অবস্থিত ৬০০০ বর্গফুটের সম্পূর্ণ নতুন অঙ্গন পার্টি হল থেকে শুরু হোক আপনার স্মৃতিগুলো।
এখানে রেগুলার ইভেন্টসহ
যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য বুকিং নেওয়া হয়
929-512-6426
ইমেইল:
anaganhallny@gmail.com

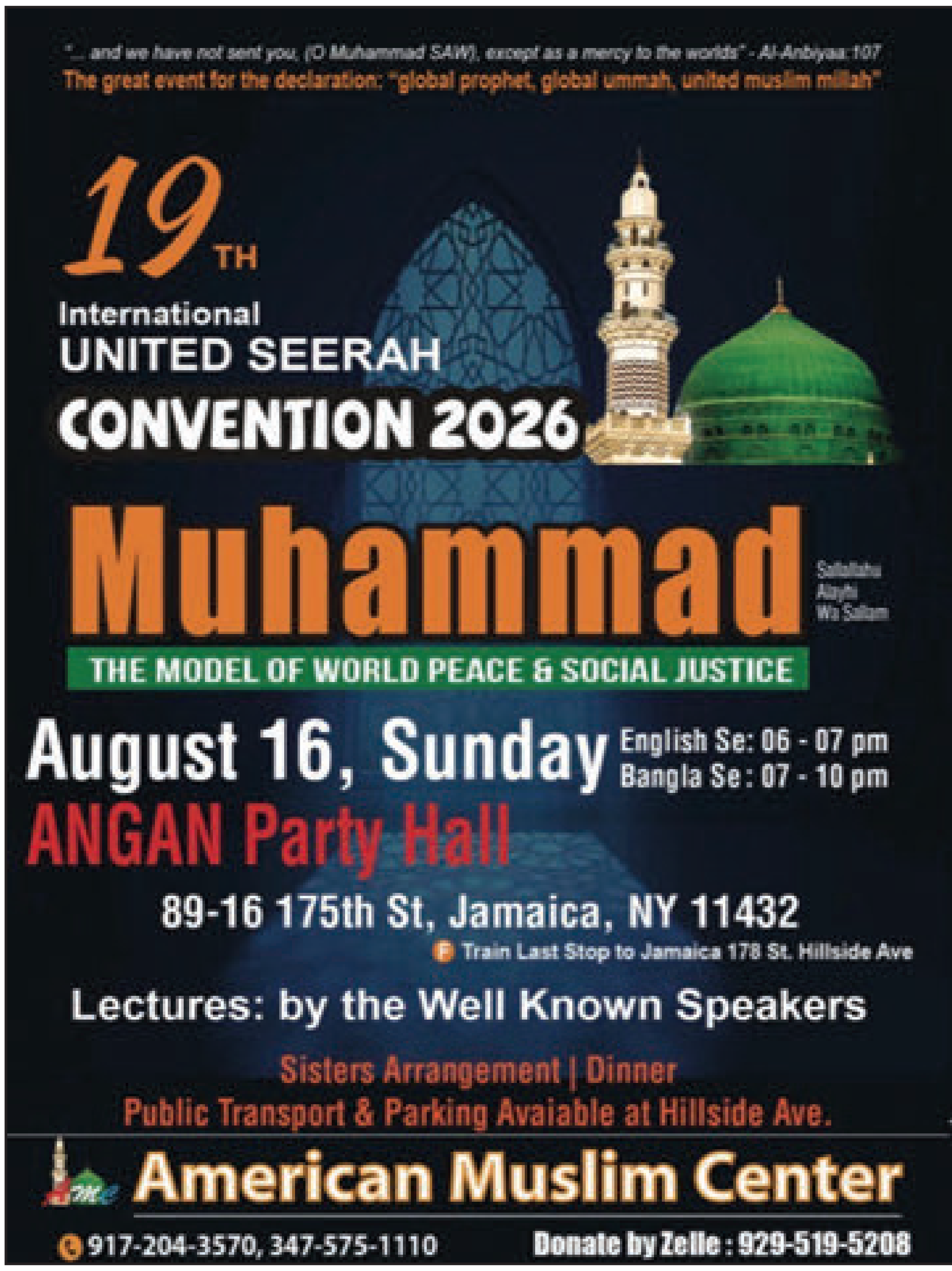
"... and we have not sent you, (O Muhammad SAW), except as a mercy to the worlds" - Al-Anbiyaa:107
The great event for the declaration: "global prophet, global ummah, united muslim millah"
19TH
International
UNITED SEERAH
CONVENTION 2026
Muhammad
Sallallahu Alayhi Wa Sallam
THE MODEL OF WORLD PEACE & SOCIAL JUSTICE
August 16, Sunday
English Se: 06 - 07 pm
Bangla Se: 07 - 10 pm
ANGAN Party Hall
89-16 175th St, Jamaica, NY 11432
Train Last Stop to Jamaica 178 St. Hillside Ave
Lectures: by the Well Known Speakers
Sisters Arrangement | Dinner
Public Transport & Parking Avaiable at Hillside Ave.
American Muslim Center
917-204-3570, 347-575-1110
Donate by Zelle : 929-519-5208

বিশ্বনবীর বিশ্ব উম্মাত ঐক্যবদ্ধ মুসলিম মিল্লাতের বিশ্ব ঘোষণার মহা আয়োজন
১৯তম
ইন্টারন্যাশনাল
ইউনাইটেড সীরাত
কনভেনশন ২০২৬
মুহাম্মদ
বিশ্ব শান্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শ
আগষ্ট ১৬ রবিবার
ANGAN Party Hall
89-16 175th st. Jamaica, NY 11432
Train Last Stop to Jamaica 178 St. Hillside Ave
আলোচকঃ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বক্তাবৃন্দ
Sisters Arrangement | Dinner
Public Transport & Parking Avaiable at Hillside Ave.
American Muslim Center
917-204-3570, 347-575-1110
Donate by Zelle : 929-519-5208

NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C
WOMEN'S MEDICAL OFFICE
ডা. রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obstetrics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
• Flushing Hospital Medical Center
• North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
• Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Caring for Women, Nurturing Life
Scan me
Amyeo A. Jereen, MD.
Obstetrics & Gynecology
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Long Island Jewish Medical Center
Northwell Health
FLUSHING HOSPITAL MEDICAL CENTER
Dr. Maria Chattha, MD, FACOG.
Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.
New office:
87-44 168th Place (1st Fl.), Jamaica, NY 11432
91-12, 175th St, Suite-1B, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
Email: info@mynewlifemd.com | www.mynewlifemd.com

পানিতে ভিজিয়ে খেজুর খেলে যেসব উপকারিতা মেলে

বাংলাদেশ ডেস্ক : ড্রাই ফ্রুটস বা শুকনো ফল খেতে অনেকেই ভালোবাসেন। এই তালিকায় যোগ করতে পারেন খেজুর। স্বাস্থ্যকর হালকা খাবার হিসেবে এই ফলের তুলনা নেই। রোজ ২/৩টি খেজুর খাওয়া ভালো। বিশেষজ্ঞরা বলেন, কাঠবাদামের মতো খেজুর পানিতে ভিজিয়ে রেখে খেলে বেশি উপকার পাওয়া যায়। পানিতে ভেজানো খেজুর খালি পেটে খেলে উপকারিতা মেলে আরও বেশি।

যেদিন খাবেন তার আগের রাতে খেজুর ভিজিয়ে রাখুন। সকালে উঠে খালি পেটে খেয়ে নিন। এতে যেসব উপকারিতা মেলে- খেজুর হজম করা একটু কষ্টকর। তাই পানিতে ভিজিয়ে খেতে হবে। এতে সহজেই হজম হবে। পানিতে ভিজিয়ে রাখা খেজুর থেকে বীজ আলাদা করাও সহজ, খেতেও সুবিধা। ন্যাচারাল সুইটনার হিসেবেও খেজুর খেতে পারেন।

পানিতে ভেজানো খেজুর খেলে সারাদিন ভরপুর শক্তি মিলবে। অল্প পরিশ্রমে হাঁপিয়ে উঠবেন না, সহজে ক্লান্ত হবেন না।

কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে ভেজা খেজুর। আর খেজুর ভেজানো পানি হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমিয়ে হার্টের স্বাস্থ্য ভালো রাখে। রক্তে শর্করার পাশাপাশি রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে খালি পেটে পানিতে ভেজানো খেজুর। তাই উচ্চ রক্তচাপের সমস্যা থাকলে নিয়মিত ভেজানো খেজুর খেতে হবে।

ভেজানো খেজুর খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাও দূর হয়। বদহজম, অ্যাসিডিটি, গ্যাসের সমস্যা দূর করে খেজুর। ভেজানো খেজুরে থাকা ভিটামিন ও খনিজ ত্বক ভালো রাখে। এটি ত্বকে প্রাকৃতিক দীপ্তি এনে দেয়।

প্রতিদিন এক কোয়া রসুন খাওয়ার উপকারিতা

বাংলাদেশ ডেস্ক : রান্নার অন্যতম দরকারি উপকরণ রসুন। স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী রসুন কাঁচাও খাওয়া যায়। নিয়মিত এক কোয়া কাঁচা রসুন খেলে রান্নার চেয়ে বেশি উপকারিতা মেলে। এ কারণে এটিকে সুপারফুডও বলা হয়। তবে যাদের রসুনে অ্যালার্জি আছে বা যাদের কাঁচা রসুন খেলে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় তাদের এড়ানো ভালো।

প্রতিদিন রসুন খাওয়ার উপকারিতা-

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা : ভিটামিন সি এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ রসুন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে।

হজমশক্তি : যাদের হজমের সমস্যা রয়েছে তাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় রসুন যোগ করা খুবই জরুরি।

রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকে : প্রতিদিন সকালে এক কোয়া রসুন খেলে রক্তে শর্করার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে থাকে।

কোলেস্টেরল :প্রতিদিন রসুন খেলে উচ্চ রক্তচাপ এবং খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে।

ক্যান্সারের ঝুঁকি কমে : অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর রসুন খেলে কিছু নির্দিষ্ট ক্যান্সারের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

অস্ত্রোপচারের পর কি টক খাওয়া নিষেধ?

বাংলাদেশ ডেস্ক : অপারেশনের পর টক খাওয়া মানাড়এই ধারণাটি ভুল। কারণ চিকিৎসাবিজ্ঞান বলছে, টক ফলে থাকা ভিটামিন সি ক্ষত সারাতে সাহায্য করে। তবে কিছু ক্ষেত্রে অ্যাসিডিটি বা নির্দিষ্ট কিছু ওষুধের সঙ্গে টক খাবারের মিথস্ক্রিয়া হতে পারে, তাই অস্ত্রোপচারের পর টক ফল বা খাবার গ্রহণের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

তেঁতুল কিংবা টকজাতীয় ফল খেলে ক্ষত শুকাতে দেরি হয়ড়এ ধারণা দীর্ঘদিন ধরেই চলে আসছে। রোগী জখম হলে টকজাতীয় ফল খেতে নিষেধ করা হয়। কিন্তু টকজাতীয় ফলে প্রচুর ভিটামিন সি পাওয়া যায়। এ ভিটামিন দ্রুত ক্ষত শুকাতে সাহায্য করে থাকে। অস্ত্রোপচারের পর যেসব খাবার খেতে নিষেধ করা হয়, তার মধ্যে আছেড়অ্যালকোহল, চিনিযুক্ত খাবার, ফাস্ট ফুড এবং চিপসজাতীয় খাবার।

কমলা ছাড়াও যেসব ফলে ভালো মাত্রায় ভিটামিন সি পাওয়া যায়, সেগুলো হচ্ছেড় জাম্বুরা, কাঁচা আম, আমড়া, জলপাই ইত্যাদি। ৬১০ গ্রাম বা একটি খোসা ছাড়ানো জাম্বুরায় একজন মানুষের দৈনিক চাহিদার কয়েক গুণ বেশি (৪১২ শতাংশ) ভিটামিন সি থাকে। আমের ক্ষেত্রে এক কাপ বা ১৬৫ গ্রাম কাঁচা আমে দৈনিক চাহিদার ৬৭ শতাংশ ভিটামিন সি পাওয়া যায়। আমড়ার ক্ষেত্রে প্রতি ১০০ গ্রামে ৪৬ মিলিগ্রাম ভিটামিন সি পাওয়া যায়, যা একজন মানুষের দৈনিক চাহিদার ৫১ থেকে ৬১ শতাংশ পূরণ করে। যেখানে একজন পুরুষের দৈনিক ভিটামিন সির চাহিদা ৯০ মিলিগ্রাম এবং নারীর ক্ষেত্রে ৭৫ মিলিগ্রাম।

ভিটামিন সির রাসায়নিক নাম অ্যাসকরবিক অ্যাসিড। এটি পানিতে দ্রবণীয় জৈব অ্যাসিড। এ কারণে এই ভিটামিন শরীরে সঞ্চিত থাকে না। ফলে নিয়মিত বিভিন্ন উৎস থেকে গ্রহণ করতে হয়। ভিটামিন সি ক্ষত শুকাতে যেভাবে কাজ করে, তা জেনে নিন- ভিটামিন সি রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে, যা ক্ষত নিরাময় প্রক্রিয়ার সময় সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর ভিটামিন সি শক্তিশালী অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। ফলে এটি ফ্রি র্যাডিকেল দ্বারা সৃষ্ট ক্ষতি থেকে কোষকে রক্ষা করতে সহায়তা করে। ক্ষত নিরাময়কালের প্রদাহ পর্যায়ে এ ফ্রি র্যাডিকেল তৈরি হয় এবং ভিটামিন সি এদের নিষ্ক্রিয় করে টিস্যুগুলোর অধিকতর ক্ষতি প্রতিরোধ করে থাকে।

আর কোলাজেন একটি প্রোটিন, যা ক্ষত নিরাময়ের জন্য কাঠামোগত রূপরেখা তৈরি করে। এই কোলাজেন উৎপাদনের জন্য ভিটামিন সি অপরিহার্য, যা নতুন ত্বককে শক্ত করতে এবং ক্ষত বন্ধ করতে সাহায্য করে। এ ছাড়া ভিটামিন সি ফাইব্রোব্লাস্টসহ নতুন কোষের বৃদ্ধিকে উদ্দীপিত করে, যা ক্ষত শুকানোর জন্য প্রয়োজনীয় কোলাজেন এবং অন্যান্য উপাদান তৈরির জন্য আবশ্যক। ফলে দ্রুত নতুন টিস্যু তৈরি হয় এবং ক্ষত সেরে ওঠে।

এ বিষয়ে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালের ওয়েবসাইটে অস্ত্রোপচার পরবর্তী সময়ে যা খাওয়া যাবে এবং যা খাওয়া যাবে না তার একটি তালিকা পাওয়া যায়। হাসপাতালটির জ্যেষ্ঠ পুষ্টিবিদের তৈরি এ তালিকায় তিন নম্বরেই রয়েছে বিভিন্ন ফল খাওয়ার পরামর্শ। এর মধ্যে আছে কমলা। অন্যান্য সাইট্রাস বা লেবুজাতীয় ফলের মধ্যে কমলাতে উচ্চমাত্রায় ভিটামিন সি থাকে। প্রতি ১০০ গ্রাম কমলায় ৫৯ গ্রাম ভিটামিন সি থাকে।

একই তথ্য দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট জনস মেডিকেল সেন্টার। প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, ক্ষত স্থান শুকানোর জন্য ভিটামিন সি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভিটামিন সি সংক্রমণের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। ভিটামিন সির ভালো উৎসের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন টকজাতীয় ফল, টমেটো ইত্যাদি। অ্যালকোহল, ক্যাফেইন, উচ্চ চিনিযুক্ত খাবার ও বিভিন্ন ধরনের প্রক্রিয়াজাত খাবার ক্ষত সারিয়ে ওঠার প্রক্রিয়া ব্যাহত করে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মন শান্ত রাখার ৯ উপায়

বাংলাদেশ ডেস্ক : কাজ, পড়াশোনা কিংবা দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন চাপে অনেকের মনে অস্থিরতা কাজ করে। অনেক সময় মন শান্ত রাখা খুব কঠিন। এমনকি দিনের পর দিন কাজের শেষে বিশ্রাম নিলেও মন খারাপ হওয়া থামতে চায় না। জেনে রাখা ভালো মন শান্ত রাখার কিছু সহজ উপায়ড়

মাথা ম্যাসাজ : মাথা ম্যাসাজ মানসিক চাপ কমানোর দারুণ উপায়। গবেষণায় দেখা গেছে, মাথা, গলা ও কাঁধে স্ট্রেস জমে থাকে। এটি হালকা ম্যাসাজের মাধ্যমে মুক্ত করা সম্ভব। চাইলে হাত দিয়ে মাথা ম্যাসাজ করা যায় অথবা বাজারে পাওয়া মাথা ম্যাসাজার ব্যবহার করা যায়।

যোগব্যায়াম : যোগব্যায়াম মনের শান্তি ফেরানোর জনপ্রিয় একটি উপায়। শিশু আসন বা বালাসন একটি সহজ যোগভঙ্গি। এটি শরীর ও মনে বিশ্রাম নিয়ে আসে। এই আসনে বসে গভীর শ্বাস নিন এবং নিজেকে পুরোপুরি মুক্ত মনে করুন।

বাড়িতে স্পা : মনে হতে পারে, বাইরে স্পা করলে মনের শান্তি মিলবে। বিষয়টি কিন্তু এমন নয়; বাড়িতেও আরামদায়ক স্পার পরিবেশ আপনি তৈরি করে নিতে পারেন। মোমবাতি জ্বালিয়ে, প্রিয় গান বাজিয়ে কিংবা গোসলের জন্য কিছু আরামদায়ক পণ্য ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে নিজেই স্পার পরিবেশ তৈরি করে নিতে পারেন।

সংগীত থেরাপি : সংগীত থেরাপি মনের শান্তির জন্য কার্যকর পদ্ধতি। এর মাধ্যমে সহজে চাপ কমানো সম্ভব। ধীর ও শান্ত সুরের পছন্দের গান বা যন্ত্রসংগীত শুনুন। এটি মনের অবসাদ কমাতে সাহায্য করে।

শরীর নাড়াচাড়া : শারীরিক নড়াচড়া বা নাচ মনকে চাপমুক্ত রাখে। নাচ, জুম্বা বা কোনো ব্যায়াম করলে শরীরে এন্ডোরফিন নিঃসরণ বাড়ে। এর ফলে মনের অবসাদ দূর হয়।

ছবি আঁকা : চিত্রকলা মনের চাপ কমানোর একটি সৃজনশীল উপায়। ছবি আঁকার সময় মানুষ নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে। এটি মানসিক শান্তি ফিরে পেতে সাহায্য করবে। তাই আনন্দের জন্য ছবি আঁকতে পারেন।

রিফ্লেক্সোলজি : রিফ্লেক্সোলজি হলো এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে হাত-পা কিংবা কানের বিভিন্ন পয়েন্টে চাপ দেওয়া হয়। এতে শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্তচলাচল স্বাভাবিক হয় এবং মন শান্ত থাকে।

পোষা প্রাণী : পোষা প্রাণীর সঙ্গে সময় কাটানো মানসিক শান্তির জন্য দারুণ কার্যকর। পোষা প্রাণীর সান্নিধ্য, তাদের সঙ্গে খেলাধুলা কিংবা আদর করা মন শান্ত রাখতে সাহায্য করে।

গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম : গভীর শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যায়াম মনের চাপ কমাতে দারুণ সহায়ক হতে পারে। এটি সহজ ও প্রচলিত কার্যকর উপায়। ধীরে শ্বাস নিলে দেহ ও মন অস্থিরতা থেকে মুক্ত হয়। সূত্র : হেলথশট

যেসব অভ্যাসে বয়সের আগেই বুড়িয়ে যাচ্ছেন

বাংলাদেশ ডেস্ক : সৌন্দর্য নিয়ে সচেতন হওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন কারণে ত্বকের বয়স বেড়ে যাচ্ছে। রাত জেগে ফেসবুকিং-চ্যাট, অনিদ্রা, ঘুমের অভাব, মানসিক চাপ, উদ্বেগ, অবসাদ ইত্যাদির প্রভাব পড়ছে শরীর ও ত্বকে। চোখের নিচে বলিরেখা, গালে মেছতার দাগ, অকালে চুল পেকে যাওয়া, ওজন বৃদ্ধি, হাড়ের জোর কমে যাওয়ার মতো সমস্যা দিন দিন বাড়ছে। শুধু তাই নয়, আরও কিছু বদ অভ্যাসের কারণে ত্বক অল্প বয়সেই বুড়িয়ে যাচ্ছে।

অপর্যাপ্ত পানি পান : অনেকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করেন না। শরীরের প্রয়োজনমতো পানি সরবরাহ না হলে, তার প্রভাব ত্বক ও চুলে পড়ে। পানি কম পান করলে ত্বক শুষ্ক হয়ে সহজেই বলিরেখা হতে পারে, চুল রুক্ষ হয়ে যেতে পারে। এ ছাড়াও, পানি কম পান করলে কোষ্ঠকাঠিন্য, ক্লান্তি, বদহজম ইত্যাদির কারণে শরীরের এনার্জি লেভেল কমতে থাকে।

কোমল পানীয় : কেবল হার্ড ড্রিঙ্কস নয়, অতিরিক্ত কোমল পানীয় বা সফ্‌ট ড্রিঙ্কসও ত্বকের জন্য ভালো নয়। কোমল পানীয়ে থাকা কীটনাশক ত্বকের কোষে প্রভাব ফেলে। এতে তাড়াতাড়ি চেহারায় বলিরেখা ফুটে ওঠে।

লবণ-চিনিতে ক্ষতি : অত্যধিক পরিমাণে লবণ

ও চিনি উভয়েই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। চিনিতে থাকা গ্লুকোজ কোলোজেন ও ইলাস্টিনকে কমিয়ে ত্বককে নিষ্প্রভ করে। এতে ত্বকে বলিরেখা দেখা দেয়। অতিরিক্ত লবণও ত্বককে শুষ্ক করে।

ফাস্ট ফুড : অন্যদের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে এখন আগের চেয়ে ফাস্ট ফুড খাওয়ার প্রবণতা ব্যাপক বেড়েছে। রেস্টুরেন্টে গিয়ে বার্গার, চাওমিন, স্যান্ডউইচসহ মেয়নেজে ডোবানো চিপস ও বিভিন্ন খাবার প্রায় প্রতিদিন খাচ্ছেন। এতে স্বাস্থ্যের যেমন ক্ষতি হয়, তেমনি ত্বক ও চুলেরও ক্ষতি হয়। ফাস্ট ফুডে প্রচুর পরিমাণে লবণ ও তেল থাকে, যা স্বাস্থ্যকর নয়। প্রসেসড ফুডে খেলেও একই সমস্যা হয়।

নেশার অভ্যাস : স্ট্রেস কমানোর অজুহাতে ধূমপান বা অ্যালকোহল গ্রহণ ত্বকের মারাত্মক ক্ষতি করে। নেশার অভ্যাস ত্বকের কোষ গঠন বন্ধ করে দেয়। এতে ত্বক নিষ্প্রাণ হয়ে যায়, ত্বকের বলিরেখা বাড়ে, ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়, ত্বকের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়।

ভাত খেলে কি সত্যিই ওজন বাড়ে?

বাংলাদেশ ডেস্ক : অনেকেই ওজন কমাতে গিয়ে ভাত খাওয়া ছেড়ে দেন। কারণ ওজন বাড়লে ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরল, উচ্চ রক্তচাপসহ নানা ধরনের রোগের ঝুঁকি বাড়ে। এ কারণে কমবেশি সবারই চেষ্টা থাকে ওজন স্বাভাবিক রাখার। কিন্তু প্রশ্ন হল, ওজন স্বাভাবিক রাখতে ভাত খাওয়া কি একদমই ছেড়ে দেওয়া উচিত? এ ব্যাপারে বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন ভারতীয় চিকিৎসক ডা. রুদ্রজিৎ পাল।

চিকিৎসক ডা. রুদ্রজিৎ বলেন, 'ভাত খাওয়ার সঙ্গে ওজন বাড়ার সরাসরি কোনও সম্পর্ক নেই। অনেকের ধারণা, ভাত খেলেই বুঝি ওজন বেড়ে যায়। তবে বিষয়টা একবারেই তেমন নয়। বরং নিয়ম মেনে ভাত খেলে কোনওভাবেই ওজন বাড়বে না।

একজন মানুষের দিনে কতটুকু ভাত খাওয়া উচিত তা নিয়ে ডা. রুদ্রজিৎ জানান, একজন সুস্থ মানুষ একবেলার হিসেবে ৫০ গ্রাম চালের ভাত খেতে পারেন। এই হিসেব মেনে চললে ওজন বাড়ার আশঙ্কা প্রায় থাকে না। বরং শরীর জরুরি এনার্জি পায়।

ভাতের পুষ্টিগুণ : প্রতি ১০০ গ্রাম ভাতে ১৩০ ক্যালরি, ২.৭ গ্রাম প্রোটিন ২৮.২ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট থাকে। পাশাপাশি থিয়ামিন, ভিটামিন বি৬ এবং ফোলেট, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম এবং ম্যাঙ্গানিজ রয়েছে। এ কারণে ডায়েট থেকে ভাত পুরোপুরি বাদ না দিয়ে হিসেব মেনে খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

খালি পেটে দারুচিনি পানি পানের উপকারিতা

বাংলাদেশ ডেস্ক : সকালের কিছু অভ্যাস আমাদের সুস্বাস্থ্য ধরে রাখতে সাহায্য করে। সকালে খালি পেটে লেবু পানি খাওয়া থেকে শুরু করে গ্রিন টি ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর পানীয় পান করতে পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। এমন একটি স্বাস্থ্যকর পানীয় হচ্ছে দারুচিনির পানি। দারুচিনির প্রাকৃতিক অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে। এছাড়া মুখের স্বাস্থ্যও ভালো রাখে এটি। হজমের অস্বস্তি দূর করার পাশাপাশি পেটের ফোলাভাব এবং গ্যাসের উপসর্গ কমায় দারুচিনির পানি।

যেভাবে দারুচিনির পানি তৈরি করবেন : ফুটন্ত গরম পানি ঢেলে নিন কাপে। পানিতে এক চিমটি দারুচিনির গুঁড়া দিয়ে ১৫-২০ মিনিটের জন্য অপেক্ষা করুন। এরপর নেড়ে কুসুম গরম থাকা অবস্থায় খালি পেটে পান করুন।

যেসব উপকারিতা পাবেন : বিশেষজ্ঞদের মতে, দারুচিনির পানি হজমের এনজাইমগুলোকে উদ্দীপিত করে হজম নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। এটি হজমের অস্বস্তি, পেটের ফোলাভাব এবং গ্যাস দূর করতেও সাহায্য করতে পারে।

রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করতে পারে দারুচিনির পানি। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার পাশাপাশি এই রোগ হওয়ার ঝুঁকিও কমাতে পারে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দারুচিনি মেটাবলিক রেট বাড়াতে পরিচিত, যা ওজন এবং চর্বি কমাতে সাহায্য করতে পারে।

দারুচিনিতে রয়েছে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি বৈশিষ্ট্য যা শরীরের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করতে পারে। আর্থ্রাইটিসের ব্যথা এবং অস্বস্তিও কমাতে সাহায্য করে।

দারুচিনি অ্যান্টিঅক্সিডেন্টে ভরপুর যা অক্সিডেটিভ স্ট্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং কোষকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। এটি দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমাতে পারে।

দারুচিনির পানি নিয়মিত খেলে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা এবং ট্রাইগ্লিসারাইড কমে। এছাড়া এটি ভালো কোলেস্টেরল বাড়ায় এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা বাস্তবতা ও উত্তরণের পথ

নিকোলাস বিশ্বাস

নারী ও শিশু নির্যাতন কেবল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি কিংবা অপরাধের পরিসংখ্যানগত হিসাব নয়; এটি একটি সমাজের মানবিকতা, নৈতিকতা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্ববোধের এক গভীর সংকটের প্রতিচ্ছবি। সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে সামনে আসছে। শারীরিক নির্যাতন, যৌন হয়রানি, ধর্ষণ, পারিবারিক সহিংসতা, মানসিক নির্যাতন, বাল্যবিবাহ, অপহরণ ও হত্যার মতো অপরাধগুলো আমাদের দৈনন্দিন সামাজিক জীবনে এক চরম নিরাপত্তাহীনতার ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন কোনো একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। ধর্মীয়, রাজনৈতিক, পারিবারিক, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক - সবক্ষেত্রেই এ ধরনের অপরাধ অহরহ ঘটছে। অপরাধীরা বিচারহীনতার সংস্কৃতি, ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা, পারিবারিক বিরোধ, সামাজিক কুসংস্কার এবং অর্থনৈতিক দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে অসহায় ও দুর্বল মানুষদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করছে। আমাদের সমাজে নারী ও শিশুরা তুলনামূলকভাবে আর্থ-সামাজিক অবস্থানগত কারণে দুর্বল হওয়ায় অপরাধীরা প্রায়ই তাদের সহজ লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করে। এই নিষ্ঠুর বাস্তবতা কেবল ভুক্তভোগী ও তাদের পরিবারকেই ক্ষতিগ্রস্ত করে না, বরং সামগ্রিকভাবে পুরো সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা, কল্যাণ ও নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে।

বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতা ও প্রবণতা

বিশ্বব্যাপী নারী ও শিশু নির্যাতনের পরিস্থিতি ২০২৬ সালেও অত্যন্ত সংকটাপন্ন ও উদ্বেগজনক পর্যায়ে রয়েছে। বিভিন্ন দেশে চলমান সশস্ত্র সংঘাত, সম্মুখসারিতে কাজ করা মানবসেবা ও সহায়তাকারী সংস্থাগুলোর তীব্র অর্থসংকট এবং লিঙ্গসমতার অগ্রযাত্রার বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া এ পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। কয়েক দশকের আন্দোলন ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, বিশ্বজুড়ে এখনো প্রায় প্রতি তিনজন নারীর একজন তার জীবদ্দশায় ঘনিষ্ঠ সঙ্গী কিংবা অন্য কোনো ব্যক্তির দ্বারা শারীরিক বা যৌন সহিংসতার শিকার হচ্ছেন। এর পাশাপাশি প্রযুক্তিনির্ভর নির্যাতনের হার আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-চালিত হয়রানি ও হুমকির মাধ্যমে নারী সাংবাদিক, মানবাধিকারকর্মী, সামাজিক আন্দোলনকারী ও পরিচিত ব্যক্তিত্বদের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ২০২৬ সালের মে মাসে জাতিসংঘ শিশু তহবিল (ইউনিসেফ) শিশুদের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান যৌন সহিংসতার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সংস্থাটি স্থানীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, অপরাধীদের প্রতি 'শূন্য-সহনশীলতা' নীতি কার্যকর করা এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতির অবসানের জন্য জোর দাবি জানিয়েছে।

দেশের বর্তমান বাস্তবতা ও চিত্র

বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা মারাত্মকভাবে বাড়ছে। ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যে শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ এবং শিশু মৃত্যুর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ পুলিশের নথি অনুযায়ী, ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে এক মাসেই সারাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের ২,০১১টি মামলা নিবন্ধিত হয়েছে - যা ২০২৫ সালের জুলাইয়ের পর গত নয় মাসের মধ্যে একক মাসে সর্বোচ্চ। হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির (এইচআরএসএস) অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের প্রথম ছয় মাসে ১,৬২১ জন নারী ও কিশোরী সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ২০২৫ সালের একই সময়ে এই সংখ্যা ছিল ১,০৪২। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে এ ধরনের ঘটনা প্রায় ৫৬ শতাংশ বেড়েছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, ২০২৬ সালের প্রথম অর্ধে ৪৯০ জন শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে। তাদের মধ্যে ১৯৫ জন শিশু শারীরিক নির্যাতন, পারিবারিক সহিংসতা অথবা যৌন নির্যাতনের পর করুণ পরিণতি হিসেবে প্রাণ হারিয়েছে।

এছাড়াও সংগৃহীত উপাত্তসমূহ দেশের সার্বিক পরিস্থিতির ভয়াবহতাকে নির্দেশ করে: ১ থেকে ১৪ বছর বয়সী প্রায় ৮৬ শতাংশ শিশু শৃঙ্খলার নামে শারীরিক সহিংসতার মুখোমুখি হয় এবং দেশের ৪৭.২ শতাংশ কিশোরীর ১৮ বছর বয়স হওয়ার আগেই বাল্যবিবাহ হয়ে যায়। এছাড়া প্রায় ৭০ শতাংশ নারী তাদের জীবদ্দশায় সঙ্গীর দ্বারা নির্যাতনের শিকার হন। তবে এ তথ্যগুলো মূল ঘটনার একটি অংশমাত্র। সামাজিক কলঙ্ক, প্রতিশোধের ভয়, অর্থনৈতিক নির্ভরতা এবং সামাজিক চাপের কারণে অধিকাংশ ভুক্তভোগী আইনি সহায়তা নিতে পারেন না এবং আদালতের বাইরে আপস করতে বাধ্য হন। বাংলাদেশে ১০২টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এবং '১০৯ ও ১০৯২১' জাতীয় হেল্পলাইনের মতো আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকা সত্ত্বেও সেগুলোর প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে চরম দুর্বলতা রয়েছে। ২০১৩ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে নথিভুক্ত হওয়া ৫,৬০০টিরও বেশি যৌন সহিংসতার মামলার মধ্যে মাত্র ২ শতাংশ মামলায় আসামির শাস্তি বা রায় কার্যকর হয়েছে। জরুরি ও কৌশলগত পদক্ষেপ নেওয়া এখন সময়ের দাবি। বাংলাদেশকে অতিসত্বর একটি ডেডিকেটেড 'শিশু বিষয়ক বিভাগ' প্রতিষ্ঠা করতে হবে, বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন সংস্কার করতে হবে এবং পেশাদার ও সমাজ-ভিত্তিক শিশু সুরক্ষা কর্মী দল গঠন করতে হবে। সেই সাথে বিভিন্ন খাতের মধ্যে সমন্বিত একটি কার্যকরী কর্মগোষ্ঠী গঠন করা প্রয়োজন, যা সুনির্দিষ্ট দায়িত্বের মাধ্যমে অরক্ষিত নারী ও শিশুদের সুরক্ষা দেবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতাকে একটি স্থায়ী সুরক্ষা বলয়ে রূপান্তর করবে।

প্রযুক্তি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও মানসিক প্রভাব

প্রযুক্তির বিকাশ অপরাধের ধরণ ও সামাজিক প্রতিক্রিয়াকে মৌলিকভাবে বদলে দিয়েছে। স্মার্টফোন ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট এখন সবার হাতে থাকায় যেকোনো নির্যাতনের ছবি ও ভিডিও তাৎক্ষণিকভাবে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। অতীতেও সহিংসতা হতো, কিন্তু প্রযুক্তি অপ্রতুল থাকায় এত দ্রুত তা সামাজিক প্রভাব তৈরি করতে পারতো না। সামাজিক মাধ্যমে নির্যাতনের বিষয় ছড়ানোর দুটি দিক রয়েছে: ক) ইতিবাচক প্রভাব: অন্যায়ের ভিডিও বা ছবি জনমত গঠন করতে সাহায্য করে, অপরাধীকে দ্রুত চিহ্নিত করা সম্ভব হয় এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করে; খ) নেতিবাচক প্রভাব: সহিংসতার ভয়াবহ দৃশ্য বারবার দেখার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে তীব্র মানসিক চাপ, আতঙ্ক এবং নিরাপত্তাহীনতার অনুভূতি ছড়িয়ে পড়ে। নারী ও শিশুদের ওপর এই মানসিক প্রভাব আরও দীর্ঘস্থায়ী ও গভীর হয়। কোনো মা যখন একটি শিশুর ওপর নির্যাতনের ভিডিও দেখেন, তখন নিজ সন্তানের নিরাপত্তা নিয়ে তার মনে স্থায়ী শঙ্কা তৈরি হয়। একইভাবে, প্রকাশ্যে কোনো নারীকে লাঞ্ছিত হতে দেখলে অন্য নারীদের মনে ভয় জন্মায় এবং তারা নিজেদের স্বাধীনতা ও চলাফেরা সংকুচিত করেন। এভাবে বিচ্ছিন্ন ঘটনাও প্রযুক্তি মারফতে পুরো সমাজে এক যৌথ মানসিক আঘাত ও ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে।

এছাড়া প্রযুক্তির অসচেতন ব্যবহার পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। ভুক্তভোগীর পরিচয় গোপন না রাখা, সংবেদনশীল ছবি বারবার পোস্ট করা কিংবা গুজব ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে ভুক্তভোগী ও তার পরিবার দ্বিতীয়বারের মত সামাজিকভাবে হেনস্থা ও মানসিক যন্ত্রণার শিকার হন। প্রযুক্তি কেবল একটি মাধ্যম; তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে সংবেদনশীলতা ও দায়িত্বশীল আচরণ অপরিহার্য। তাই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল আচরণ অপরিহার্য।

রাজনৈতিক সংঘাত ও পারিবারিক সহিংসতা

দলীয় সংঘাত ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব নারী ও শিশুদের ওপর নির্যাতনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। গণতান্ত্রিক চর্চায় মতাদর্শিক ভিন্নতা স্বাভাবিক, কিন্তু রাজনৈতিক বিরোধ কখনোই কোনো ব্যক্তির ওপর অমানবিক অত্যাচারকে সমর্থন করতে পারে না। গণপিটুনি, শারীরিক নির্যাতন, প্রকাশ্যে অপমান ও নৃশংসতা মানুষের মৌলিক অধিকার হরণ করে। ক্ষমতা প্রদর্শন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সহিংসতাকে যখন নিয়মিত অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়, তখন সমাজ ধীরে ধীরে সংবেদনশীলতা হারিয়ে ফেলে। একসময় মানুষের এই কষ্ট দেখে সমাজ উদাসীন হয়ে পড়ে, যা একটি অসুস্থ সামাজিক ব্যবস্থার লক্ষণ। একইভাবে, পারিবারিক সহিংসতা একটি মারাত্মক কিন্তু গোপনীয় সমস্যা। পরিবার ও সমাজ প্রায়ই একে 'ব্যক্তিগত পারিবারিক বিষয়' বলে এড়িয়ে যায়। স্ত্রীর ওপর নির্যাতন, শিশুদের প্রতি শারীরিক ও মানসিক নিষ্ঠুরতা এবং বয়োবৃদ্ধ বা দুর্বলদের অপমান করা গুরুতর অপরাধ হলেও সম্মানহানি ও সংসার টিকিয়ে রাখার চাপে ভুক্তভোগীরা নীরব থাকেন। এই নীরবতা অপরাধীকে আরও উৎসাহিত করে। তাই পরিবার ও সমাজকে এ নীরবতা ভেঙে ভুক্তভোগীদের পাশে দাঁড়াতে হবে।

সমাধানের মূল পথ ও করণীয়

নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধে শুধু আইন সংশোধন বা আলোচনার আয়োজন যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন বাস্তবমুখী ও বহুমুখী পদক্ষেপ:

১) কঠোর ও নিরপেক্ষ আইন প্রয়োগ: রাজনৈতিক প্রভাব বা ক্ষমতার তোয়াক্কা না করে অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত, ভুক্তভোগী ও সাক্ষীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচার প্রক্রিয়া শেষ করা অত্যন্ত জরুরি। দীর্ঘসূত্রতা বিচারব্যবস্থার ওপর বিশ্বাস নষ্ট করে।

২) নৈতিক ও পারিবারিক শিক্ষা: পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিশুদের সহমর্মিতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও লিঙ্গসমতার শিক্ষা দিতে হবে। ছেলেদের শেখাতে হবে যে শক্তি কখনো অন্যকে নিপীড়নের অধিকার দেয় না। মেয়েদেরও তাদের অধিকার, আত্মরক্ষা এবং হয়রানির বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়ে সচেতন করতে হবে।

৩) ভিকটিম দোষারোপ বন্ধ করা: সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করা অত্যন্ত জরুরি। ভুক্তভোগীর পোশাক, চলাফেরা বা সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলে অপরাধীর ওপর থেকে দায় সরানোর মানসিকতা বাদ দিতে হবে। অপরাধের সমস্ত দায় সম্পূর্ণভাবে অপরাধীর; তবে ভুক্তভোগী সহানুভূতি ও আইনি সমর্থন পাওয়ার যোগ্য।

৪) গণমাধ্যম ও রাজনীতির দায়িত্ব: গণমাধ্যমকে ভুক্তভোগীর পরিচয় গোপন রেখে দায়িত্বশীল পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে হবে। অন্যদিকে রাজনৈতিক দলগুলোকে নারী ও শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে 'শূন্য সহনশীলতা' নীতি মেনে চলতে হবে এবং কোনো অপরাধীকে দলীয় আশ্রয় দেওয়া বন্ধ করতে হবে।

সম্মিলিত দায়িত্ব ও উপসংহার

একটি সভ্য সমাজের পরিচয় তার বড় বড় অট্টালিকা, প্রযুক্তি বা অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে নয়; বরং তার সবচেয়ে দুর্বল ও অরক্ষিত নাগরিকদের নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার দেওয়ার সক্ষমতার ওপর নির্ভর করে। নারী ও শিশুর সুরক্ষা কেবল সরকারের একার দায়িত্ব নয়। এর জন্য পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক সমাজ, নাগরিক সমাজ, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী এবং প্রতিটি নাগরিকের সম্মিলিত সচেতনতা প্রয়োজন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে নীরব থাকা অপরাধকে সমর্থন করার নামান্তর। আজ যে ঘটনা অন্যের পরিবারে ঘটছে, তা আগামীকাল আমাদের নিজেদের ঘরেও ঘটতে পারে। আমাদের এমন এক সমাজ তৈরি করতে হবে যেখানে নারীরা ঘরে ও বাইরে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকবে এবং শিশুরা ভয়হীন পরিবেশে বড় হবে। কোনো মতপার্থক্যই সহিংসতাকে বৈধ করতে পারে না। নীরবতা ভেঙে সহিংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার মাধ্যমেই আমরা একটি বাসযোগ্য, ন্যায়ভিত্তিক ও মানবিক সমাজ গড়ে তুলতে পারি।

অভিবাসী সংকটে ইউরোপ

বাংলাদেশ ডেস্ক : ইউরোপে নতুন করে অভিবাসী সংকট সৃষ্টি হয়েছে। এই সংকটের শুরু মরক্কো থেকে রাতারাতি ৬০ হাজার অভিবাসনপ্রত্যাশী স্পেনের সেউতায় অনুপ্রবেশের মাধ্যমে। এর ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সীমান্ত সুরক্ষায় কড়াকড়ি আরোপ করেছে। স্পেনের সঙ্গে শেনজেন মুক্ত ভ্রমণ চুক্তি সাময়িকভাবে স্থগিত করেছে ইতালি। এদিকে মরক্কো থেকে বিপুলসংখ্যক অভিবাসনপ্রত্যাশী উত্তর আফ্রিকার উপকূলের সেউতা শহরে অনুপ্রবেশ করলেও স্বেচ্ছায় দেশে ফিরে গেছে ৪৮ হাজারেরও বেশি মানুষ। তবে গত বৃহস্পতিবার অনুপ্রবেশ শুরু হওয়ার পর থেকে দুর্গম পথ পাড়ি দিতে গিয়ে এ পর্যন্ত ৬৭ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্প্যানিশ কর্মকর্তারা। তাঁরা বলেছেন, নাগাদ ৬৭ জনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। স্পেন সরকার জানায়, স্থানীয় সময় গত শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ ৪৮ হাজার ৩০০ জন অভিবাসী মরক্কোয় ফিরে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর অর্থ হলো সেউতায় অনুপ্রবেশ করা আনুমানিক ৬০ হাজার অভিবাসীর বেশির ভাগই এরই মধ্যে মরক্কোয় ফিরে গেছে। স্পেনের সঙ্গে শেনজেন চুক্তি স্থগিত করল ইতালি : সেউতায় অভিবাসীদের ঢলের প্রতিক্রিয়ায় ইতালি স্পেনের সঙ্গে শেনজেন চুক্তি এক মাসের জন্য স্থগিত করেছে বলে জানিয়েছেন ইতালীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তোনিও তাজানি। গত শুক্রবার তিনি বলেন, 'আমাদের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং ইউরোপের সীমান্ত সুরক্ষিত রাখার জন্য স্পেনের সঙ্গে শেনজেন চুক্তি সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে।' ইতালির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংবাদ সংস্থা এএফপিকে জানিয়েছে, ইতালি স্পেনের সঙ্গে তাদের সমুদ্র ও আকাশপথ বন্ধ করে দিলেও স্পেনীয় ও ইউরোপীয় নাগরিকদের ইতালি ভ্রমণে এর কোনো প্রভাব পড়বে না। ব্যবস্থাটি শুরু হয়ে এক মাস কার্যকর থাকবে।

এদিকে ডেনমার্ক বলেছে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) উচিত স্পেনকে শেনজেন থেকে স্থগিত করার বিষয়টি বিবেচনা করা। ড্যানিশ প্রধানমন্ত্রী মেটে ফ্রেডেরিকসেন এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'ইইউকে অবিলম্বে সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং শেনজেন সহযোগিতা স্থগিত করাসহ সব বিকল্প বিবেচনা করতে হবে। আমাদের সরকার ২০১৫ সালের শরণার্থী সংকটের পুনরাবৃত্তি মেনে নেবে না। অনিয়ন্ত্রিত অভিবাসন ইউরোপের জন্য একটি হুমকি।'

শেনজেন অঞ্চলের অখণ্ডতা 'সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত' : স্পেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হোসে ম্যানুয়েল আলবারেজ বলেছেন, শেনজেন মুক্ত ভ্রমণ অঞ্চলের অখণ্ডতা 'সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত' করা হয়েছে। তিনি বলেন, 'যারা সেউতায় অনুপ্রবেশ করেছিল, তাদের প্রায় সবাই এরই মধ্যে মরক্কোয় ফিরে গেছে। সেউতা পরিস্থিতি নিয়ে স্পেনের ভূমিকার সমালোচকরা বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে।'সীমান্ত তল্লাশি জোরদার জার্মানির : জার্মান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলেকজান্ডার ডব্রিন্ট বলেছেন, সেউতায় সৃষ্ট পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বার্লিন জার্মানির সীমান্তে তল্লাশি জোরদার করেছে। তিনি বলেন, 'সেউতা পরিস্থিতি অবৈধ অভিবাসন সংকটের অস্থিতিশীল প্রকৃতিকে তুলে ধরেছে।'

কূটনৈতিক প্রতিকূলতার মুখোমুখি স্পেন : সেউতা ইস্যুতে ফ্রান্স ও ইতালির প্রতিক্রিয়ার ফলে স্পেন কূটনৈতিক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হচ্ছে। সেউতায় গণহারে সীমান্ত অতিক্রমের প্রতিবাদে ইতালি স্পেনের সঙ্গে শেনজেন চুক্তি এক মাসের জন্য স্থগিত করেছে। শেনজেন চুক্তি ইউরোপীয় ইউনিয়নের ২৭টি সদস্য রাষ্ট্রের প্রায় সব কটিতে অবাধ চলাচলের সুযোগ করে দেয়। ইতালির কট্টর ডানপন্থী প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি সেউতার অনুপ্রবেশের বিষয়টিকে 'বিস্ময়কর' বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, শেনজেন চুক্তি স্থগিত করা একটি 'অসাধারণ পদক্ষেপ'। এদিকে সীমান্ত তল্লাশি জোরদার করেছে ফ্রান্স। সীমান্তে অতিরিক্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

স্পেন সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার : স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ জানিয়েছেন, সেউতায় অনুপ্রবেশের ঘটনার ৪৮ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে সীমান্তের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে স্প্যানিশ সরকার। অনুপ্রবেশকারীদের প্রায় সবাইকে স্বদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। তাদের ব্যাপক মানবিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তবে সানচেজ সেউতা সংকটের বিষয়ে কয়েকটি ইইউ সদস্য দেশের 'স্বার্থপর' প্রতিক্রিয়ার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'বেশির ভাগ দেশই আমাদের প্রতি তাদের সমর্থন ও সংহতি দেখিয়েছে এবং সহায়তার প্রস্তাব দিয়েছে। তবে কয়েকটি দেশ স্পেনকে আক্রমণ করার পথ বেছে নিয়েছে।' এদিকে সেউতা সংকটের পর জরুরি আলোচনার আহ্বানে বেশির ভাগ ইইউ দেশ সাড়া দিয়েছে। একটি খোলা চিঠিতে ইইউয়ের ২৭টি সদস্য দেশের মধ্যে ২২টি দেশ জোটটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীদের একটি অনলাইন বৈঠকের দাবি জানিয়েছে। সূত্র : ডয়চে ভেলে, রয়টার্স

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

বৃহস্পতিবার ০৬ আগস্ট ২০২৬ ১৮

হককথা সম্পাদক সালাহউদ্দিন আহমেদের শাশুড়ির ইন্তেকাল দোয়া কামনা

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক হককথা ও আজকের টেলিগ্রাম সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ ও সিটির রিচমন্ডহিলে বসবাসকারী মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম খানের শাশুড়ি হাবিবা খাতুন ইন্তেকাল করেছেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। গত শনিবার ১ আগষ্ট বিকেলে টাঙ্গাইল শহরের বেড়াডোমায় নিজ বাসায় শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি দীর্ঘদিন ধরে শারীরিক নানা সমস্যায় ভুগছিলেন। তার বয়স হয়েছিলো ৭৬ বছর। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র ও দুই কন্যা এবং নাতি-নাতনী সহ বহু আত্নীয়-স্বজন রেখে গেছেন।

মরহুমা হাবিবা খাতুনের নামাজে জানাজা শেষে পরদিন রোববার (২ আগষ্ট) সকালে টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার মাহমুদপুর গ্রামের কবরস্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, মরহুমার দুই কন্যা নিউইয়র্কে বসবাস করেন। অপর দুই পুত্র টাঙ্গাইলে বসবাস করেন। এদিকে মরহুমার বিদেহী আত্নার মাগফেরাত কামনায় তার পরিবারের পক্ষ থেকে সবার কাছে দোয়া কামনা করা হয়েছে।

অপরদিকে সাংবাদিক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ-এর শাশুড়ী হাবিবা খাতুনের ইন্তেকালে নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাব, প্রবাসী টাঙ্গাই-লবাসী ইউএসএ ও টাঙ্গাইল সোসাইটি ইউএসএ'র পক্ষ থেকে কর্মকর্তারা গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমার রুহের মাগফিরাত কামনা করেছেন। এছাড়াও নিউইয়র্কের বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক/পরিচালক ও সাংবাদিক এবং কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুমার বিদেহী আত্নার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

অস্ট্রেলিয়া-কানাডায় চাকরির নামে ভয়ংকর ভিসা প্রতারণা

বাংলাদেশ ডেস্ক : অস্ট্রেলিয়া ও কানাডায় ফলের বাগান, গরুর খামার, ফুড প্যাকেজিং কারখানাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে স্বল্প খরচে উচ্চ বেতনে চাকরি দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে দেশে একাধিক চক্র ভয়ংকর প্রতারণা করে আসছে। তাদের জাল ভিসার প্রতারণার ফাঁদে পড়ে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ লাখ লাখ টাকা খোয়াচ্ছেন। প্রতারকচক্র জাল ভিসা, ওয়ার্ক পারমিট, ভিসা অ্যাপ্রুভাল লেটার, ভুয়া ভিসা ভেরিফিকেশন ওয়েবসাইট ব্যবহার করে দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণা করে আসছে। ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম (উত্তর) বিভাগের একটি টিম এ ধরনের প্রতারণায় যুক্ত প্রতারকচক্রের দুই সদস্যকে গ্রেপ্তারের পর ভয়ংকর প্রতারণার তথ্য পেয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, গ্রেপ্তারকৃতরা দীর্ঘদিন ধরে একই কৌশলে দেশের বিভিন্ন জেলার বিদেশে চাকরিপ্রত্যাশীদের টার্গেট করে প্রতারণা করে আসছিল। প্রতারকচক্রটি নিজেরাই জাল ভিসা ও জাল ডকুমেন্ট দিয়ে অস্ট্রেলিয়া গমনেচ্ছুদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এই প্রতারণার কাজ নিখুঁতভাবে সারতে চক্রটি ইন্টারনেটে অস্ট্রেলিয়া সরকারের আদলে 'অফিশিয়াল অস্ট্রেলিয়া ভিসা চেক ডটকম' নামে ওয়েবসাইট খুলে প্রতারণা করে আসছিল। তারা নিজেরাই অস্ট্রেলিয়া গমনেচ্ছুদের জাল ভিসা তৈরি করে সেই ভিসার কপি নিজেদের বানানো ওই ওয়েবসাইটে আপলোড করত। আবার অস্ট্রেলিয়া গমনেচ্ছুদের পাসপোর্ট নম্বর দিয়ে ওই ওয়েবসাইটে প্রবেশ করিয়ে ভেরিফাই করে দেখায় ভিসাটি অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশন থেকে অনুমোদন করা হয়েছে। ৫ থেকে ৬ লাখ টাকা খোয়ানোর একটা পর্যায়ে ভুক্তভোগীরা বুঝতে পারেন প্রতারকচক্রের পাল্লায় পড়েছেন।

ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম বিভাগের কর্মকর্তারা এই ভিসা জালিয়াতচক্রের হদিস করতে গিয়ে দেখতে পান অধিকাংশ প্রতারকচক্রের ফোনের সর্বশেষ অবস্থান নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ থানার নয়নখাল ডাঙার হাট এবং পার্শ্ববর্তী সৈয়দপুর থানার খাতা মধুপুর গ্রাম। গত মঙ্গলবার গভীর রাতে এই দুই গ্রামে অভিযান চালিয়ে প্রতারক মারিফুল ইসলাম এবং বাচ্চা বাউ ওরফে হাসিনুরকে গ্রেপ্তার করে। এ সময় তাদের হেফাজত থেকে প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত ১টি ল্যাপটপ, ৭টি মোবাইল ফোন, ১৩টি সিম কার্ড এবং ৯টি বাংলাদেশি ভুয়া পাসপোর্ট উদ্ধার করে পুলিশ। গ্রেপ্তারকৃতরা বিদেশে চাকরি নিশ্চিত করার আশ্বাস দিয়ে মেডিক্যাল ফি, ভিসা প্রসেসিং ফি, ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন, টিকিট ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচের কথা বলে ধাপে ধাপে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ আদায় করত। জব্দকৃত ডিজিটাল ডিভাইসের প্রাথমিক পরীক্ষায় প্রতারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত, বিভিন্ন ভুক্তভোগীর তথ্য, মোবাইল ব্যাংকিং লেনদেনের আলামত এবং ভুয়া ভিসাসংক্রান্ত নথি পাওয়া যায়। চক্রটি এ পর্যন্ত ৭২ জনেরও বেশি ভুক্তভোগীর সঙ্গে একই ধরনের প্রতারণা করেছে। এই গ্রেপ্তার অভিযানে নেতৃত্ব দেন গোয়েন্দা পুলিশের সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম (উত্তর) বিভাগের এডিসি মো. ওয়ালিউল ইসলাম। তিনি বলেন, ওই দুই আসামিকে ধরতে গিয়ে তারা দেখতে পান গভীর রাতেও ওই দুই গ্রামের ঘরে ঘরে আলো জ্বলছে। পরে খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন ওই দুই গ্রামের ঘরে ঘরে এই ভিসা জালিয়াতচক্রের বসবাস। তারা গভীর রাত পর্যন্ত প্রতারণার কাজে ব্যস্ত থাকেন। যে কারণে গ্রাম দুটি গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকে। ওই দুই গ্রামের যেসব তরুণ ফ্রিল্যান্সের প্রশিক্ষণ নিয়েছেন তাদের এখন মূল পেশা হয়ে উঠেছে ভিসা জালিয়াতি করে অস্ট্রেলিয়া, কানাডায় চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা করা। গ্রেপ্তারের পর মারিফুল ইসলাম এবং বাচ্চা বউ ওরফে হাসিনুরও পুলিশের কাছে বলেছেন, গত দুই বছর ধরে এই দুই গ্রামের তরুণদের পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভিসা প্রতারণা ও অনলাইন জুয়ার কারবার। ব্যাঙের ছাতার মতো গ্রাম দুটিতে এই অপকর্ম ছড়িয়ে পড়েছে। যে কারণে গ্রাম দুটির ঘরে ঘরে রাতে আলো জ্বলে। জানা গেছে, প্রতারকচক্র অস্ট্রেলিয়ার ফলের বাগান, গরুর খামার এবং ফুড প্যাকেজিং কারখানায় স্বল্প খরচে ওয়ার্ক পারমিটে চাকরি দেওয়ার কথা বলে ফেসবুকে বিজ্ঞাপন দেয়। এতে ইমু নম্বর এবং অস্ট্রেলিয়ার ফোন নম্বর ব্যবহার করা হয়। এরপর ওই নম্বরে যোগাযোগ করা হলে একটি দেশীয় হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিয়ে যোগাযোগ করা হয়। একপর্যায়ে অস্ট্রেলিয়ায় ওয়ার্ক পারমিটে চাকরিপ্রত্যাশী কারও সঙ্গে ৬ লাখ, কারও সঙ্গে সাত লাখ, আবার কারও সঙ্গে ৫ লাখ টাকার মৌখিক চুক্তি করে অস্ট্রেলিয়ায় পাঠাতে। চুক্তি অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়ার কোম্পানিতে কারও মাসিক ৩ লাখ, কারও বেতন ৪ লাখ টাকা বেতন হবে বলে জানায় প্রতারকচক্র। এরপর আবেদন ফি বাবদ ১৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা, মেডিক্যাল বাবদ ১৫ থেকে ৪০ হাজার টাকা, ফিঙ্গার প্রিন্ট বাবদ ১৫ থেকে ২০ হাজার টাকা বিকাশে গ্রহণ করে প্রতারকচক্র। এরপর সংশ্লিষ্ট চাকরি প্রত্যাশীর জাল ভিসা তৈরি করে 'অফিশিয়াল অস্ট্রেলিয়া ভিসা চেক ডটকম' নামে ওয়েবসাইট আপলোড দেয় আবেদনকারীর কাছে আস্থা অর্জন এবং চুক্তি অনুযায়ী বাকি টাকা হাতিয়ে নিতে। পরে প্রতারকচক্রের কথামতো পাসপোর্ট নম্বর দিয়ে প্রতারকদের ওয়েবসাইটে ঢুকে ভিসা ডাউনলোড করতে বলে। প্রতারকচক্র তাদের বলেন অস্ট্রেলিয়া হাইকমিশন ভিসা অ্যাপ্রুভ (অনুমোদন) করার পরই ওয়েবসাইটে আপলোড দিয়েছে। কিন্তু ভুক্তভোগীরা জানেন না প্রতারকরা নিজেরাই 'অফিশিয়াল অস্ট্রেলিয়া ভিসা চেক ডটকম' নামে ওয়েবসাইট খুলে নিজেরাই জাল ভিসায় অ্যাপ্রুভ দেখিয়েছে। এরপর জাল ভিসার কপি দেখে চুক্তি অনুযায়ী টাকা দিলেই পুরো টাকায় চলে যায় প্রতারকদের পকেটে। এই জাল ভিসা নিয়ে অনেকেই টাকা পয়সা খোয়ানোর পাশাপাশি হয়রানিরও শিকার হয়েছেন। আমাদের সময়ের কাছে একাধিক ভুক্তভোগী অভিযোগ করেছেন, প্রতারকচক্র পুরান পল্টনের 'ইত্তেহাদ মেডিক্যাল সেন্টার লিমিটেড' নামে একটি মেডিক্যাল সেন্টারে পাঠায় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য। মেডিক্যাল সেন্টারটি স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফি হিসেবে একেক জনের কাছ থেকে একেক রকম ফি নিয়ে থাকে। কিন্তু কখনও স্বাস্থ্য পরীক্ষার ফি গ্রহণের রসিদ দেয় না। প্রতিষ্ঠানটির এই পরীক্ষার জন্য সরকারের অনুমোদন রয়েছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ভুক্তভোগীরা। জানতে চাইলে 'ইত্তেহাদ মেডিক্যাল সেন্টার লিমিটেড'-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, বিদেশ গমনেচ্ছুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সরকারি অনুমোদন পেতে তারা আবেদন করেছেন। তার ভাষ্য, বিভিন্ন রিক্রুটিং প্রতিষ্ঠান তাদের কাছে বিদেশগামীদের মেডিক্যাল করার জন্য পাঠায়। তারা মেডিক্যাল পরীক্ষা করে মানি রসিদ সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে থাকেন। চাকরি নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় যেতে প্রতারকচক্রকে ৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা দিয়েছিলেন শেরপুরের ব্যবসায়ী সায়েদুল হক। তিনি বলেন, প্রতারকচক্রের কথায় বিশ্বাস করে বিভিন্ন সময়ে বিকাশের মাধ্যমে আবেদন ফি মেডিক্যাল ফি, ভিসা প্রসেসিং ফি, ডকুমেন্ট চার্জসহ বিভিন্ন খাতে ধাপে ধাপে ৪ লাখ ৮০ হাজার টাকা প্রদান করেন। সব প্রক্রিয়া শেষ করে গুলশানে ভিএফএস গ্লোবাল সেন্টারে গিয়ে তিনি পাসপোর্ট জমা দেন। দুই মাস পর তার পাসপোর্ট ফেরত দেওয়া হয় সেখান থেকে। এরপর তিনি বুঝতে পারেন প্রতারিত হয়েছেন। তিনি বলেন, তার মতো আরও ৫/৬ জন প্রতারিত হয়েছেন। ছায়েদুল হক প্রতারণার ঘটনায় পল্লবী থানায় একটি মামলা করেছেন। ওই মামলাতেই দুজনকে নীলফামারী থেকে গ্রেপ্তার করে গোয়েন্দা পুলিশ। চাঁদপুরের বাসিন্দা গিয়াসউদ্দিন আল মামুন বলেন, তার ভাই ও ভাইয়ের বন্ধু প্রতারকদের খপ্পরে পড়ে আড়াই লাখ টাকা খুইয়েছেন। তিনি বলেন, মেডিক্যাল করতে তার ভাইয়ের কাছ থেকে পুরান পল্টনের ইত্তেহাদ মেডিক্যাল সেন্টার লিমিটেড ২৬ হাজার টাকা এবং ভাইয়ের বন্ধুর কাছ থেকে ৪০ হাজার টাকা নেয়। কিন্তু কোন মানি রিসিট দেয়নি। তিনি বলেন, প্রতারকদের দেওয়া ফিঙ্গার প্রিন্টের কাগজে লেখা ছিল ২৮শ টাকা। কিন্তু গুলশানে ভিএফএস গ্লোবাল সেন্টারে তাদের কাছে ১০ হাজার টাকা দাবি করা হয়। পরে তারা অনেক দরকষাকষির পর ২৮শ টাকায় ফিঙ্গারপ্রিন্ট করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তাদের সঙ্গে আর যোগাযোগ করা হয়নি। পরে বুঝতে পারেন প্রতারিত হয়েছেন।

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

রুমী ডেন্টাল ল্যাব
কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া
আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস
ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়

Sleep and Lung Center
* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকলীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট,এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।

আপনাদের সেবায় এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে
Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700
170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানী
এম.ডি

ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

718-636-0100

Brooklyn

20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
B'tw. Bedford & Nostrand Ave.
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn, NY 11208
Tel : 718-484-3960
Fax : 718-484-3962

আমরা সব ধরণের ইস্যুরেস গ্রহণ করে থাকি

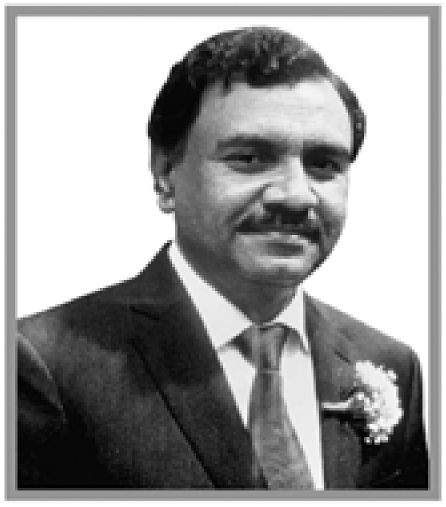

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine

Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা

87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

মামুনের তত্ত্বাবধানে

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলাতে প্রধানমন্ত্রীর চ্যালেঞ্জ কী

(৪ পাতার পর)

অসন্তোষও যুক্ত হয়।

সাম্প্রতিক সময়ে সরকারের একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তির একটি মন্তব্যকে ঘিরে ছাত্রসমাজের প্রতিক্রিয়াও আমাদের সেই বাস্তবতার কথা মনে করিয়ে দেয়। একইভাবে স্থানীয় সরকার-সংক্রান্ত একটি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত ব্যাপক সমালোচনার মুখে সংশোধন করা হয়েছে। সরকারের এই দ্রুত সংশোধন ইতিবাচক বার্তা দিয়েছে। এই দুটি ঘটনাই একটি বিষয় স্পষ্ট করেড়সরকারের ভাবমূর্তি শুধু প্রধানমন্ত্রীর আচরণে গড়ে ওঠে না; সরকারের অন্য দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের ভাষা, আচরণ ও সিদ্ধান্তও সেই ভাবমূর্তি তৈরি করে।

ইতিহাসের একটি বড় শিক্ষা হলো, নতুন সরকারগুলো সাধারণত বিরোধী দলের কারণে নয়, বরং নিজেদের সিদ্ধান্ত, নিজেদের ভাষা এবং নিজেদের আশপাশের মানুষদের কারণেই সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। ক্ষমতায় আসার পর অনেক সরকারই ধরে নেয় যে মানুষের সমর্থন দীর্ঘদিন একই রকম থাকবে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। মানুষের প্রত্যাশা দ্রুত বদলায়, আর সেই প্রত্যাশা পূরণ না হলে হতাশাও দ্রুত তৈরি হয়।

একই ধরনের বাস্তবতা সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিবেশী ভারতেও দেখা গেছে। ভারতের প্রধান বিচারপতির একটি বিতর্কিত মন্তব্যের পর শিক্ষার্থী ও তরুণদের একাংশ ব্যঙ্গাত্মক প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে ‘ককরোচ জনতা পার্টি’ নামটি ব্যবহার করতে শুরু করে। পরে এই প্রতিবাদ শুধু একটি মন্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস, শিক্ষাব্যবস্থার দুর্বলতা, বেকারত্ব এবং জবাবদিহির দাবির সঙ্গে যুক্ত হয়ে এটি বৃহত্তর যুব অসন্তোষের ভাষায় পরিণত হয়েছে।

বাংলাদেশ ও ভারতের ঘটনায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মিল রয়েছে। দুই ক্ষেত্রেই একটি শব্দ বা মন্তব্য শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের জমে থাকা ক্ষোভ প্রকাশের উপলক্ষ তৈরি করেছে। পরে সেই ক্ষোভ বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক দাবির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা দেখায়, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা ব্যক্তিদের ভাষা কখনোই শুধু ব্যক্তিগত মন্তব্য হিসেবে থাকে না। অনেক সময় একটি শব্দই সরকারের মনোভাবের প্রতীক হয়ে ওঠে। আবার সেই শব্দই দীর্ঘদিনের জমে থাকা অসন্তোষ প্রকাশের উপলক্ষ তৈরি করে।

একই শিক্ষা পাওয়া যায় যুক্তরাজ্যের ‘পার্টিগেট’ বিতর্ক থেকেও। কোভিডের সময় সরকার সবাইকে লকডাউন মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছিল। পরে জানা যায়, সেই সময়েই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সামাজিক সমাবেশ হয়েছিল। এতে মানুষের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কারণ, মানুষ শুধু সরকারের কথা নয়, তাদের কাজও বিচার বিবেচনা করে।

প্রধানমন্ত্রীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ

এই বাস্তবতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো, প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বার্তা কতটা তাঁর পুরো সরকারের সংস্কৃতিতে পরিণত হচ্ছে? প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘদিন যুক্তরাজ্যে ছিলেন। সেখানে তিনি একটি ভিন্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতি, জননেতৃত্বের ভাষা এবং গণতান্ত্রিক চর্চা কাছ থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর সাম্প্রতিক আচরণে অনেকেই সেই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন দেখতে পান।

কিন্তু একটি সরকার কখনোই একজন মানুষ একা পরিচালনা করেন না। তাঁর সঙ্গে মন্ত্রিসভা, রাজনৈতিক দল, সংসদ সদস্য, প্রশাসন এবং অসংখ্য প্রতিষ্ঠান যুক্ত থাকে। তাই প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সংযম বা সাধারণ জীবনযাপন তখনই রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হয়ে উঠবে, যখন সরকারের অন্যদের আচরণেও একই মূল্যবোধ দেখা যাবে।

এখানেই তাঁর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। তিনি কি নিজের আচরণের মধ্যেই নতুন সংস্কৃতির উদাহরণ সীমাবদ্ধ রাখবেন, নাকি সেটিকে পুরো সরকারের জন্য একটি মানদণ্ডে পরিণত করবেন? নেতৃত্ব শুধু নিজে ভালো উদাহরণ তৈরি করার নাম নয়; নেতৃত্ব মানে দলের অন্যদেরও সেই মূল্যবোধের মধ্যে নিয়ে আসা, ভুল হলে সংশোধন করা এবং সরকারের সবাইকে একটি সাধারণ নৈতিক ও রাজনৈতিক মানদণ্ডের মধ্যে রাখা।

বিশ্বের অনেক গণতান্ত্রিক দেশে মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের জন্য নেতৃত্ব, নৈতিকতা, গণমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ এবং জনসেবা নিয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য কাউকে ছোট করা নয়; বরং গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকা ব্যক্তিরা যেন নিজের বক্তব্য ও আচরণের রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে সচেতন থাকেন। বাংলাদেশেও এমন উদ্যোগ নিয়ে ভাবা যেতে পারে। নতুন মন্ত্রী বা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাওয়া ব্যক্তিদের জন্য রাজনৈতিক আচরণ, সংসদীয় শিষ্টাচার, জনসংযোগ, গণমাধ্যমে কথা বলা এবং সংকট মোকাবিলা নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ চালু করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত এখন প্রধানমন্ত্রীর

ইতিহাসের একটি বড় শিক্ষা হলো, নতুন সরকারগুলো সাধারণত বিরোধী দলের কারণে নয়, বরং নিজেদের সিদ্ধান্ত, নিজেদের ভাষা এবং নিজেদের আশপাশের মানুষদের কারণেই সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে। ক্ষমতায় আসার পর অনেক সরকারই ধরে নেয় যে মানুষের সমর্থন দীর্ঘদিন একই রকম থাকবে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। মানুষের প্রত্যাশা দ্রুত বদলায়, আর সেই প্রত্যাশা পূরণ না হলে হতাশাও দ্রুত তৈরি হয়।

বিশেষ করে আজকের তরুণ প্রজন্ম আগের প্রজন্মের মতো নয়। তারা তথ্য পায় মুহূর্তেই, সংগঠিত হতে সময় লাগে না, আর তারা শুধু প্রতিশ্রুতি নয়ড়আচরণ ও ফলাফলও বিচার করে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দেখা গেছে, কখনো একটি ছোট সিদ্ধান্ত, কখনো একটি অসতর্ক মন্তব্য, আবার কখনো সাধারণ মানুষের উদ্বেগকে গুরুত্ব না দেওয়াড়এসবই বড় রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করেছে। তাই আধুনিক রাজনীতিতে ‘ছোট ভুল’ বলে কিছু নেই।

বাংলাদেশও এই পরিবর্তিত বাস্তবতার অংশ। জুলাই মানুষের মধ্যে শুধু রাজনৈতিক পরিবর্তন নয়, রাষ্ট্র পরিচালনার নতুন মানদণ্ডের প্রত্যাশা তৈরি করেছে। সেই প্রত্যাশা পূরণ হবে কি না, সেটিই আগামী দিনের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক পরীক্ষা।

সম্ভবত এ কারণেই বিরোধী দলকে কীভাবে মোকাবিলা করবেনড়এটি প্রধানমন্ত্রীর সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ নয়; বরং নিজের সরকার, প্রশাসন ও রাজনৈতিক সহকর্মীরা তাঁর দেখানো বার্তাকে কতটা ধারণ করতে পারবেন, সেটিই বড় চ্যালেঞ্জ। আর তাই এ প্রশ্নটি থেকেই যাচ্ছেড়‘ফ্রন্ট স্টেজ’এ যে পরিবর্তনের ছবি দেখা যাচ্ছে, ‘ব্যাক স্টেজ’এ কি তার প্রতিফলন ঘটবে?

না, সংস্কারে কুলাবে না

(৫ পাতার পর)

পড়েছেন। ট্রাম্প সাহেবের অর্জনটা কি সামান্য?

অন্যের কাছে হাস্যকর মনে হতে পারে, তবে তিনি কিন্তু সত্যি সত্যি দাবি করেছিলেন যে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার তাঁরই প্রাপ্য। তিনি নিজে না পেলেও সেটা কিন্তু পেয়েছেন ভেনেজুয়েলার একজন নারী রাজনীতিবিদ, যিনি ট্রাম্পের অনুসারী; ট্রাম্প অবশ্য তাতে অসন্তুষ্টই হয়েছেন। কেননা তাঁর ধারণা বিশ্বে ‘শান্তি’ স্থাপনের ক্ষেত্রে ওই নারীর তুলনায় তাঁর অবদান বহুগুণ অধিক। নারী তাঁর নিজের দেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টকে বিদায় করতে চাইলেও কামিয়াব হননি, কিন্তু ওই কাজটি ট্রাম্প অনায়াসে সম্পন্ন করেছেন। শুধু যে ওই প্রেসিডেন্টকে পদচ্যুত করেছেন তা-ই নয়, তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকেও ধরে নিয়ে এসে আমেরিকার আদালতে বিচারের ব্যবস্থা পর্যন্ত করে ফেলেছেন। আর অবিশ্বাস্য শোনালেও সত্য যে ট্রাম্পের নাম নাকি নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রস্তাবিতদের তালিকায় স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। তবে এটা অবশ্য অপ্রত্যাশিত নয় যে ইরানে যখন হামলা ও ধ্বংস কার্য অব্যাহত রয়েছে, সেই ভয়ংকর সময়েই আমেরিকার প্রতিরক্ষামন্ত্রী এমনটা বলবেন যে নোবেল পুরস্কার মার্কিন প্রতিরক্ষা বাহিনীরই প্রাপ্য। ইরানকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে বিশ্বে শান্তি স্থাপনের পথ প্রশস্ত করার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট একা তো নন, তাঁর বাহিনীও অমানুষিক পরিশ্রম করেছে। বিশ্বের সবকিছুই এখন যে পুঁজির করতলগত, সে বিষয়ে সন্দেহ কী!

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

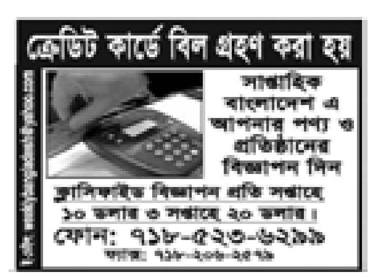

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

ঐক্যের অন্তর্গত অনৈক্যের সুর

(৭ পাতার পর)

এদিকে হবিগঞ্জে মঙ্গলবার এনসিপির নেতাদের গা-ড়িবহরে হামলার ঘটনায় জেলা ছাত্রদলের সভাপতিকে প্রধান আসামি করে ১১১ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মামলায় ১১ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাতনামা ১০০ জনকে আসামি করা হয়েছে। আবারও অজ্ঞাতনামা! এ

নিয়ে পরে কিছু দরকষাকষির বাণিজ্য হলে অবাক হব না।

এনসিপি-বিএনপির মারামারিটা সিলেট ছাড়িয়ে পৌঁছে গেছে উত্তরবঙ্গে। কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে সংঘর্ষ হয়েছে। দুই দলের মধ্যকার এ যুদ্ধ হয়তো ছড়িয়ে পড়বে আরও অনেক রণাঙ্গনে। বিষয়টি যেন ক্রুসেডের পর্যায়ে চলে যাচ্ছে।

এদিকে এনসিপির এক নেতা হুঙ্কার দিয়েছেন, সরকারকে পাঁচ বছর দেশ পরিচালনার সুযোগ দেওয়া হবে না। তিনি বলেছেন, দেশের পরিস্থিতি খুবই খারাপ। ৭০ শতাংশ গণভোটের রায় অস্বীকার করে সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারে না। টিকে থাকতে হলে অবশ্যই শেখ হাসিনা সরকারের মতো দমন-পীড়ন ও নির্যাতন করতে হবে।

এখানে একটি কথা বলা দরকার। এদেশে কোনো নির্বাচিত সরকারই সুস্থির হয়ে বসতে পারেনি। নির্বাচনে 'জিতে' তারা দেশের সবকিছু দখলে নেওয়ার পাঁয়তারা করেছে। আর প্রতিবারই সরকারবিরোধীরা সরকার উৎখাতের ঘোষণা দিয়েছে। পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত অপেক্ষা করার ধৈর্য কারও ছিল না অথবা বলা যায়, অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনের সুযোগ ক্ষমতাসীনরা বারবারই নষ্ট করেছে তাদের লোভ আর জেদের কারণে। এ প্রবণতা ১৯৭২ সাল থেকেই চলে আসছে। আচ্ছা, মানুষ এত তাড়াতাড়ি সব ভুলে যায় কেন?

জুলাই আন্দোলন ও পরবর্তী সময়ে ক্ষমতাচ্যুত দল ও জোটসঙ্গীদের বিরুদ্ধে প্রায় সব মতের লোকদের মধ্যে একতান ও সংহতি দেখা গিয়েছিল। সংহতির এ বাঁধনটা ছিঁড়ে গেছে। এ রকম চলবে আরও কিছুদিন, যতদিন পর্যন্ত না আরেকটা পক্ষ বা শক্তি এদের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। ধরা যাক, নানান কৌশলে আওয়ামী লীগ আবার মাঠে নেমে গেছে কিংবা তসলিমা নাসরিন ঘোষণা দিয়ে বললেন, কাছাকাছি আছি, শিগগিরই ঢুকে পড়ব, তখন দেখা যাবে এরা আবার সবাই এক হয়ে গেছে। এক হওয়ার জন্য শর্ত লাগে, দরকার হয় একটি শত্রুর। এ রকম শত্রু হয়তো আছে, কিংবা তৈরি হয়ে যাবে। আমরা হয়তো আরেকটি মেরুকরণ দেখার সাক্ষী হয়ে থাকব। এজন্য কতদিন অপেক্ষা করতে হবে কে জানে।

মহিউদ্দিন আহমদ : লেখক ও গবেষক।

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
Dr. Sadi Alam
পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।
We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.
আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।
Call for Appointment
Jamaica Office : 16605 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার
SAYERA HAQUE, M.D
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল
সেবাসমূহ
• জেনারেল চেকআপ • হাই কোলেস্টরল এজমা • TLC/Motor Vehicle Exam
• শারীরিক পরীক্ষা • ইকেজি
• ডায়াবেটিস • বয়স্ক ভেক্সিনেশান • মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
• হাইপারটেনশন • ব্লাড টেষ্ট
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন
We accept most of the Insurances
Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67
Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm
Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস
GETWELL MED-CARE P.C.
170-25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
718-305-1262
ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই ক্লোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি
আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
SHAMIM AHMED,MD, FACP
INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE
Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815
Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

Just... Smile...
A Beautiful Smile Is A Healthy Smile
General Dentistry
Nitrous Oxide
Crown & Bridges
Dentures
Extractions
Cosmetic Dentistry
Veneers
Bonding
Root Canal Therapy
Implant Surgery & Restorations
IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY
MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED
WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS
IMPLANT CONSULTATION
Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S
TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE
FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354
CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

আগুনঝরা জুলাই : রক্তে লেখা এক বিপ্লবের

(৮ পাতার পর)

মৃত্যু কেবল একজন শিক্ষার্থীর শাহাদাত নয়; সেটিই ছিল আন্দোলনের নৈতিক মোড়বদলের মুহূর্ত, যখন মানুষের ক্ষোভ দাবানলের মতো সারাদেশে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। একই দিনে চট্টগ্রামে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন ছাত্রদল নেতা ওয়াসিম। বীর চট্টলার প্রথম শহীদ ছাত্রদলের ওয়াসিম আকরাম মৃত্যুর অল্প কিছু আগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছিলেন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের এই নাম বুকে ধারণ করে আমি শহীদ হবো। মহান সৃষ্টিকর্তা যেন তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ করে দিলেন, আর তাঁর কাছে ঋণী করে দিলেন পুরো বাংলাদেশকে। এরপর মাঝরাত থেকেই ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো সাধারণ ছাত্ররা দখল করতে শুরু করল। ক্যাম্পাস থেকে সন্ত্রাসী ছাত্রলীগ বিতাড়িত হল। আন্দোলন দমনের জন্য সরকার সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের হলসমূহ বন্ধ ঘোষণা করল।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আবাসিক হল খালি করার পর সরকার ভেবেছিল আন্দোলন থেমে যাবে। কিন্তু নিয়তি ঠিক করে রেখেছিল অন্য কিছু। বাংলাদেশে যে নতুন বসন্তের আগমনী সুর বেজে উঠেছে, তাকে রুখবে সাধ্য কার? ১৮ জুলাই প্রতিরোধ গড়ে তুলল বাংলাদেশের সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। ব্র্যাক, ইস্ট ওয়েস্ট, নর্থ সাউথ, আইইউবি, এআইইউবি, নর্দান, মাইলস্টোন, আরও অনেক জানা অজানা প্রতিষ্ঠান। মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরাও সেদিন একযোগে রাস্তায় নেমে এসেছিল। তাদের প্রতিরোধ মিছিলে নির্বিচারে গুলি চালাল ফ্যাসিবাদী পুলিশ বাহিনী। ১৮ জুলাই দেশজুড়ে অন্তত ৩১ জন নিহত হন, যাদের মধ্যে ঢাকাতেই প্রাণ হারান ২৪ জন। নিহতদের মধ্যে অন্তত ১১ জন ছিলেন শিক্ষার্থী। একই দিনে দেশের ৫০টিরও বেশি বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে অংশ নেন। সেদিন সরকার মোবাইল ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয় এবং রাতের দিকে ব্রডব্যান্ড সংযোগও বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলাদেশ কার্যত বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের মুখে পড়ে। ১৮ জুলাইয়ের শহীদদের মধ্যে অন্যতম বিইউপি'র শিক্ষার্থী মীর মাহফুজুর রহমান (মুগ্ধ)। মুগ্ধ শুধু একজন তরুণ ছিলেন না, তিনি ছিলেন মানবতার এক উজ্জ্বল প্রতীক। উত্তপ্ত রাজপথে যখন চারদিকে আতঙ্ক আর গুলির শব্দ, তখনও তিনি আন্দোলনরত মানুষদের হাতে পৌঁছে দিচ্ছিলেন পানি। নিজের নিরাপত্তার কথা না ভেবে অন্যের তৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে তিনি প্রাণ উৎসর্গ করেন। ১৮ জুলাই উত্তরার আজমপুরে নিজের প্রাণ দিয়ে মুগ্ধ প্রমাণ করে গেছেন মানবতাই শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরোধ। সেদিন ১৭ বছরের কিশোর ফারহান ফাইয়াজকেও রেহাই দেয়নি স্বৈরাচারের পুলিশবাহিনী। মুগ্ধ যেদিন শহীদ হলেন, সেই ১৮ জুলাইতে উত্তরায় রাজপথে গুলিবিদ্ধ হন আমার সহোদর ভাই সুপ্রিম কোর্টের অ্যাডভোকেট মনিরুল হাসান খান। তিনি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসেন সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে দাঁড়িয়ে। ১৮ জুলাইয়ের রক্তাক্ত ঘটনার পর সরকার ১৯ জুলাই মধ্যরাত থেকে দেশব্যাপী কারফিউ জারি করে। রাজধানীসহ সারাদেশে নেমে আসে এক অস্বাভাবিক নীরবতা; সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণে চলে যায় জনজীবন।

কারফিউ ভেঙে মুক্তিকামী মানুষ যখন রাজপথে নেমেছিল, প্রতিবাদের জবাব এসেছিল নির্মম দমনপীড়নে। জুলাইয়ের শেষ দিকের কারফিউবন্দী ঢাকায় একের পর এক পরিচয়হীন লাশ পৌঁছায় রায়েরবাজার কবরস্থানে। ছিল না শোকযাত্রা, ছিল না মৃত্যুসনদ বা ময়নাতদন্ত। সাদা কাপড়ে মোড়া দেহগুলো তড়িঘড়ি মাটিচাপা দেওয়া হয়, চার নম্বর ব্লকের প্রতিটি কবর চিহ্নিত ছিল কেবল একটি বাঁশের কঞ্চি দিয়ে। আন্দোলনে নিহত অন্তত ১১৪ জনকে সেখানে দাফন করা হয়, যাদের অধিকাংশই ১৯ থেকে ২২ জুলাইয়ের কারফিউ চলাকালে প্রাণ হারান। একই সময়ে আন্দোলনকারীদের তালিকা তৈরি, গ্রেপ্তার ও নির্যাতন চলতে থাকে; শীর্ষ নেতাদের ওপর অমানবিক নির্যাতনের পর প্রচার করা হয় যে তাঁরা নাকি স্বেচ্ছায় আন্দোলন স্থগিত করেছেন। ১৬ বছরের শাসনে এভাবেই সত্যকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলেছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীনদের ঘনিষ্ঠ সংবাদমাধ্যম আন্দোলনকে কখনো বিদেশি ষড়যন্ত্র, কখনো রাজাকার বা জামায়াতের তকমা দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াতে থাকে। এমনকি নিহত শিশু রিয়া গোপকেও ষড়যন্ত্রের অংশ বলে অপপ্রচার করা হয়। আর ক্ষমতার শীর্ষে তখন মানবিকতার বদলে প্রাধান্য পেয়েছিল প্রতীকী অভিনয় ও প্রচারণার রাজনীতি। হাসিনা সেদিন মেট্রো স্টেশনে দাঁড়িয়ে অভিনয় করলেন মেকি বেদনার, তিনি গিয়েছিলেন কেবল ভাঙা কাচের ছবি তুলতে।

জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে আন্দোলন আর শুধু শিক্ষার্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। শিক্ষক, আইনজীবী, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী, শ্রমিক, সমাজের প্রায় সব শ্রেণিপেশার মানুষ এতে সম্পৃক্ত হন। একটি কোটা সংস্কার আন্দোলন ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ গণঅভ্যুত্থানে রূপ নেয়। লাশের মিছিল প্রতিদিন বাড়তেই থাকল। এই পর্যায়ে দমনের খড়্গ নেমে এল বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মীদের ওপরও। নতুন করে শুরু হল গুম, খুন, নির্যাতন। তখন সরাসরি হুমকির মুখে পড়লাম আমিও। গোয়েন্দা সূত্রে জানতে পারি, University Teachers Association of Bangladesh (UTAB) এর মহাসচিব হিসাবে আমি ছিলাম তাদের কেন্দ্রীয় টার্গেট। আমাকে ধরতে পারলেই অন্যান্য শিক্ষকের ভয়-ভীতি দেখিয়ে দমিয়ে রাখবে। আমার ছোট্ট মেয়ে, যাকে আমি একটি রঙিন শৈশব উপহার দিতে পারিনি, আমার অসুস্থ স্ত্রী, যার পাশে আমি থাকতে পারিনি, তাদের নতুন কোনো উৎকণ্ঠায় ফেলার ইচ্ছে আমার ছিল না। তাই গ্রেপ্তার আর গুম এড়াতে সেদিনের পর আর বাসায় থাকা হয়ে উঠল না আমার। পথে পথে ঘুরলাম, পরিবার ছেড়ে, এক বন্ধুর বাসা থেকে আরেক বন্ধুর বাসায় গেলাম, মোবাইল ফোন বন্ধ রেখে। ডিবি সদস্যরা সকাল বিকাল আমার বাসায় এসে তল্লাশি চালাতে লাগল। এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল যে, পরিবারের কোনো সদস্যই নিরাপদে বাসায় থাকতে পারতেন না। নিরাপত্তার স্বার্থে পরিবারের সদস্যদের বিভিন্ন আত্মীয়স্বজনের বাসায় বা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিতে হতো। শুধু তাই নয়, আমাকে খুঁজে বের করার জন্য আমার ঘনিষ্ঠ ও পরিচিত মানুষদেরও ধরে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হতো এবং আমার অবস্থান জানার জন্য তাদের ওপর বিভিন্ন ধরনের চাপ প্রয়োগ করা হতো। প্রতিনিয়ত গ্রেপ্তার, গুম বা নির্যাতনের আশঙ্কায় দিন কাটাতে হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের মানসিক চাপ, অনিশ্চয়তা ও আতঙ্ক শুধু আমার নয়, আমার পুরো পরিবারের স্বাভাবিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল। আমার নিজের ভাই গুলিবিদ্ধ হয়েছে, আমার বয়স্কা মা, অসুস্থ স্ত্রী আমার উৎকণ্ঠায় রাতের পর রাত পার করেছে। ঠিক কোন অপরাধে আমি এই দুঃসহ শাস্তি পাচ্ছিলাম, শুধু প্রশ্ন করার জন্য, নিজের স্বাধীন মত প্রকাশ করার জন্য, একটি সুন্দর বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখার জন্য?

সেই কঠিন দিনগুলোতে আন্দোলনের প্রতিটি মোড়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর নিবিড় নজর রাখছিলেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান। প্রবাসে অবস্থান করেও তিনি ধারাবাহিকভাবে বিবৃতি দিয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর দমনপীড়নের তীব্র নিন্দা জানান এবং বিএনপির সর্বস্তরের নেতাকর্মীসহ গণতন্ত্রকামী মানুষকে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। ১৬ জুলাই যুগপৎ বিরোধী দলগুলোর যৌথ বিবৃতি, ১৭ ও ১৯ জুলাইয়ের বার্তা এবং ২১ জুলাই জাতীয় ঐক্যের আহ্বান, সব মিলিয়ে তিনি আন্দোলনের প্রতি প্রকাশ্য রাজনৈতিক সমর্থন অব্যাহত রাখেন। আমাদের দীর্ঘ ষোলো বছরের রাজপথের সংগ্রাম, দমনপীড়নের মধ্যেও সংগঠনকে টিকিয়ে রাখার অভিজ্ঞতা এবং স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রতিরোধের মানসিকতা সেই সময় নতুন প্রজন্মের আন্দোলনের সঙ্গে এক ধরনের সেতুবন্ধন তৈরি করে। তাঁর নির্দেশনা ও উৎসাহে আমরাও নিজ নিজ অবস্থান থেকে আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠন, সাংগঠনিক সমন্বয় এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের কাজে আরও সক্রিয় হয়ে উঠি। প্রতিদিনই লন্ডন থেকে জনাব তারেক রহমান আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। তিনি কেবল রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করতেন না, আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি, সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং করণীয় নিয়েও নিয়মিত নির্দেশনা দিতেন। তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ ছিল: এই আন্দোলনের নেতৃত্ব শিক্ষার্থীদের; রাজনৈতিক দলগুলোর দায়িত্ব হবে তাদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের আন্দোলনকে শক্তি জোগানো, কিন্তু কোনোভাবেই তাকে দলীয় রূপ না দেওয়া। সেই নির্দেশনা মাথায় রেখেই আমরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করেছি।

এরপর আন্দোলন এগিয়ে গেল তার চূড়ান্ত পরিণতির দিকে। আগস্টের শুরু থেকেই ঢাকার রাজপথে একটাই আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, 'এক দফা, এক দাবি, শেখ হাসিনার পদত্যাগ।' তারপর এল ৫ই আগস্টের সেই মহেন্দ্রক্ষণ। জাতি তখন এক নতুন বিস্ফোরণের জন্য, এক নতুন রক্তস্রোতে অবগাহনের জন্য প্রস্তুত। সকাল থেকেই থমথমে রাজধানী। নিরাপত্তা বাহিনীর রক্তাভ চোখ, আগ্রাসী পুলিশ, সেনাবাহিনী আর বিজিবির সাঁজোয়া যান, তাক করা রাইফেল, কালো পোশাকের র‌্যাবের ভয়ংকর মহড়া, সব মিলিয়ে এক আতঙ্কের পরিবেশ। কিন্তু একবার মানুষ মরতে শিখে গেলে তার আর ভয়ডর থাকে না। সেদিন জনাব তারেক রহমান আমাদের স্পষ্ট নির্দেশনা দিলেন, 'লংমার্চ টু ঢাকা' কর্মসূচি সফল করতে সর্বাত্মক শক্তি প্রয়োগের জন্য। তাঁর নির্দেশনায় এই গণআন্দোলনে শামিল হতে সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশে জড়ো হয় ইউট্যাব ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদা দলের শিক্ষকরা। ইউট্যাবের মহাসচিব হিসেবে দ্রুত সকল শিক্ষকদের কাছে তাঁর বার্তা পৌঁছে দিয়ে ছাত্র ও শিক্ষকদের সমন্বয় করি। শিক্ষকবৃন্দ যখন কিছুটা দ্বিধান্বিত হয়ে পড়ে তখন আমি দৃঢ়ভাবে তাদের কারফিউ ভাঙতে ঐক্যবদ্ধ থাকতে উদ্বুদ্ধ করি। অতঃপর কারফিউ ভেঙে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে শিক্ষকরা এগিয়ে যান শাহবাগ পর্যন্ত। পুলিশ বাধা দিলেও শিক্ষকদের সম্মিলিত প্রতিরোধের সামনে সেদিন দাঁড়াতে পারেনি হাসিনার পুলিশ। শিক্ষকদের সেই কারফিউ ভাঙার দৃশ্য মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজধানীজুড়ে শুরু হল কারফিউ ভাঙার হিড়িক। গুটিয়ে গেল হাসিনার নিরাপত্তাবেষ্টনী। অলিগলিতে থাকা লাখ লাখ মানুষের লক্ষ্য তখন একটাই, ফ্যাসিবাদের শেষ দুর্গ গণভবন। জনস্রোত ছুটতে থাকল সেদিকেই। এরপর এল সেই কাঙ্ক্ষিত বিজয়। দুপুরের পরপরই হেলিকপ্টারে করে দিল্লি পালিয়ে গেলেন চব্বিশের গণহত্যাকারী শেখ হাসিনা।

সেদিন আমার ভেতরে একসঙ্গে কাজ করছিল অসংখ্য অনুভূতি। আমি সেই বাবা, যে রাষ্ট্রের নিপীড়নের কারণে নিজের সন্তানের শৈশবকে কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আমি সেই স্বামী, যে সবচেয়ে কঠিন সময়েও ক্যানসারে আক্রান্ত স্ত্রীর পাশে থাকতে পারেনি। আমি সেই শিক্ষক, যাকে স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের অপরাধে নিজের প্রিয় ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল, যার বিরুদ্ধে একের পর এক সাতাশটিরও বেশি মিথ্যা রাষ্ট্রদ্রোহের মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তাই ৩৬শে জুলাইয়ের সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমি বুক উঁচু করে বলেছিলাম: আমি কখনো রাষ্ট্রদ্রোহী ছিলাম না; আমি আমার দেশ, আমার মানুষ এবং সত্যের পক্ষেই দাঁড়িয়েছিলাম। ফ্যাসিবাদের অন্ধকারতম দিনগুলোতেও আমার প্রতিবাদ থেমে থাকেনি; কখনো কলমে, কখনো কণ্ঠে, কখনো নীরব প্রতিরোধে আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছি। তবে আমার সেই আত্মত্যাগও ম্লান হয়ে যায় জুলাইয়ের সেই অগণিত তরুণতরুণী এবং সাধারণ মানুষের ত্যাগের কাছে। তারাই খালি বুকে রাইফেলের নলকে উপেক্ষা করে রাজপথে দাঁড়িয়েছিল। তাদের রক্ত, তাদের সাহস এবং তাদের আত্মত্যাগই বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বাধীনতার নতুন এক অধ্যায় রচনা করেছে। যদি আমাকে দেশপ্রেমিক বলা হয়, তবে তাদের বলতে হবে এই জাতির শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক।

লেখক : অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ ও আহ্বায়ক, সাদা দল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমি ও রাষ্ট্র পুনর্গঠন

(৮ পাতার পর)

মানবাধিকারবিষয়ক দপ্তর (ওএইচসিএইচআর, ২০২৫)-এর ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং রিপোর্ট অনুযায়ী, জুলাই-আগস্ট ২০২৪-এর গণ-অভ্যুত্থানে বাংলাদেশে প্রায় এক হাজার ৪০০ জন নিহত হন। বাংলাদেশের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, এ সময়ে প্রায় ১৪ হাজার জন আহত হন; এর মধ্যে প্রায় ৭০০ জন দৃষ্টিশক্তি হারান, ২১ জন উভয় চোখের দৃষ্টিশক্তি হারান এবং প্রায় ৪৫০ জন এক চোখের দৃষ্টিশক্তি হারান। এসব ঘটনা আন্দোলনের ভয়াবহ মানবিক ক্ষয়ক্ষতির চিত্র তুলে ধরে।

৫ আগস্ট ২০২৪ ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে তৎকালীন শেখ হাসিনা সরকারের পতন ঘটে এবং ৮ আগস্ট একটি অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এরপর তারা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার, নির্বাচনব্যবস্থা উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। পরবর্তী সময়ে প্রায় দেড় বছর পর অন্তর্বর্তী সরকারের তত্ত্বাবধানে ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনে বিএনপি ২০৯টি আসন পেয়ে বিজয় অর্জন করে এবং ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। তাঁর সরকারের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনায় নতুন ধারার সূচনা করা।

'সবার আগে বাংলাদেশ' দর্শনের আলোকে রাষ্ট্র পুনর্গঠনের কর্মপরিকল্পনায় জনকল্যাণমূলক উদ্যোগগুলোকে একটি বৃহত্তর সুশাসনকাঠামোর অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। পাঁচ বছরে ২৫ কোটি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুধু পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্যোগ নয়, এটি জলবায়ুসহনশীলতা, টেকসই উন্নয়ন এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের একটি দীর্ঘমেয়াদি নীতিগত পদক্ষেপ। একইভাবে ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড ও প্রবাসী কার্ডের মতো উদ্যোগগুলোকে শুধু সহায়তা প্রদান ব্যবস্থা হিসেবে নয়, বরং নাগরিক সেবা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, লক্ষ্যভিত্তিক সহায়তা এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে জনগণের আস্থার সম্পর্ক পুনর্গঠনের একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে রাষ্ট্র পুনর্গঠনের সফলতা শুধু জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি গ্রহণের ওপর নির্ভর করবে না, বরং এর জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী, স্বাধীন ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গঠন। এ লক্ষ্যে সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য, জবাবদিহি এবং কার্যকর সমন্বয় নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনব্যবস্থার স্বাধীনতা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি, বিচার বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা, জনপ্রশাসনে মেধা ও নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে নিয়োগ ও পদোন্নতি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীকে পেশাদার ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা রাষ্ট্র পুনর্গঠনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এসব সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য একটি ধাপে ধাপে কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রথমত, প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক ও আইনগত সংস্কারের জন্য বিশেষজ্ঞ, নাগরিক সমাজ ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সংস্কার প্রক্রিয়া গড়ে তোলা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ডিজিটাল প্রশাসন, তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। তৃতীয়ত, জনকল্যাণমূলক কর্মসূচিগুলোর কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে তথ্যভিত্তিক ডেটা বেইস, নিয়মিত মূল্যায়ন এবং স্বাধীন পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা প্রয়োজন। একটি কার্যকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের উদ্যোগ তখনই টেকসই হয়, যখন তা স্বচ্ছ নীতি প্রণয়ন, দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ, নাগরিক অংশগ্রহণ এবং শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। অতএব, রাষ্ট্র পুনর্গঠনের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত শুধু নতুন কর্মসূচি গ্রহণ নয়, বরং এমন একটি আধুনিক, দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

লেখক : অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE
Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic
একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।
APNAR PHARMACY
168-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
Ph. : 347-561-6520
JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com
LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com
OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

প্রশান্ত আত্মা ও সংকীর্ণ আত্মা

(১০ পাতার পর)

বলেন,"হে প্রশান্ত আত্মা! চলো তোমার রবের দিকে, এমন অবস্থায় যে তুমি সন্তুষ্ট। শামিল হয়ে যাও আমার বান্দাদের মধ্যে এবং প্রবেশ করো আমার জান্নাতে।"(সুরা ফযর:২৭-৩০) এ কথা মৃত্যু কালেও বলা হবে, যখন কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে যেতে থাকবে সে সময়ও বলা হবে এবং আল্লাহর আদালতে পেশ করার সময়ও তাকে একথা বলা হবে। প্রতটি পর্যায়ে তাকে এই মর্মে নিশ্চয়তা দান তরা হবে যে, সে আল্লাহর রহমতের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আল্লাহ তা'আলা যে ব্যক্তির বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন এবং যে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রদত্ত আলোতে চলছে, সেকি (সে ব্যক্তির মত হতে পারে যে এসব কথা থেকে কোন শিক্ষাই গ্রহণ করেনি?) ধ্বংস সে লোকদের জন্য যাদের অন্তর আল্লাহর উপদেশ বাণীতে আরো বেশী কঠোর হয়ে গিয়েছে। সে সুস্পষ্ট গোমরাহীর মধ্যে ডুবে আছে।"(সুরা যুমার: ২২)

'শরহে সদর' মানে উন্মুক্ত বক্ষ বা খোলা মন এর বিপরীত শব্দ হলো, 'দ্বীকে সদর' মানে বক্ষ সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া, মন সংকীর্ণ হয়ে যাওয়া। এ অবস্থার মধ্যে মনের মধ্যে ন্যায় ও সত্য প্রবেশের কিছু না কিছু অবকাশ থাকে। কিন্তু আয়াতে উল্লেখিত 'কাসওয়াতে ক্বালব' উল্লেখ করা হয়েছে, যার অর্খ মন কঠিন হয়ে যায়। এ অবস্থায় মনের মধ্যে ন্যায় ও সত্য প্রবেশের কোন সুযোগই থাকে না। এ অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন: যে ব্যক্তি এ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে তার জন্য সর্বাত্মক ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই নেই। এর অর্থ হচ্ছে, মনের সংকীর্ণতার সাথে হলেও কেউ যদি একবার ন্যায় ও সত্যকে কোনভাবে গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়ে যায় তাহলেও তার জন্য রক্ষা পাওয়ার কিছু না কিছু সম্ভবনা থাকে। আয়াতের বর্ণনা ভঙ্গি হতে এ বিষয়টি আপনা থেকেই প্রকাশ পায়। যারা রাসুলুল্লাহ সা: এর বিরোধীতায় জেদ ও হঠকারিতা করতে একপায়ে দাঁড়িয়ে ছিল

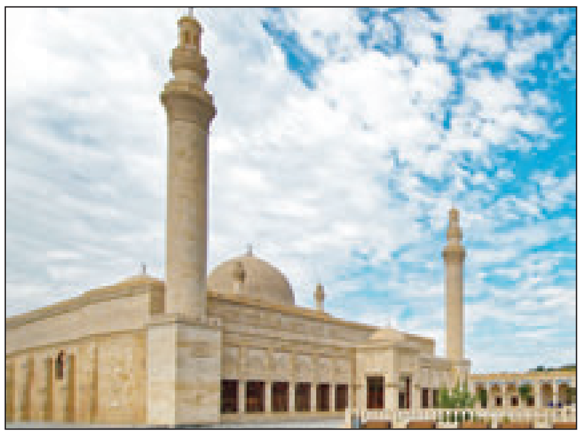

এবং এ সিদ্ধান্ত নিয়ে বসেছিল যে, কোনমতেই তাঁর কোন কথা মানবে না, আয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে সাবধান করা। তাদেরকে এ মর্মে সাবধান করা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের এ জিদ ও হঠকারিতাকে অত্যন্ত গর্বের বিষয় বলে মনে করে থাকো। কিন্তু আল্লাহর যিকির এবং তাঁর পক্ষ থেকে আসা উপদেশ বাণী শুনে বিনম্র হওয়ার পরিবর্তে কেউ যদি আরো বেশী কঠোর হয়ে যায় তাহলে একজন মানুষের জন্য এর চেয়ে বড় অযোগ্যতা ও দুর্ভাগ্য আর কিছুই নেই।

আল্লাহ তা'আলা বলেন," হে নবী! আমি কি তোমার বক্ষদেশ তোমার জন্য উন্মুক্ত করে দেইনি?"(সুরা আলাম নাশরাহ:১) আল কুরআনের যেসব জায়গায় বক্ষদেশ উন্মুক্ত করে দেবার শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিলে সেগুলোর দু'টি অথ জানা যায়। এক, সুরা আন'আমের ১২৫ আয়াতে বলা হয়েছে," কাজেই যে ব্যক্তিকে আল্লাহ হেদায়াত দান করার সংকল্প করেন তার বক্ষদেশ উসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন।" শুরুতে উল্লেখিত সুরা যুমারের ২২ আয়াত। এই উভয় আয়াতে মুফাসসিরগণ বক্ষদেশ উন্মুক্ত করার অর্থ বলেছেন, সব রকমের মানসিক অশান্তি ও সংশয় মুক্ত হয়ে এ কথার ওপর নিশ্চিন্ত হয়ে যাওয়া যে, ইসলামের পথই একমাত্র সত্য এবং ইসলাম মানুষকে যে আকীদা-বিশ্বাস, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও নৈতিকতার যে মূলনীতি এবং হিদায়াত ও বিধিবিধান দান করেছে তা সম্পূর্ণ সঠিক ও নির্ভুল। রাসুলুল্লাহ সা: এর হাদীসখানিও এই একই অর্থ প্রকাশ করে, হুমাইদ ইবনে আব্দুর রহমান রহ: থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মু'আবিয়া রা: কে বক্তৃতারত অবস্থায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সা: কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন। আমি তো কেবল বিতরণকারী, আল্লাহই দানকারী। সর্বদাই এই উম্মত (সত্যিকারের মুসলিম) কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর হুকুমের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না আল্লাহর হুকুম না আসা পর্যন্ত। (বুখারী:৭১, কিতাবুল ইলম, বাবু মাই ইউরিদিল্লাহ...)

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার
MOHAMMED K RASHID M.D.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :
Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine
Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center
অ্যালার্জি এন্ড ইমমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma, Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.
আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
এ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432
আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালাজি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার
প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা
আমাদের সেবাসমূহ:
শারীরিক চেকআপ
টিএলসি টেস্ট
DMV-ভিশন টেস্ট
ডায়াবেটিস পরীক্ষা
উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
স্কুল ফর্ম পূরণ
WIC ফর্ম
PAP Smear পরীক্ষা
প্রেগন্যান্সি টেস্ট
ড্রাগ টেস্ট
ভ্যাক্সিন প্রদান
Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়
আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com
Doctors Office
Jackson Heights
63-12 Broadway
Woodside, NY-11377
Phone: 718-424-0309
929-701-8400
In the Same have a Texas Chiken, Then you can see a petrol pump in cross street is our new office
Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়
Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800
আমরা ৭ দিনই খোলা

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

জিবিএ’র তিন সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন সংগঠন থেকে ৩ জনকে বহিষ্কার

নিউইয়র্ক: জিবিএ (জিবিএ-গ্লোবাল বাংলাদেশী এলায়েন্স), ৫০১সি (৪) নন-প্রফিট সংগঠন এর নির্বাহী কমিটির এক জরুরী সভায় সংগঠনের চেয়ারম্যান মিজান চৌধুরীকে চেয়ারম্যান ও জিবিএ’র নির্বাহী কমিটির বাহিরে কম ্যুনিটি ব ্যক্তিত্ব ডাক্তার সৈয়দ আল আমিন রাসেল এবং মি-ডিয়া ব ্যক্তিত্ব কামরুল ইসলাম সনিকে সদস্য করে তিন সদস্য বিশিষ্ট বাইলজ কমিটি গঠন করা হয়েছে। অপরদিকে ইতোমধ্যে অননুমোদিত জিবিএ কমিটি, সাংগঠনিক ক্ষমতার মিথ্যা উপস্থাপন, অননুমোদিত ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, সদস্যদের নাম অনুমতি ছাড়া ব্যবহার এবং পরিক-ল্পিত সংবাদ সম্মেলন আয়োজনের অভিযোগে মোহাম্মদ সালেহ আহমেদ, আজম চৌধুরী এবং সোহেল আহমেদকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। উল্লিখিত ব ্যক্তিবর্গের সাথে জিবিএ সংক্রান্ত কোনো যোগাযোগ না করার জন্য অনুরোধ করা হলো। প্রেস বিজ্ঞপ্তি

রাশিয়ায় ক্যানসারের টিকা প্রথম রোগীর শরীরে কার্যকরভাবে কাজ করছে, দাবি গবেষকের

বাংলাদেশ ডেস্ক : রাশিয়ায় উদ্ভাবিত ক্যানসারের টিকা মেলানোমার প্রাথমিক ফল আশাব্যঞ্জক বলে দাবি করেছেন দেশটির গবেষকেরা। তাঁদের ভাষ্য, এই টিকা গ্রহণকারী প্রথম রোগী ভালো আছেন। তাঁর শরীরে ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রোগপ্রতিরোধী সক্ষমতা তৈরি হয়েছে। টিকাটির উন্নয়নে যুক্ত গামালেয়া রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিক পরিচালক আলেক্সান্দর গিনজবার্গ রুশ বার্তা সংস্থা আরআইএ নভোস্তিকে বলেন, টিকা গ্রহণকারী প্রথম রোগী বর্তমানে স্বাভাবিক আছেন এবং তাঁর শরীরে ইতিবাচক প্রভাব দেখা যাচ্ছে। রোগীর শরীরে এমন সক্রিয় উপাদান তৈরি হচ্ছে, যা রোগ প্রতিরোধব্যবস্থাকে টিউমার ও এর মেটাস্টেসিসের

বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করবে। গত বছর রাশিয়ার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় দেশীয়ভাবে উদ্ভাবিত দুটি ক্যানসার চিকিৎসার অনুমোদন দেয়। এর একটি উন্নত পর্যায়ের মেলানোমার জন্য তৈরি এমআরএনএ-ভিত্তিক টিকা ‘নিওঅনকোভ্যাক’। অন্যটি হলো কলোরেক্টাল ক্যানসারের জন্য তৈরি পেপটাইডভিত্তিক ওষুধ ‘অনকোপেপ্ট’।

চলতি বছরের এপ্রিলে প্রথমবারের মতো নিওঅনকোভ্যাক মানবশরীরে প্রয়োগ করা হয়। ৬০ বছর বয়সী এক ব্যক্তির শরীরে তা প্রয়োগ করা হয়। তিনি তৃতীয় পর্যায়ের মেলানোমা এবং শরীরের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়া (মেটাস্টেসিস) ক্যানসারে আক্রান্ত। বর্তমানে তিনি মস্কোর হারজেন অনকোলজি রিসার্চ ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন। গিনজবার্গ বলেন, রোগীকে এই টিকার আরও দুটি ডোজ দেওয়া হবে। পুরো চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় তাঁর রোগপ্রতিরোধী প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা হবে। এ ছাড়া আরও ১০ জন রোগীর জন্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক মেলানোমা টিকা প্রস্তুত করা হচ্ছে। আগামী দেড় থেকে তিন মাসের মধ্যে সেগুলো প্রস্তুত হবে বলে জানিয়েছেন গিনজবার্গ। রাশিয়ার ন্যাশনাল মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার অব রেডিওলজির প্রধান আন্দ্রে কাপরিন এর আগে বলেছিলেন, এই প্রযুক্তি ক্যানসার চিকিৎসায় নতুন একধরনের পদ্ধতি। এতে শুধু রোগের চিকিৎসা নয়, রোগ প্রতিরোধব্যবস্থাকে ক্যানসার কোষ শনাক্ত ও ধ্বংস করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ জন্য রোগীর টিউমার ও সুস্থ টিস্যুর নমুনা সংগ্রহ করে জিনগত বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হয়। এরপর সেই তথ্যের ভিত্তিতে রোগীর জন্য আলাদাভাবে একটি ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়, যা রোগ প্রতিরোধব্যবস্থাকে ক্যানসার কোষ শনাক্ত ও ধ্বংস করতে শেখায়। রাশিয়ার স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, কলোরেক্টাল ক্যানসারের ওষুধ অনকোপেপ্ট গ্রহণকারী রোগীদের শরীরেও প্রয়োজনীয় রোগপ্রতিরোধী প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে গামালেয়া ইনস্টিটিউট অগ্ন্যাশয়, কিডনি এবং নন-স্মল সেল ফুসফুসের ক্যানসারের জন্যও নতুন চিকিৎসাপদ্ধতি উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ধর্মান্তর ও বিয়েতে বাধা দেয়া যাবে না

বাংলাদেশ ডেস্ক : প্রাপ্তবয়স্ক যেকোনো নারী স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হওয়া, নিজের মনমতো সাথীকে বিয়ে করা কিংবা নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত স্বাধীনভাবে নেয়ার সম্পূর্ণ অধিকার রাখেন বলে স্পষ্ট রায় দিয়েছেন ভারতের এলাহাবাদ হাইকোর্ট। ওই বিষয়ে বিচারালয়ে উপস্থিত হয়ে জবাবদিহি করার জন্য উত্তর প্রদেশ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট দুই নারীর পিতাকে আগামী ৬ আগস্ট তলব করা হয়েছে। গত রোববার প্রকাশিত হিন্দুস্তান টাইমসের এক নিবন্ধে আদালতের এই আদেশের বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। সংবাদসূত্রে জানা যায়, দিব্যা ভাটিয়া (ধর্মান্তরের পর জোয়া দিয়া ভাটিয়া) ও অংশু ভাটিয়া (ধর্মান্তরের পর আমিনা অংশু ভাটিয়া) নামের দুই সহোদরার দায়ের করা ‘হেবিয়াস কর্পাস’ রিট পিটিশনের ওপর প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারক সন্দীপ জৈন এই পর্যবেক্ষণ উপস্থাপন করেন। আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে অভিযোগ তোলা হয়, হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ এবং পছন্দনীয় পাত্রকে বিয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় তাদের বাবা বে-আইনিভাবে তাদের বন্দী করে রেখেছেন। আদালত স্পষ্ট ভাষায় জানান, দুই নারীদের উভয়েই সাবালিকা। ফলে ধর্মীয় বিশ্বাস বেছে নেয়া, জীবনসঙ্গী নির্বাচন, বাসস্থান স্থির করা কিংবা নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের পূর্ণ আইনি এখতিয়ার তাদের ওপর ন্যস্ত।

পর্যবেক্ষণে বিচারক আরো উল্লেখ করেন, উত্থাপিত অভিযোগগুলোর সত্যতা মিললে দুই সাবালিকার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে পরিবার বা অন্য কারো বাধা প্রদান সংবিধানের প্রদত্ত মর্যাদা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও গোপনীয়তার অধিকার হরণের শামিল হবে। রিট আবেদনে বলা হয়, পরিবারের মতের তোয়াক্কা না করে দুই বোন ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী দুই ব্যক্তিকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই কারণে তাদের বাবা স্থানীয় কয়েকজন পুলিশ সদস্যের মদদে তাদের বেআইনিভাবে আটকে রেখে সব ধরনের চলাচলের সুযোগ বন্ধ করে দিয়েছেন। তবে বেঞ্চ জানান, এই মুহূর্তে আদালতের প্রধান অগ্রাধিকার হলো- ওই দুই নারী কোনো চাপে না পড়ে সম্পূর্ণ নিজেদের ইচ্ছায় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কি না এবং তারা বর্তমানে বেআইনি আটকাবস্থায় আছেন কি না তা সরজমিন পরখ করা। প্রাথমিক নথি পর্যালোচনার পর আদালত জানান, তথ্যাদিতে স্পষ্ট যে দুই বোন স্বতঃস্ফূর্তভাবে পূর্বের ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং নিজেদের পছন্দের মানুষকে বিয়ে করার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছেন। বিষয়টি সরেজমিন নিশ্চিতের লক্ষ্যে আগামী ৬ আগস্ট দুই বোনকে সশরীরে আদালতে হাজির করানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সেদিন তাদের মুখ থেকে সরাসরি বক্তব্য শুনে আদালত নিশ্চিত হবেন যে তারা স্বেচ্ছায় পদক্ষেপগুলো নিয়েছেন কি না এবং বর্তমানে কোনো অন্যায্য হেফাজতে রয়েছেন কি না। একই আদেশে বিচারালয় হুঁশিয়ারি দেন যে, নির্দিষ্ট দিনে ওই দুই নারীকে হাজির করতে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তাদের স্বহস্তে লিখিত হলফনামা পেশ করতে হবে। ওই জবাবে নির্দেশের অগ্রগতি, কেন তাদের হাজির করা সম্ভব হয়নি এবং পরবর্তী পদক্ষেপের পূর্ণ বিবরণ উপস্থাপন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

চীন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সীমান্তে ৫ বিলিয়ন ডলারের রেল উন্নয়ন পরিকল্পনা ভারতের

বাংলাদেশ ডেস্ক : চীন, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সঙ্গে সীমান্তবর্তী এলাকায় রেল অবকাঠামো উন্নয়নে প্রায় ৪৫০ বিলিয়ন রুপির (প্রায় ৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার) একটি বিনিয়োগের পরিকল্পনা নিয়েছে ভারত। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিদের বরাত দিয়ে ব্লুমবার্গ জানিয়েছে, আগামী ১৮ থেকে ২৪ মাসের মধ্যে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। এটি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সীমান্ত এলাকায় ভারতের সবচেয়ে বড় কৌশলগত অবকাঠামো উদ্যোগগুলোর একটি। এ পরিকল্পনার আওতায় পাঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ, হিমাচল প্রদেশ, রাজস্থান, আসাম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি রাজ্যে নতুন রেললাইন, প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেল নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্রগুলোর ভাষ্য, সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোর এই কর্মসূচিতে ব্যয় হবে আগামী দুই বছরে ভারতের মোট রেল অবকাঠামোর নির্ধারিত বিনিয়োগের প্রায় ২২ শতাংশ। এর আগে গত বছরের সেপ্টেম্বরে ব্লুমবার্গ আরেক প্রতিবেদনে জানিয়েছিল, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে সেতু ও ট্যানেলসহ নতুন রেললাইন নির্মাণে প্রায় ৩ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ের পরিকল্পনা রয়েছে ভারতের। নতুন পরিকল্পনা থেকে বোঝা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকার সীমান্ত এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নের পরিধি আরো বিস্তৃত করতে চায়। ব্লুমবার্গ লিখেছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারতের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তে ভি-ন্নধর্মী ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ছয় বছর আগে প্রাণঘাতী সংঘর্ষের পর চীনের সঙ্গে সম্পর্ক কিছুটা স্থিতিশীল হয়েছে। অন্যদিকে, গত বছর পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাতে জড়ায় ভারত। আর ২০২৪ সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর দুই দেশের দীর্ঘদিনের স্থিতিশীল সম্পর্কে নতুন জটিলতা তৈরি হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে সীমান্ত এলাকায় যোগাযোগব্যবস্থা শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে নয়া দিল্লি।

ক্লাসিফাইড
Classified
ক্লাসিফাইড
আপনি কি ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন দেয়ার কথা ভাবছেন?
প্রতি বৃহস্পতিবারের প্রকাশনা
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
দিচ্ছে বিশেষ ছাড়!
১৫ শব্দের ক্লাসিফাইড বিজ্ঞাপন
১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার
বুধবার দুপুরের মধ্যেই আপনার বিজ্ঞাপন প্রেরণ করুন
রুমমেট
রুম ভাড়া
বাড়ি ভাড়া
অফিস ভাড়া
দোকান ভাড়া
প্লট/ফ্ল্যাট বিক্রি
বাড়ি ক্রয় বিক্রয়
বেবি সিটার
হাউস কিপার
LEASING
ক্রয়- বিক্রয়/লিজ
পাত্রী চাই
পাত্রী চাই
কাজী অফিস
LOOKING FOR A JOB
চাকরি চাই
লোক নিয়োগ
Help Wanted
ড্রাইভার আবশ্যক
গ্রীন/রাইড/লিভারী
কার ভাড়া/লিজ
যোগাযোগ
Phone: 718-523-6299
917-304-3912
Fax: 718-206-2579
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com
আপনার পণ্য ও প্রতিষ্ঠানের অধিকতর প্রচারের জন্য বিজ্ঞাপন দিন
সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জোবাইদা চৌধুরী এতিমখানা ও মাদ্রাসা
(একটি ধর্ম ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)
এতিম মিছকিন ও নিঃস্ব মানুষের আশ্রয়স্থল
একজন এতিম শিশুর দায়িত্ব নিন। তাকে কোরআনে হাফেজ ও ধর্মীয় শিক্ষায় সহায়তা করুন।
বছরে মাত্র ৩০০-৫০০ ডলার। ৩ বছরের মধ্যে শিশুটি কোরআনে হাফেজ হবে ইন্‌শা আল্লাহ।
আপনি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবেন।
যোগাযোগ
চলতি হিসাব নং-5904802001546
সোনালী ব্যাংক, ধর্মপাশা শাখা, সুনামগঞ্জ
ফোন :+8801711-628762 (বাংলাদেশ)
917-304-3912 (নিউইয়র্ক)

সাফে প্রবাসী ফুটবলারের সংখ্যা বাড়ছে

স্পোর্টস ডেস্ক : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দল ফুলহ্যামে জায়গা করে নিয়েছেন ফারহান আলী ওয়াহেদ। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এ খেলোয়াড়কে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে দেশের জার্সিতে দেখা যেতে পারে বাংলাদেশের ফুটবল এগিয়ে নিতে দরকার একটি শিরোপা। যে শক্তি তাতে তো বড় কোনো ট্রফি জেতার সামর্থ্য নেই। তাই সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ট্রফি জেতাটা খুবই জরুরি। দক্ষিণ এশিয়া ফুটবলের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই। যাকে সাফের বিশ্বকাপও বলা হয়। কেননা এ অঞ্চলের দেশগুলোর তো বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা নেই। সাফ চ্যাম্পিয়নশিপকে তাই বিশ্বকাপ বলে তৃপ্তির ঢেঁকুড় তোলে। বিশ্ব ফুটবলের দুর্বল টুর্নামেন্টের মধ্যে সাফ অন্যতম। বাংলাদেশ প্রতিবারই ফেবারিট হয়ে মাঠে নামে। লজ্জা হচ্ছে আসরে একবারই চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বাংলাদেশ। জাতীয় দল সেই ২৩ বছর আগে প্রথম ও শেষ ট্রফি জিতেছিল। ২০০৩ সালে ঢাকায় মালদ্বীপকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন। হামজা, সামিত, জায়নরা যোগ দেয়ার পরও কোনো ট্রফি জিততে পারেনি। তবে মানের পরিবর্তন ঘটেছে। এবার ঘরের মাঠে খেলা বলেই হারানো ট্রফি ফিরে পাওয়ার আশা করছেন ফুটবলপ্রেমীরা। নভেম্বরে পর্দা উঠবে আসরের। বাফুফে চাচ্ছে জাতীয় দলে শক্তি বাড়াতে। শিরোপা জিততে টার্গেট নেয়া হয়েছে বিভিন্ন দেশে খেলা বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রবাসী ফুটবলারের সংখ্যা বাড়াতে।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দল ফুলহ্যামে জায়গা করে নিয়েছেন ফারহান আলী ওয়াহেদ। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এ খেলোয়াড়কে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে দেশের জার্সিতে দেখা যেতে পারেহামজা, সামিতরা খেলায় জাতীয় দলের খেলার ধরন বদলে গেছে। বাফুফের চিন্তা ভালোমানে প্রবাসীর সংখ্যা বাড়ালে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে উপকারে আসবে। একজন কর্মকর্তা জানান, 'আমরা চাচ্ছি কমপক্ষে সাতজন প্রবাসী নিয়ে সাফে একাদশ গড়তে। কয়েক জনের সঙ্গে আলাপও হয়েছে। তারা সবুজ সংকেত দেয়ার পর তাদের ক্লাবগুলোর সঙ্গে ও আলোচনা শুরু করেছি। কেননা, তাদেরও তো অনুমতি নিতে হবে। ফিফা উইন্ডো চলাকালে প্রবাসীদের সাফে খেলানো যাবে কিনা– এ ব্যাপারে আরেক কর্মকর্তা বলেন, আশা করি কোনো সমস্যা হবে না। সাফে যদি বেস্ট ইলেভেনে সাত প্রবাসী খেলেন, তখন স্থানীয় বা লোকাল খেলোয়াড় থাকবেন চারজন। ধরে নিলাম প্রবাসীদের মধ্যে কোনো গোলরক্ষক থাকছে না। তাহলে বাকি তিনজনের কারা সুযোগ পাবেন সেটাই প্রশ্ন। কোচ সমাস ডুলি ঘরোয়া আসরের পারফরম্যান্স দেখে স্থানীয়দের ক্যাম্পে ডাকবেন। কিন্তু মূল দলে সুযোগ পেতে লোকালরা বড় চ্যালেঞ্জে পড়ে যাবেন। অনুশীলনে বড় পরীক্ষা দিতে হবে তাদের। জাতীয় দলে প্রবাসী বাড়ানো মানে লোকালদের জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার আশা ছোট হয়ে আসবে। তখন আবার ভালোর চেয়ে মন্দ কিছু ঘটে কি না সেটাও দেখতে হবে। জাতীয় দলের সাবেক কোচ শফিকুল ইসলাম মানিক বলেন, 'প্রবাসীরা খেললেই যে দলের শক্তি বাড়বে– তা তো নিশ্চিত করে বলতে পারি না। স্থানীয়দের বঞ্চিত করা হলে তখন ক্ষতির শঙ্কাই বেশি।'

২০৩০ বিশ্বকাপে ৬৪ দল নিয়ে ভাবছে ফিফা

স্পোর্টস ডেস্ক : বিশ্বকাপের বাণিজ্যিক স্বত্ব বিক্রি নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই ২০৩০ সাল থেকে বিশ্বকাপে দলের সংখ্যা ৪৮ থেকে বাড়িয়ে ৬৪ করার পরিকল্পনা এগিয়ে নিচ্ছে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। নতুন প্রকাশিত এক নথিতে দেখা গেছে, ২০৩০ সালের বিশ্বকাপ থেকেই ৬৪ দলের আসর আয়োজনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ে একটি স্বাধীন সংস্থা নিয়োগ দিতে চায় ফিফা। নথি অনুযায়ী, আগামী ৭ আগস্টের মধ্যে আগ্রহী সংস্থাগুলোর প্রস্তাব জমা পড়বে। ১৪ আগস্ট এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে ফিফা এবং ১১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ প্রতিবেদন জমা দেয়ার কথা রয়েছে। ফিফা চায়, নিয়োগ পাওয়া সংস্থা ৬৪ দলের বিশ্বকাপ আয়োজনের ফলে বাজারের চাহিদা, বাণিজ্যিক সম্ভাবনা এবং ফুটবল ব্যবস্থার ওপর এর সামগ্রিক প্রভাব মূল্যায়ন করুক। একই সঙ্গে ক্যালেন্ডারের চাপ, প্রতিযোগিতার মান কমে যাওয়ার আশঙ্কা, আয়োজনের জটিলতা এবং বাজারে অতিরিক্ত সরবরাহের ঝুঁকিও বিবেচনায় নেয়া হবে।

বিশ্লেষণ শেষে সংস্থাটিকে সুস্পষ্টভাবে জানাতে হবে, ৬৪ দলের বিশ্বকাপ ফুটবলের বৈশ্বিক বিস্তার ও অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করবে, নাকি উল্টো নানা জটিলতার কারণে এ পরিকল্পনা ক্ষতির কারণ হবে। ফিফার এই মূল্যায়ন এমন এক সময়ে, যখন ফিফা বিশ্বকাপসহ নিজেদের বড় টুর্নামেন্ট পরিচালনার জন্য প্রায় ২ হাজার কোটি মার্কিন ডলার মূল্যের একটি নতুন বাণিজ্যিক সহযোগী প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিকল্পনা নিয়ে তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে। তবে সদস্য দেশগুলোর কয়েকটি ফুটবল সংস্থার তীব্র বিরোধিতার মুখে বাণিজ্যিক স্বত্ব বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করে দেয়ার পরিকল্পনা থেকে সরে এসেছে ফিফা। গত ৩১ জুলাই গভীর রাতে দেয়া এক বিবৃতিতে ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো বলেন, 'সব পক্ষের মতামত শোনার পর আমরা বুঝতে পেরেছি, এই পরিকল্পনা ফুটবল অঙ্গনে বিভক্তি তৈরি করেছে। তাই এটি আর আমাদের মূল লক্ষ্য পূরণে সহায়ক নয়।' তিনি বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য সবসময় ফুটবলকে এক করা এবং আরো উন্নত করা। তাই এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে না।'

ব্যালন ডি'অর পাওয়ার র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ

স্পোর্টস ডেস্ক : বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিগত পুরস্কার ব্যালন ডি'অর ২০২৬ ঘিরে জোর আলোচনা শুরু হয়েছে। ক্লাব মৌসুমের পারফরম্যান্সের পাশাপাশি সদ্য শেষ হওয়া বিশ্বকাপও এবারের ভোটে বড় প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা। সে কারণেই বিশ্বকাপে উজ্জ্বল পারফরম্যান্স দেখানো কয়েকজন তারকা এখন পুরস্কার জয়ের অন্যতম দাবিদার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছেন। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট তাদের সর্বশেষ পাওয়ার র‍্যাঙ্কিংয়ে ব্যালন ডি'অর জয়ের সম্ভাব্য সেরা পাঁচ ফুটবলারের তালিকা প্রকাশ করেছে। সেই তালিকার শীর্ষে রয়েছেন স্পেনের মিডফিল্ডার রদ্রি, যিনি বিশ্বকাপে অসাধারণ নৈপুণ্যের জন্য গোল্ডেন বল জিতেছেন। বিশ্বকাপে স্পেনের শিরোপা জয়ে মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণে ভারসাম্য এবং ম্যাচের ছন্দ ধরে রাখার ক্ষেত্রে রদ্রির অবদান ছিল অনন্য। যদিও ম্যানচেস্টার সিটিতে ইনজুরি কাটিয়ে ফেরার কারণে ক্লাব মৌসুমের শুরুটা খুব একটা স্মরণীয় ছিল না, তবু বিশ্বকাপের পারফরম্যান্স তাকে আবারও ব্যালন ডি'অরের সবচেয়ে শক্তিশালী দাবিদারে পরিণত করেছে।

দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেইন। বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে গত মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৫১ ম্যাচে ৬১ গোল করে তিনি ইউরোপের অন্যতম সফল গোলস্কোরারে পরিণত হন। একই সঙ্গে বায়ার্নকে লিগ ও কাপের ডাবল জেতাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। বিশ্বকাপেও ছয় গোল করে ইংল্যান্ডকে দীর্ঘদিন পর উল্লেখযোগ্য সাফল্য এনে দিয়েছেন এই স্ট্রাইকার। তালিকার তিন নম্বরে জায়গা পেয়েছেন স্পেনের তরুণ সেনসেশন লামিন ইয়ামাল। মাত্র ১৯ বছর বয়সেই ইউরো এবং বিশ্বকাপ– দুই বড় আন্তর্জাতিক ট্রফি জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তিনি। বার্সেলোনার হয়েও ২৪ গোল ও ১৮ অ্যাসিস্ট করে দুর্দান্ত মৌসুম কাটিয়েছেন ইয়ামাল, যা তাকে ব্যালন ডি'অরের অন্যতম আলোচিত প্রার্থী বানিয়েছে। চতুর্থ অবস্থানে আছেন ফ্রান্সের অধিনায়ক কিলিয়ান এমবাপে। বিশ্বকাপে ১০ গোল করে গোল্ডেন বুট জয়ের পাশাপাশি বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতার রেকর্ড নিজের করে নিয়েছেন তিনি। যদিও ক্লাব পর্যায়ে বড় কোনো শিরোপা জিততে পারেননি, ব্যক্তিগত পারফরম্যান্সে ছিলেন ধারাবাহিক। শীর্ষ পাঁচের শেষ নামটি লিওনেল মেসি। ৩৯ বছর বয়সেও আর্জেন্টিনাকে বিশ্বকাপের ফাইনালে তুলতে ৮ গোল করেন আটবারের ব্যালন ডি'অরজয়ী এই কিংবদন্তি। দল শেষ পর্যন্ত শিরোপা জিততে না পারলেও পুরো টুর্নামেন্টে তার নেতৃত্ব ও পারফরম্যান্স আবারও প্রমাণ করেছে, বড় মঞ্চে এখনও ম্যাচের ভাগ্য বদলে দেওয়ার সামর্থ্য তার আছে। বিশ্বকাপের পারফরম্যান্স, ক্লাব পর্যায়ের অর্জন এবং ব্যক্তিগত পরিসংখ্যান। সবকিছু মিলিয়ে এবার ব্যালন ডি'অরের লড়াই বেশ জমে উঠেছে। আগামী অক্টোবরে বিজয়ীর নাম ঘোষণা হওয়ার আগ পর্যন্ত এই পাঁচ তারকার মধ্যেই মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ থাকবে বলেই ধারণা করা হচ্ছে।

বিশ্বকাপ স্বত্ব বিক্রি প্রকল্প বাতিল করল ফিফা

স্পোর্টস ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে তীব্র বিরোধিতার মুখে শেষ পর্যন্ত বিশ্বকাপ স্বত্ব বিক্রির বিতর্কিত পরিকল্পনাটি বাতিল করেছে ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা ফিফা। সংস্থাটির সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনো এ পরিকল্পনা বাতিলের ব্যাপারটি নিশ্চিত করেন। ইনফান্তিনোর বরাত দিয়ে বার্তাসংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ফুটবলকে ঐক্যবদ্ধ ও উন্নত করার লক্ষ্যে এই প্রস্তাব আর সামনে এগোবে না। ফিফার প্রস্তাব ছিল, সংস্থাটির বিভিন্ন টুর্নামেন্ট, বিশেষ করে বিশ্বকাপ পরিচালনার জন্য একটি নতুন শাখা চালু করা হবে। আর এর ২০ শতাংশ শেয়ার বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে বিক্রি করে তুলে নেয়া হবে প্রায় ৪২০ কোটি ডলার। কিন্তু গত ২৮ জুলাই এই প্রস্তাব সামনে আসার পরেই ফুটবল বিশ্বে তোলপাড় শুরু হয়। ইউরোপের ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা উয়েফা কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলে, এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হলে তারা ফিফার সব টুর্নামেন্ট বয়কট করবে। উয়েফার অভিযোগ ছিল, ফিফা ফুটবলের 'আত্মা' বিক্রি করে দিচ্ছে।

ট্রাম্প-ঘনিষ্ঠদের কাছে বিশ্বকাপটাই বেচে দিতে চাইছেন ফিফা সভাপতি! গত ৩১ জুলাই উয়েফার অন্তর্ভুক্ত ৫৫টি দেশ এক হয়ে ফিফার টুর্নামেন্ট বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, বিশ্বকাপ কোনো 'বিনিয়োগের পণ্য' হতে পারে না। উত্তর ও মধ্য আমেরিকার সংস্থা 'কনকাকাফ' এবং এশিয়ার 'এএফসি'ও উয়েফার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করে। সব মিলিয়ে ফিফার ২১১টি সদস্য দেশের মধ্যে ১৪৩টি দেশই এর বিপক্ষে চলে যায়। বাইরের বিরোধিতার পাশাপাশি ফিফার ভেতরেও বড় রকমের ধাক্কা লাগে। গত ৩১ জুলাই ইনফান্তিনোর জ্যেষ্ঠ উপদেষ্টা কার্লোস করদেইরো পদত্যাগ করেন। আর ফিফার প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা (সিওও) কেভিন লামুর ক্ষোভ প্রকাশ করে জানান, কর্মীদের অন্ধকারে রেখে ইনফান্তিনো একক সিদ্ধান্তে এই পরিকল্পনা করেছিলেন। পরিস্থিতি প্রতিকূলে দেখে গত ৩১ জুলাই রাতে এক বিবৃতিতে ইনফান্তিনো জানান, ফুটবলের ঐক্যের স্বার্থেই তারা এই পরিকল্পনা থেকে সরে আসছেন।

সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা ও ভুটান

স্পোর্টস ডেস্ক : ভুটানের থিম্পুতে গত ১ আগস্ট অনুষ্ঠিত হলো দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলের অন্যতম জমজমাট আসর 'টেকনো-সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬'-এর ড্র। ড্র অনুযায়ী স্বাগতিক বাংলাদেশ 'এ' গ্রুপে খেলবে, যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে শ্রীলঙ্কা এবং ভুটান। অন্যদিকে 'বি' গ্রুপে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ভারত লড়বে মালদ্বীপ ও পাকিস্তানের বিপক্ষে। সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের (সাফ) ১৫তম আসরটি আগামী ৪ থেকে ১৭ নভেম্বর বাংলাদেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ২০১৮ সালের পর এই প্রথম আবারও পুরুষদের সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের স্বাগতিক হিসেবে ফিরছে ঢাকা। তবে ড্রতে বড় চমক ছিল নেপালের অনুপস্থিতি।

বর্তমানে ফিফার নিষেধাজ্ঞার কারণে নেপালের অংশগ্রহণ ঝুলে আছে, ফলে প্রাথমিক ড্রটি ছয়টি দল নিয়েই অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে সাফের সাধারণ সম্পাদক পুরুষোত্তম ক্যাটেল জানিয়েছেন, যদি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নেপালের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়, তবে তারা স্বাগতিক বাংলাদেশের গ্রুপে যুক্ত হবে। সেক্ষেত্রে 'এ' গ্রুপটি চার দলের এবং 'বি' গ্রুপ তিন দলের হবে। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) জন্য এবারের সাফ একটি বড় ইভেন্ট হতে যাচ্ছে। আর কিছুদিন পরই শুরু হতে যাওয়া এই টুর্নামেন্টে নিজেদের মাটিতে নতুন কোচের অধীনে ভালো কিছু করার লক্ষ্যে মাঠে নামবে জামাল ভুঁইয়ারা। ২০০৩ সালের পর আর সাফের শিরোপা ঘরে তোলা হয়নি বাংলাদেশের।

মাদেইরাতেই বিয়ে রোনালদোর

স্পোর্টস ডেস্ক : পিয়ার্স মরগানকে দেয়া সাক্ষাৎকারে ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো বলেছিলেন,'আমি বিশ্বকাপ ট্রফি হাতে বিয়ের মঞ্চে পৌঁছাতে চাই। জর্জিনাই একমাত্র নারী যাকে ডেট করার পর মনে হয়েছে সংসার করা যায়।' বিশ্বকাপ জেতা হয়নি রোনালদোর। তবে বিয়েটা করছেন ঠিকই। বাগদত্তা জর্জিনা রদ্রিগেজকে আগামী সপ্তাহে বিয়ে করতে চলেছেন ৪১ বছর বয়সী এই কিংবদন্তি। এই বিয়ের জন্য তিনি বেছে নিয়েছেন নিজের জন্মস্থান ও বেড়ে ওঠার দ্বীপ মাদেইরাকে। পর্তুগালের কয়েকটি দৈনিক জানিয়েছে, রোনালদো বিয়ে করবেন মাদেইরাতেই। আগামী ৮ আগস্ট জমকালো বিয়ের আয়োজনের জন্য দ্বীপটির ফুঞ্চালের ক্যাথেড্রালটি বুক করা হয়েছে। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে বিকেল ৩টায়। রোনালদো ও ৩২ বছর বয়সী মডেল জর্জিনা রিসেপশনের জন্য কাছাকাছি পাঁচ তারকা 'সাভয় প্যালেস' হোটেলটি বুক করেছেন। হোটেলের অতিথিদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে ৭ ও ৮ আগস্ট হোটেলের দুটি ফ্লোর এবং বেশ কিছু বার এলাকা সাধারণ ব্যবহারের জন্য বন্ধ থাকবে। এটা শুধু তার বিয়ের ভেন্যুই নয়, রোনালদোর জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে থাকা একটি শহরের নামও। এই শহরে তার সম্মানে একটি ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য রয়েছে, এমনকি তার নামে একটি হোটেলও আছে। শৈশবে ভাইবোনদের সঙ্গে একটি ঘর ভাগাভাগি করে থাকতেন রোনালদো। মাত্র ১১ বছর বয়সে পরিবার ছেড়ে লিসবনে চলে যান স্পোর্টিং লিসবনের একাডেমিতে যোগ দিতে। তাই জন্মভূমিতে ফিরে বিয়ের সিদ্ধান্তটা রোনালদোর কাছে আবেগেরও। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাবেক এই ফরোয়ার্ড এখন খেলছেন সৌদি আরবের আল নাসরে। ২০১৬ সালে স্প্যানিশ-আর্জেন্টাইন সুন্দরী জর্জিনার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। গত বছরের আগস্টে তিনি জর্জিনাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। গত সপ্তাহে স্পেনের মায়োরকায় একটি ইয়টে ওঠার সময় এই যুগলের হাতে দেখা গেছে ডায়মন্ডের আংটি।

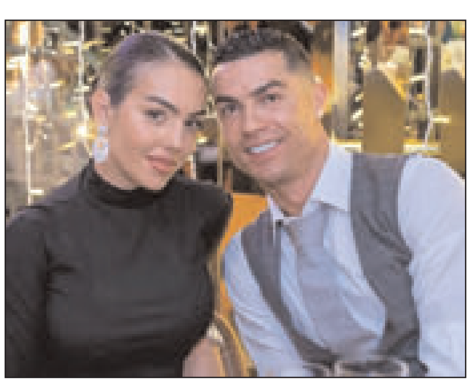

ক্রিকেটের প্রস্তুতিতে বাংলাদেশ সফর করবে মালয়েশিয়া

স্পোর্টস ডেস্ক : সেপ্টেম্বরের ১৯ থেকে অক্টোবরের ৪, এই সময়ে জাপানের আইচিতে অনুষ্ঠিত হবে এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বড় এই ক্রীড়া আয়োজন। পুরুষদের ক্রিকেট ইভেন্টে অংশ নেবে ১০ দল, সেখানে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মত প্রতিষ্ঠিত শক্তির পাশাপাশি অংশ নিচ্ছে মালয়েশিয়া। গেমসের প্রস্তুতির জন্য বাংলাদেশে এসে ৩ ওয়ানডে ও ২টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলবে মালয়েশিয়া দল। প্রতিপক্ষ বাংলাদেশের হাই পারফরম্যান্স ও অনূর্ধ্ব-২৩ দল।

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের ক্রিকেট পরিচালনা বিভাগের কর্মকর্তা শাহরিয়ার নাফীস জানিয়েছেন, মালয়েশিয়ান ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আমাদের বোর্ডের কাছে (বিসিবি) একটা অনুরোধ করেছিল যে, ওদের সামনে বিশ্বকাপ বাছাই ও এশিয়ান গেমস-এর বাছাই পর্বের কিছু ম্যাচ আছে। বিসিবি চিন্তা করেছে নিজেরা নিজেরা ম্যাচ খেলার পরিবর্তে মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচগুলো খেলার, তাতে আইসিসির পূর্ণ সদস্য দেশ হিসেবে তাদেরকে সহায়তাও দিতে পারে। এই প্রস্তুতি ম্যাচগুলোই তারা অনূর্ধ্ব-২৩ ও এইচপি দলের বিপক্ষে খেলবে।' আগামী ৮ ও ১০ আগস্ট দুটি টি-টোয়েন্টি হবে এইচপি দলের বিপক্ষে, খেলা হবে মিরপুরের শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে। ১২, ১৪ ও ১৬ আগস্ট ওয়ানডে ম্যাচগুলো হবে বসুন্ধরা ক্রিকেট মাঠে, যেখানে মালয়েশিয়ার প্রতিপক্ষ হবে অনূর্ধ্ব-২৩ দল।

NY HOME CARE

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

Head Office: 37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email: aziz@nyhcs.org
www.nyhcs.org

Contact with us
718-874-0047

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

- এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
- আমরা কোনো ফি নেই না।
- আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
- কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

M AZIZ
CEO & President
NY Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিন্যুতে
বাংলাদেশী মালিকাধীন

স্টার কেয়ার ফার্মেসী

Star Care Pharmacy

175-20 Hillside Ave. Jamaica, NY-11432

Tel : 718-262-8789, Fax: 718-262-9083, Email: StarCarePharmacy@gmail.com

আমরা প্রায় সবধরণের ইন্সুরেন্স প্ল্যান গ্রহণ করে থাকি

EXPERIENCE THE PERSONAL CARE YOU CAN ONLY GET FROM YOUR NEIGHBORHOOD PHARMACY

আমাদের ফার্মেসী থেকে উন্নততর ব্যক্তিগত সেবার অনন্য অভিজ্ঞতার সুযোগ নিন।

আমাদের সেবা সমূহ:

- ফ্রী কো-পেমেন্ট সহযোগিতা
- পিএ সহায়তা ও ঔষধ থেরাপি ব্যবস্থাপনা
- ফ্লু-শট ও টিকা দানের ব্যবস্থা
- এটিএম বুথ
- ওটিসি নেটওয়ার্ক
- পাসপোর্ট ফটো
- ডিএমভি'র জন্য দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা
- মেট্রোকার্ড।

একই দিনে ফ্রি ডেলিভারি

SAME DAY FREE DELIVERY

We accept Most Insurance plans!

Ask your doctor to E-Script your prescription

OUR SERVICES

- Free Copay Assistance
- Free Special packaging for adherence & Compliance
- Free App & online refill reminder
- Free Loyalty Card for Savings on OTC medicaitons
- PA Assistance & Medication Therapy Mgmt. (MTM)
- Flu shots & immunizations
- ATM
- OTC Network
- Passport Photos
- DMV Vision test
- Metrocards

আপনার ডাক্তারকে বলুন ই-মেইল প্রেসক্রিপশন পাঠাতে
অথবা আজই আমাদেরকে ফোন করুন

Tel : 718-262-8789

Email: StarCarePharmacy@gmail.com
www.StarCarePharmacy.com

Call us today and start saving!

TOLL FREE:
888-216-STAR (7827)

শেখ হাসিনা ৫ আগস্ট পাসপোর্ট নিয়েই দেশ ছাড়েন

ঢাকা : ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভূতপূর্ব অভ্যুত্থানের মুখে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারতে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাটি কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না। এটি ছিল ৩ আগস্ট থেকে নিখুঁতভাবে পরিকল্পিত একটি ‘সেফ এক্সিট’ (নিরাপদ প্রস্থান) অপারেশন। বিশেষ সামরিক ও বেসামরিক সিকিউরিটি প্রোটোকল ব্যবহার, সমস্ত ট্রাভেল ডকুমেন্ট ও পাসপোর্ট সংগ্রহ এবং বিকল্প যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে এই মাস্টারপ্ল্যান বাস্তবায়িত হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাইবার ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ ও প্রসিকিউটর তানভীর আহমেদ জোহার এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকার, টাওয়ার ডাম্প ডেটা, এটিএস (এয়ার ট্রাফিক সার্ভিসেস) রাডার ট্র্যাকিং, ওয়ারলেস ট্রাফিক বিশ্লেষণ এবং তদন্তকারীদের জব্দ করা একাধিক বিস্ফোরক অডিও কল রেকর্ড পর্যালোচনায় এসব আলামত উঠে এসেছে। আইনি ও সামাজিক অঙ্গনে শেখ হাসিনার পাসপোর্ট ছাড়াই প্রস্থান নিয়ে নানা গুঞ্জন থাকলেও ডিজিটাল ফরেনসিক ও অডিও আলামত সেটিকে মিথ্যা প্রমাণ করেছে। ফরেনসিক বিশ্লেষণে পাওয়া অডিও ক্লিপে দেখা যায়, ৫ আগস্ট সকালে শেখ হাসিনার পাসপোর্ট সংগ্রহের জন্য তার তৎকালীন প্রটোকল অফিসার শামীম মোশফিক, তৎকালীন লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাজীব (বর্তমানে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল) এবং গণভবনে দায়িত্বরত এক সেনাসদস্যের মধ্যে দ্রুত সমন্বয় ঘটে।

জব্দকৃত ফোনালাপের একটি অংশ নিম্নরূপ:

শামীম মোশফিক: ‘...মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পাসপোর্টটা কার কাছে?’

লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাজীব : ‘হ্যাঁ, আমার কাছে ভাই, আমার কাছে।’

শামীম মোশফিক : ‘আপনার অবস্থান কোথায়? আমি আপনার কাছে কোথায় যাব ভাই? আপনি এখন লোকেশন কোথায় বলেন?’

লেফটেন্যান্ট কর্নেল রাজীব : ‘আমি এই জাহাঙ্গীর গেটের এদিকে ভাই।’

শামীম মোশফিক : ‘হ্যাঁ, জাহাঙ্গীর গেটে। আপনি সোজা বঙ্গবন্ধু বেজে চলে আসেন টান দিয়ে... ভিআইপি কমপ্লেক্সে আসেন।’

ফরেনসিক টাওয়ার লোকেশন বিশ্লেষণ নিশ্চিত করেছে যে, ওই সেনাসদস্য গণভবন থেকে পাসপোর্টসহ মূল ট্রাভেল ডকুমেন্ট ফাইল সংগ্রহ করেন। এরপর কচুক্ষেত ও জাহাঙ্গীর গেট হয়ে তা বিমানবাহিনীর ‘বঙ্গবন্ধু বেজ’-এর ভিআইপি কমপ্লেক্সে হস্তান্তর করা হয়।

একই সময়ে গণভবন ছেড়ে বের হওয়া অন্য এক সামরিক কর্মকর্তার লাগেজের অবস্থান সংক্রান্ত অডিওতে পাওয়া যায়:

প্রথম কর্মকর্তা : ‘লাগেজ নিয়ে আমি রওনা দিয়েছি। এয়ারপোর্টের (পুরনো) কোন গেইট খোলা আছে?’

দ্বিতীয় কর্মকর্তা : ‘তালতলা দিয়ে।’ আরেকটি ফোন কলে আব্দুর রহমান নামের একজনকে ১১ জনের জিও পাবলিস্ট করার নির্দেশ দিতে শোনা যায় প্রধানমন্ত্রীর ঊর্ধ্বতন অফিসারের কাছ থেকে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর উদ্ধার করা অন্য একটি গোপন ভিডিও কনফারেন্স থেকে ৫ আগস্টের সঙ্কটকালীন চিত্র স্পষ্ট হয়। সেখানে এক সেনাকর্মকর্তা অপরজনকে জিজ্ঞেস করেন, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কি মহামান্যের কাছে (রাষ্ট্রপতির কাছে) যাবেন?’ জবাবে অন্যজন জানান, ‘১১টার দিকে যাওয়ার কথা।’

এরপর মাঠপর্যায়ের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে টেলিকমে অপর কর্মকর্তা আশঙ্কাজনক চিত্র তুলে ধরে বলেন, ‘পরিস্থিতি ভালো না। উত্তরা থেকে হাজার হাজার মানুষ আসতেছে। তারা ৩টার মধ্যে গণভবনে পৌঁছাবে।’

সাইবার ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ তানভীর আহমেদ জোহা এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট জানান, ‘তদন্তে পাওয়া ডিজিটাল প্রমাণাদি সাক্ষ্য দেয় যে সম্পূর্ণ প্রোটোকল মেনে ও আইনি কাগজপত্র সাথে নিয়েই তিনি দেশ ছেড়েছেন। উনার পাসপোর্ট নিয়ে যাওয়া সংক্রান্ত অডিও আলামত ও লোকেশন ট্রেস ট্রাইব্যুনালের তদন্ত সংস্থায় সংরক্ষিত রয়েছে। ফলে পাসপোর্ট ছাড়া যাওয়ার দাবিটি আইনি ও বস্তুগত দিক থেকে টিকছে না।’

তদন্ত কর্মকর্তাদের সূত্রে জানা যায়, আগস্টের শুরু থেকেই শেখ হাসিনা ডিজিটাল মনিটরিংয়ের শঙ্কা বোধ করেন। ৩ আগস্ট থেকেই বিমানঘাঁটিতে কর্মরত কর্মকর্তা ও সিকিউরিটি প্রোটোকলদের কাছে বিশেষ সতর্কতামূলক বার্তা দেয়া শুরু হয়। তিনি অফিশিয়াল মোবাইল ব্যবহার না করে গণভবনের অর্ডিন্যান্স, বাবুর্চি ও কর্মচারীদের নামে নিবন্ধিত ভুয়া/বেনামী সিম ব্যবহার করেন। টাওয়ার ডাম্প অ্যানালিসিসে দেখা গেছে, ৩ আগস্ট থেকেই পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে আশ্রয় নিশ্চিতের লক্ষ্যে গণভবনের ওই সব বিকল্প সিম থেকে ভারতের একাধিক মোবাইল নম্বরে নিয়মিত যোগাযোগ করা হয়েছিল। ৫ আগস্ট সকালে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের সাথে শেষবারের মতো কথা বলেন। বাংলাদেশে ব্যবহৃত নম্বর থেকে তার সর্বশেষ ফোনালাপটি রেকর্ড করা হয় তৎকালীন সেনাবাহিনী প্রধানের সাথে। এর পরপরই তার ফোন নম্বরটি আন্তর্জাতিক রোমিং মোডে চলে যায়। এভিয়েশন ও রাডার ট্র্যাকিং অনুযায়ী, বিকেল ৩টার পরবর্তী সময়ে শেখ হাসিনাকে বহনকারী হেলিকপ্টারটি তেজগাঁও/বঙ্গবন্ধু বেজ থেকে ভারতের উদ্দেশে টেক-অফ করে। ভারতে অবতরণের পর সেদিন সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত রোমিং নেটওয়ার্কে তিনি একাধিক ভারতীয় নম্বরে যোগাযোগ করেন। পরে তদন্ত এড়াতে রহস্যজনকভাবে রোমিং পরিষেবাটি বন্ধ করে দেয়া হয়। ৫ আগস্টের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম স্পষ্ট ভাষায় জানান, শেখ হাসিনা ৫ তারিখে দেশ ছাড়েন। কালকে (আজ) স্বৈরাচার পতন দিবসে দেশজুড়ে যখন ধিক্কার কর্মসূচি ও রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান হবে, তখন আলোচনা ভিন্ন খাতে নিতে নানা অপপ্রচার চালানো হচ্ছে, যা একটি ব্যর্থ আস্ফালন মাত্র। পলাতকদের গ্রেফতার ও সাজা প্রদান প্রসঙ্গে চিফ প্রসিকিউটর বলেন, ‘দেড় বছরের কম সময়ে ট্রাইব্যুনাল ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ মামলার রায় দিয়েছে, যা নজিরবিহীন। পলাতক আসামিদের গ্রেফতারের জন্য সরকারের আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। নির্দিষ্ট তথ্য দিলে আমরা সাথে সাথে ব্যবস্থা নেব। এছাড়া বিচারে সাজার বিষয়ে অপরাধের মাত্রা ও ‘সুপিরিয়র রেসপন্সিবিলিটি’ অনুযায়ী প্রপোর্শনেট বিচার করা হয়। সরকারপ্রধান হিসেবে শেখ হাসিনার অপরাধের দায় এবং অন্য সহযোগীদের দায় কখনোই এক হতে পারে না। বিচারকের বিচারিক এখতিয়ার অনুযায়ী আইনি ধারাতেই অপরাধের মাত্রা বিচার করে সাজা নির্ধারণ করা হচ্ছে।’ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আইন, ১৯৭৩ এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ডিজিটাল এভিডেন্স বিধিমালা অনুযায়ী, আসামির প্রস্থান প্রক্রিয়ার এই ছকটি মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ‘অপরাধমূলক চক্রান্ত’ ও ‘পরিকল্পিত প্রস্থান’ প্রমাণের ক্ষেত্রে বড় উপাদান হতে যাচ্ছে। জুলাই-আগস্টের গণহত্যার বিচার ও প্রায় ১৪০০ শহীদ ও হাজার হাজার পঙ্গুত্ব বরণকারীর বিচার নিশ্চিত করতে এই অডিও ট্রান্সক্রিপ্ট, টাওয়ার ডাম্প ও ফরেনসিক তথ্যপ্রমাণ আদালতে প্রসিকিউশনের মূল হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হবে। ট্রাইব্যুনালের আদেশে ২০২৪ সালের সমস্ত ডিজিটাল তথ্য বর্তমানে রাষ্ট্রীয় আর্কাইভে সুরক্ষিত রাখা হয়েছে।

সরকার জুলাই ও জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করছে - ডা. শফিকুর রহমান

ঢাকা : বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, সরকার জুলাই ও জনগণের সঙ্গে সুস্পষ্ট প্রতারণা করছে। গণভোট নিয়ে সরকার ‘ফ্যাসিবাদী আচরণ’ করছে। বুধবার (৫ আগস্ট) ১১ দলীয় ঐক্যের আয়োজনে গণভোটের গণরায় বাস্তবায়ন এবং জুলাই গণহত্যায় জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের দাবিতে আয়োজিত গণসমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। জামায়াত আমির বলেন, জুলাইযোদ্ধারা জাতীয় সম্পদ। তাদের নিয়ে রাজনৈতিক খেলা বন্ধ করতে হবে। এখনো অনেক যোদ্ধা ব্যাংককের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অনেকে বিছানায় কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু সরকার তাদের দিকে নজর দিচ্ছে না। তিনি বলেন, ‘এই

সরকারের কাছে জুলাই এবং আহত ও শহীদ পরিবারের কোনো মূল্য নেই। সরকার যদি স্বৈরাচারী আচরণ থেকে সরে না আসে, তাহলে আরেকটি জুলাই আসন্ন।’

তিনি আরও বলেন, ‘জুলাইয়ের কোনো একক মাস্টারমাইন্ডে আমরা বিশ্বাস করি না। দিনমজুর থেকে শুরু করে দেশের সব নাগরিকই জুলাই আন্দোলনের অংশীদার।’ শফিকুর রহমান বলেন, শহীদ পরিবারের পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে হবে। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা এবং জুলাই গণহত্যার বিচার নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, ক্ষমতা গ্রহণের আগে প্রধানমন্ত্রী জাতিকে অনেক আশার কথা শুনিয়েছিলেন। কিন্তু এখন সেই আশার বাস্তবায়ন দেখা যাচ্ছে না। এসব আশা কোন চোরাবালিতে হারিয়ে যাচ্ছে, তার প্রধানমন্ত্রীকে দিতে হবে। জুলাই সনদ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সরকার জাতির সঙ্গে সুস্পষ্ট প্রতারণা করছে। এমনকি সংসদেও বিষয়টি স্বীকার করা হয়েছে। তিনি বলেন, ‘এখন শুধু আপনারা (বিএনপি) জাতির সামনে প্রতারক হিসেবে নিজেদের নিবন্ধিত করবেন।’ বিরোধীদলীয় নেতা আরো বলেন, সরকার ফ্যাসিবাদী আচরণ করছে বলেই ফ্যাসিবাদ বলা হচ্ছে। এই আচরণ বন্ধ করলে জনগণ ফুল দিয়ে বরণ করবে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, জনগণের রায় মেনে নিতে হবে। তা না হলে বাংলাদেশের মাটিতে ফ্যাসিবাদ মেনে নেওয়া হবে না।

সিলেটের সাবেক প্রভাবশালী মন্ত্রী-এমপিরা কে কোথায়

সিলেট : ঐতিহাসিক জুলাই বিপ্লব ও ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের গত দুই বছর সিলেটে এককালের প্রভাবশালী আওয়ামী সরকারের সাবেক প্রভাবশালী মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যরা এখন ও চরম বিপর্যস্ত। অনেকটা দিশেহারা অবস্থায় দিন কাটছে তাদের। ক্ষমতার উত্তাপে একসময় মাঠ কাঁপানো সেই নেতাদের বড় একটি অংশ এখন কারাবন্দি। অনেকে দাড়ি-চুল কেটে ছদ্মবেশে সীমান্ত পেরিয়ে বিদেশে আত্মগোপনে। আর হাতে গোনা কয়েকজন দেশেই, গোপন আস্তানায়। গ্রেফতার আতঙ্কে কিংবা জামিনে মুক্ত হয়ে নিভৃতে সময় পার করছেন। সিলেটের চার জেলায় খোঁজ নিয়ে দেখা যায়, ২০২৪ সালের অক্টোবরে গ্রেফতার হওয়া সিলেট-৪ আসনের চারবারের সাবেক এমপি, সাবেক প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমদ, মৌলভীবাজার-৪ আসনে আধিপত্য বিস্তারকারী সাবেক কৃষিমন্ত্রী উপাধ্যক্ষ ড. মো. আব্দুস শহীদ, হবিগঞ্জ-৪ আসনের আলোচিত সাবেক এমপি ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন (বর্তমানে জামিনের চেষ্টা চালিয়েও অন্যান্য হত্যা মামলায় আটক) ও সাবেক পর্যটন প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মো. মাহবুব আলী বর্তমানে বিভিন্ন হত্যা ও সহিংসতা মামলায় কারাবন্দি। অন্যদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালে নানা বিতর্কিত মন্তব্য করা ড. এ কে আব্দুল মোমেন (সিলেট-১) মাস ছয়েক দেশে গা-ঢাকা দিয়ে থাকার পর চোরাই পথে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমিয়েছেন। মাঝেমধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তৎপর হন। সাবেক প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী (সিলেট-২) ভারত হয়ে এখন যুক্তরাজ্যে। সিলেট-৩ আসনের সাবেক এমপি হাবিবুর রহমান হাবিবও যুক্তরাজ্যে। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল (মৌলভীবাজার-২) ভারত ও মালয়েশিয়ায় দলীয় কর্মকাণ্ড চালানোর চেষ্টা করছেন।

একইভাবে, সিলেট সিটি করপোরেশনের ক্ষমতাচ্যুত মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, সাবেক এমপি অ্যাডভোকেট রঞ্জিত চন্দ্র সরকার, মোয়াজ্জেম হোসেন রতন, হবিগঞ্জের সাবেক এমপি মো. আবু জাহির, মৌলভীবাজারের মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান ও সাবেক আমলা ড. মোহাম্মদ সাদিক বর্তমানে যুক্তরাজ্য, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে পলাতক রয়েছেন। বিপরীতে সুনামগঞ্জ-৩ আসনের সাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রী এমএ মান্নান গ্রেফতার হওয়ার পর আদালতের জামিনে নিজ বাড়িতে আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। অনুরূপ অবস্থা সুনামগঞ্জ ৫ আসনের এমপি মুহিবুর রহমান মানিকের। সিলেটের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, সাবেক পরিবেশমন্ত্রী মো. শাহাব উদ্দিন ও দিরাই-শাল্লার সাবেক এমপি জয়া সেনগুপ্তা দেশের ভেতরেই আছেন। তবে কে কোথায় তা স্পষ্ট জানাতে নারাজ স্বজনরা। আওয়ামী সরকারের অনুসারী আল ইসলাহ নেতা মাওলানা মোহাম্মদ হুসামুদ্দীন চৌধুরী (সিলেট-৫) এলাকায় অনেকটা নীরবেই আছেন।

এক নজরে কে কোথায়-বিদেশে পলাতক : সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. একে আব্দুল মোমেন (যুক্তরাষ্ট্র), সাবেক প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী (যুক্তরাজ্য), হাবিবুর রহমান হাবিব (যুক্তরাজ্য), শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল (ভারত/মালয়েশিয়া), সাবেক মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, অ্যাডভোকেট রঞ্জিত চন্দ্র সরকার (যুক্তরাজ্য), মোয়াজ্জেম হোসেন রতন, মো. আবু জাহির (যুক্তরাজ্য), মোহাম্মদ জিল্লুর রহমান (যুক্তরাজ্য) এবং ড. মোহাম্মদ সাদিক।

কারাগারে বন্দি: সাবেক কৃষিমন্ত্রী উপাধ্যক্ষ ড. মো. আব্দুস শহীদ, সাবেক প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রী ইমরান আহমদ, ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়েদুল হক সুমন, সাবেক পর্যটন প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মো. মাহবুব আলী।

জামিনে মুক্ত: সাবেক পরিকল্পনা মন্ত্রী এমএ মান্নান ও মুহিবুর রহমান মানিক।

দেশে গোপনে নীরব: সাবেক শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ, মো. শাহাব উদ্দিন, জয়া সেনগুপ্তা এবং নিষ্ক্রিয় মাওলানা মোহাম্মদ হুসামুদ্দীন চৌধুরী।

দেশের সব বিমানবন্দরের নিরাপত্তা জোরদারে সরকারের নতুন নির্দেশনা

ঢাকা : দেশের সব বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে এবং বেসামরিক বিমান চলাচল খাতে বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয় জোরদারে ১৭ সদস্যের জাতীয় বেসামরিক বিমান চলাচল নিরাপত্তা কমিটি পুনর্গঠন করেছে সরকার। বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পুনর্গঠিত কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী আফরোজা খানম রিতা। প্রতিমন্ত্রীকে করা হয়েছে সহ-সভাপতি এবং বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) সদস্য (নিরাপত্তা) দায়িত্ব পালন করবেন সদস্যসচিব হিসেবে।

সরকারের ভাষ্য অনুযায়ী, দেশের বিমানবন্দরগুলোর নিরাপত্তা আরও প্রযুক্তিনির্ভর, আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করাও কমিটির অন্যতম লক্ষ্য। মন্ত্রী আফরোজা খানম রিতা সাংবাদিকদের বলেন, বিমানবন্দরের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর করতে এই কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

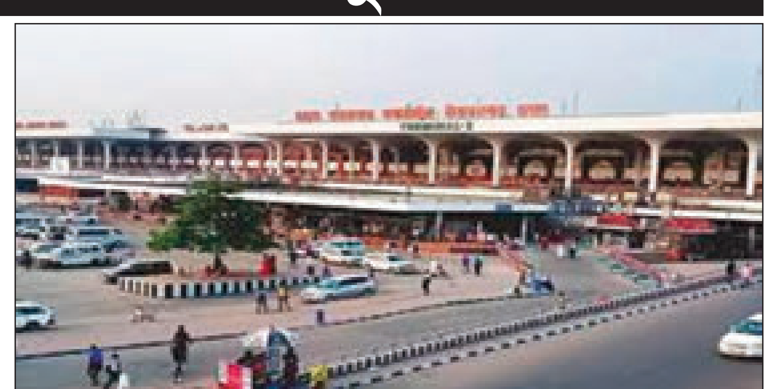

তিনি আশা প্রকাশ করেন, এর মাধ্যমে দেশের বেসামরিক বিমান চলাচল খাত আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও আস্থাভাজন হয়ে উঠবে। জানা গেছে, দেশের প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সশস্ত্র বাহিনীর প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত এই কমিটির প্রথম সভা বৃহস্পতিবার (৬ আগস্ট) বেবিচক সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হবে। মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, সম্ভাব্য নিরাপত্তা হুমকি বিশ্লেষণ, গোয়েন্দা তথ্য মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় কৌশলগত সুপারিশ প্রণয়নের দায়িত্ব পালন করবে কমিটি। এছাড়া নতুন বিমানবন্দর নির্মাণে নিরাপত্তা অবকাঠামো নিশ্চিত করা, আন্তর্জাতিক বেসামরিক বিমান চলাচল সংস্থার (আইসিএও) মানদণ্ড অনুসরণ, আধুনিক নিরাপত্তা সরঞ্জাম সংযোজন এবং বিদ্যমান নিরাপত্তা নীতিমালা পর্যালোচনার কাজও করবে তারা।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি প্রায় ৭ লাখ ৯৫ শতাংশই সিলেটি

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত জনগোষ্ঠীর মধ্যে বড় অংশই সিলেটি। দেশটির সর্বশেষ সরকারি আদমশুমারির তথ্য ও বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, ব্রিটেনে বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রায় ৯০ থেকে ৯৫ শতাংশ মানুষের পারিবারিক শিকড় সিলেট অঞ্চলে। সেই হিসাবে বর্তমানে যুক্তরাজ্যে সিলেটি বংশোদ্ভূত মানুষের সংখ্যা আনুমানিক ৫ থেকে ৬ লাখের মধ্যে। ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের ২০২১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, দেশটিতে বাংলাদেশি জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যা প্রায় ৬ লাখ ৪৫ হাজার। স্কটল্যান্ড ও নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের বাংলাদেশি জনগোষ্ঠী যুক্ত করলে এ সংখ্যা আরও বেশি অর্থাৎ প্রায় ৭ লাখ।

অভিবাসন গবেষকদের মতে, যুক্তরাজ্যে বসবাসরত বাংলাদেশিদের বিশাল অংশের পূর্বপুরুষ সিলেট বিভাগের বিভিন্ন উপজেলা থেকে কয়েক দশক আগে অভিবাসন করেন। গবেষণা বলছে, উনিশ শতকের শেষভাগে ব্রিটিশ জাহাজে কর্মরত সিলেটি নাবিকদের মাধ্যমে যুক্তরাজ্যে সিলেটীদের যাত্রা শুরু হলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রমিক সংকট মোকাবিলায় অভিবাসনের ধারা দ্রুত বাড়ে। পরবর্তী সময়ে পরিবার পুনর্মিলন কর্মসূচির আওতায় স্ত্রী-সন্তানদের যুক্তরাজ্যে নিয়ে আসার ফলে স্থায়ী সিলেটী কমিউনিটি গড়ে ওঠে, যা বর্তমানে ব্রিটিশ বাংলাদেশি সমাজের সবচেয়ে বড় অংশ। যুক্তরাজ্যে সিলেটীদের সবচেয়ে বড় আবাসস্থল পূর্ব লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস।

ব্রিক লেন, হোয়াইটচ্যাপেল, বেথনাল গ্রিনসহ আশপাশের এলাকাগুলো দীর্ঘদিন ধরেই ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত। এ ছাড়া নিউহ্যাম, রেডব্রিজ, লুটন, বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার, ওল্ডহাম, লিডস, গ্লাসগো ও অন্যান্য শহরেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সিলেটী পরিবার বসবাস করছে। শুধু জনসংখ্যার দিক থেকেই নয়, যুক্তরাজ্যের অর্থনীতিতেও সিলেটীদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষজ্ঞদের মতে, যুক্তরাজ্যের কারি শিল্প গড়ে তোলার পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছেন সিলেটী উদ্যোক্তারা। দীর্ঘদিন ধরে দেশটির অধিকাংশ বাংলাদেশি মালিকানাধীন রেস্তোরাঁ পরিচালনা করছেন সিলেটী ব্যবসায়ীরা। পাশাপাশি খুচরা ব্যবসা, পরিবহন, নির্মাণ, সম্পত্তি খাত, স্বাস্থ্যসেবা, তথ্যপ্রযুক্তি এবং বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা কার্যক্রমেও তাদের শক্তিশালী অবস্থান রয়েছে। রাজনীতিতেও সিলেটি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ ক্রমেই বাড়ছে। স্থানীয় কাউন্সিল, মেয়র পদ, স্কুল গভর্নিংবডি এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পর্যন্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে তারা প্রতিনিধিত্ব করছেন। একই সঙ্গে আইন, চিকিৎসা, শিক্ষা, সাংবাদিকতা, ব্যাংকিং এবং সরকারি প্রশাসনেও নতুন প্রজন্মের সিলেটিরা অবস্থান সুদৃঢ় করছেন।

কাবার পথে ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের আকর্ষণীয় হজ প্যাকেজ

(শেষ পাতার পর)

জ্যাকসন হাইটসের সানাই রেস্টুরেন্টে হজযাত্রীদের নিয়ে মতবিনিময় সভা ও সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে আগামী বছরের হজের বিভিন্ন প্যাকেজ, আবাসন, খাবার, পরিবহন এবং মক্কা-মদিনায় অবস্থানের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। আয়োজকরা জানান, সর্বনিম্ন ৬ লাখ ৫৫ হাজার টাকার 'স্পেশাল প্যাকেজ' ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্যাকেজের মেয়াদ ৩০ থেকে ৩৫ দিন। এতে মক্কায় স্ট্যান্ডার্ড হোটেল থেকে কাবা শরিফের দূরত্ব প্রায় ১ হাজার মিটার এবং মদিনায় হোটেল থেকে মসজিদে নববীর দূরত্ব প্রায় ৭০০ মিটার। তিন বেলা দেশি খাবার, প্রতি কক্ষে চার থেকে পাঁচজন হাজির থাকার ব্যবস্থা এবং মিনায় ইকোনমি তাঁবুর সুবিধা রয়েছে।

এ ছাড়া ৭ লাখ ৯৫ হাজার টাকার 'প্যাকেজ এ' ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্যাকেজে মক্কায় তিন তারকা বা সমমানের হোটেলে এবং মদিনায় প্রায় ২০০ মিটারের মধ্যে হোটেলে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। বিশেষ খাবার ও পরিবহন, প্রতি কক্ষে চার থেকে পাঁচজন হাজি এবং মিনায় ইকোনমি তাঁবুর সুবিধাও রয়েছে। প্যাকেজটির মেয়াদ ১২ থেকে ১৮ দিন।

১০ লাখ ৫৫ হাজার টাকার 'জিরো মিটার হোটেল' প্যাকেজে মক্কায় টাওয়ার ভিলায় থাকার ব্যবস্থা, মদিনায় ২০০ মিটারের মধ্যে হোটেল, বুফে খাবার এবং মিনায় ভিআইপি তাঁবুর সুবিধা রাখা হয়েছে। এ প্যাকেজের মেয়াদ ১২ থেকে ১৮ দিন।অন্যদিকে ভিআইপি প্যাকেজের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ১৬ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এতে মক্কায় ৫ তারকা হোটেল থেকে ১০০ থেকে ২০০ মিটারের মধ্যে থাকার ব্যবস্থা এবং মদিনায় ৩ বা ৪ তারকা হোটেলে প্রায় ২০০ মিটারের মধ্যে থাকার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ প্যাকেজেও বিশেষ খাবার ও পরিবহন এবং মিনায় ভিআইপি তাঁবুর সুবিধা রয়েছে। এ ছাড়া 'জিরো মিটার হোটেল' প্যাকেজের মূল্য ১০ লাখ ৫৫ হাজার টাকা। এতে মক্কা টাওয়ার ভিলায় থাকার ব্যবস্থা, মদিনায় ২০০ মিটারের মধ্যে হোটেল, বুফে খাবার, ১২ থেকে ১৮ দিনের প্যাকেজ এবং মিনায় ভিআইপি তাঁবুর সুবিধা দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ১২ থেকে ১৫ দিনের স্পেশাল প্যাকেজের সুযোগ-সুবিধা আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করা যাবে। তবে কোরবানির প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত নয়। হজের ফ্লাইট ছাড়া অন্য কোনো বিমান টিকিটও প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত নয়। মিনায় ভিআইপি তাঁবুর জন্য অতিরিক্ত ২ লাখ ৫০ হাজার টাকা দিতে হবে। প্যাকেজের আওতায় মক্কা, মদিনা ও তায়েফে সাইটসিয়িংয়ের ব্যবস্থার কথাও জানান আয়োজকরা। সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা বলেন, প্রি-রেজিস্ট্রেশনের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা জন্মনিবন্ধন, পাসপোর্ট এবং ৩০ হাজার টাকা প্রয়োজন হবে। সংবাদ সম্মেলনে কাবার পথে ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ মিজানুর রহমানসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। হজযাত্রীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি হজের প্রস্তুতি,প্যাকেজ নির্বাচন ও নিবন্ধনসংক্রান্ত বিষয়েও আলোচনা করা হয়।আয়োজকদের পক্ষ থেকে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী বাংলাদেশিসহ আগ্রহী হজযাত্রীদের প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন প্যাকেজ বেছে নেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টের সঙ্গে শাহ নেওয়াজের সৌজন্য সাক্ষাত

(শেষ পাতার পর)

কুইন্স বরো প্রেসিডেন্ট ডনোভান রিচার্ডস জুনিয়র-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব শাহ নেওয়াজ। গত ৩ আগস্ট সোমবার সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ সাক্ষাতে কুইন্সের উন্নয়ন, বহুসাংস্কৃতিক সমাজে অভিবাসীদের অবদান এবং কমিউনিটির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় হয়। পরে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে কেক কেটে এ ঐতিহাসিক মাইলফলক উদযাপন করা হয়।এ সময় উভয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, বৈচিত্র্য ও সম্প্রীতির মূল্যবোধকে আরও সমৃদ্ধ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরাও যুক্তরাষ্ট্রের এই ঐতিহাসিক অর্জনকে স্বাগত জানিয়ে দেশটির অব্যাহত শান্তি, অগ্রগতি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।উল্লেখ্য, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শাহ নেওয়াজ প্রবাসের আমব্রেলা সংগঠন হিসাবে পরিচিত বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান। এছাড়া তিনি নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক আজকালের প্রকাশক ও সম্পাদক। তিনি শাহ নেওয়াজ গ্রুপের চেয়ারম্যান ও জনপ্রিয় হোমকেয়ার গোল্ডেন এজ-এর কর্ণধার।

যুক্তরাষ্ট্রের আইটি খাতে বেকারত্ব

(শেষ পাতার পর)

দ্রুত পদোন্নতি এবং চাকরির নিরাপত্তার কারণে এই খাতকে ক্যারিয়ারের অন্যতম সেরা গন্তব্য হিসেবে বিবেচনা করা হতো। কিন্তু গত কয়েক বছরে সেই চিত্র উল্লেখযোগ্যভাবে বদলে গেছে। বড় বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানে ধারাবাহিক ছাঁটাই, নিয়োগের গতি কমে যাওয়া এবং একটি পদের বিপরীতে বিপুল সংখ্যক আবেদন জমা পড়ায় অনেক অভিজ্ঞ আইটি পেশাজীবী মাসের পর মাস নতুন চাকরি খুঁজেও সফল হচ্ছেন না। বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধু নতুন গ্র্যাজুয়েটরাই নন, ৮ থেকে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার, ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ার, কিউএ অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার এবং ডেটা পেশাজীবীরাও কঠিন প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হচ্ছেন। লিঙ্কডইনসহ বিভিন্ন পেশাদার নেটওয়ার্কে প্রতিদিনই শত শত আবেদন করেও সাক্ষাৎকারের সুযোগ না পাওয়ার অভিজ্ঞতা শেয়ার করছেন অনেক চাকরিপ্রার্থী।

যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত বাংলাদেশি আইটি পেশাজীবীদের মধ্যেও একই বাস্তবতার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। আমেরিকা বাংলার সঙ্গে কথা বলা কয়েকজন পেশাজীবী পরিচয় গোপন রাখার শর্তে তাদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন। তাদের বক্তব্য অনুযায়ী, চাকরি হারানোর পর নতুন সুযোগ খুঁজে পাওয়া আগের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি কঠিন হয়ে উঠেছে। ভার্জিনিয়ার একজন বাংলাদেশি কিউএ অটোমেশন ইঞ্জিনিয়ার, যিনি এখানে ছদ্মনামে "কাকন" নামে উল্লেখ করা হয়েছে, ওয়াশিংটন ডিসি অঞ্চলের একটি প্রতিষ্ঠানে প্রায় আট বছর কর্মরত ছিলেন। চলতি বছরের জানুয়ারিতে প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠনের সময় তিনি চাকরি হারান। এরপর থেকে কয়েকশ প্রতিষ্ঠানে আবেদন করলেও এখন পর্যন্ত স্থায়ী কোনো চাকরি পাননি। পরিবারের নিয়মিত ব্যয় নির্বাহের জন্য তিনি সাময়িকভাবে রাইড-শেয়ারিং প্ল্যাটফর্মে গাড়ি চালানোর কাজ করছেন।

জর্জিয়ার আরেক বাংলাদেশি প্রযুক্তি পেশাজীবী, যিনি এখানে "রহমান" ছদ্মনামে পরিচিত, একটি বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানে ক্লাউড ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে চার বছর কাজ করেছেন। গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে চাকরি হারানোর পর থেকে তিনি নতুন সুযোগের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, চাকরি চলে যাওয়ার পর এখন পর্যন্ত অন্তত ৫০০ এপ্লিকেশন করেছি কিন্তু গুটিকয়েক রেসপন্স পেয়েছি যদিও কোন জব হয়নি শেষ পর্যন্ত। দীর্ঘ সময় ধরে কাঙ্ক্ষিত চাকরি না পাওয়ায় বর্তমানে তিনি প্রযুক্তি খাতের বাইরে তুলনামূলক কম বেতনের একটি প্রশাসনিক পদে কাজ করছেন। তার ভাষায়, পরিবারের দায়িত্বের কারণে অপেক্ষা করার সুযোগ ছিল না। আটলান্টার আরেক বাংলাদেশি আইটি পেশাজীবী "আলম" (ছদ্মনাম) একটি বড় মার্কিন প্রতিষ্ঠানের প্রযুক্তি বিভাগে কয়েক বছর কাজ করেছেন। চলতি বছরের শুরুতে চাকরি হারানোর পর তিনি নিয়মিত আবেদন করলেও এখনো আইটি খাতে ফিরতে পারেননি। পরিবারের খরচ চালানোর জন্য আপাতত ওয়াল গ্রীন এ কাজ করছেন। তিনি বলেন, পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না, তবে সুযোগ পেলেই আবার প্রযুক্তি খাতে ফিরতে চান।

এ ধরনের অভিজ্ঞতা শুধু কয়েকজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশি প্রযুক্তি পেশাজীবীরা। অনেকেই মাসের পর মাস চাকরি খুঁজছেন, কিন্তু সামাজিক মর্যাদা, আত্মসম্মান কিংবা ভবিষ্যৎ নিয়োগদাতার দৃষ্টিভঙ্গির কথা বিবেচনা করে বিষয়টি প্রকাশ্যে বলতে চান না। ফলে কমিউনিটির ভেতরে বাস্তব পরিস্থিতির চেয়ে অনেক কম মানুষই এই সংকট সম্পর্কে জানেন। পেশাজীবীদের মতে, বর্তমান পরিস্থিতির পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। ২০২৫ এর শুরু থেকে প্রযুক্তি খাতে বড় আকারের ছাঁটাই, প্রতিষ্ঠানের ব্যয় সংকোচন, নিয়োগে সতর্কতা এবং একটি পদের বিপরীতে অস্বাভাবিক সংখ্যক আবেদন প্রতিযোগিতাকে অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। একই সঙ্গে অনেক প্রতিষ্ঠান এখন আবেদনপত্র প্রাথমিকভাবে বাছাই করতে স্বয়ংক্রিয় সফটওয়্যার বা এআই-নির্ভর অ্যাপলিক্যান্ট ট্র্যাকিং সিস্টেম ব্যবহার করছে। ফলে যোগ্য প্রার্থীদের একটি বড় অংশ প্রথম ধাপেই বাদ পড়ছেন। ক্যারিয়ার স্পেশালিস্টদের মতে, বর্তমান চাকরির বাজারে শুধু শত শত আবেদন পাঠানোই যথেষ্ট নয়। প্রতিটি পদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রিজ্যুমে প্রস্তুত করা, লিঙ্কডইন প্রোফাইল নিয়মিত হালনাগাদ রাখা, পেশাগত নেটওয়ার্ক শক্তিশালী করা, রেফারেলের মাধ্যমে আবেদন করা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ক্লাউড কম্পিউটিং, সাইবার সিকিউরিটি ও ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো চাহিদাসম্পন্ন দক্ষতা অর্জনের ওপর আগের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি খাত এখনও বিশ্বের অন্যতম বড় কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র। তবে সাম্প্রতিক বাস্তবতা স্পষ্ট করে দিচ্ছে, অভিজ্ঞতা থাকলেই চাকরি নিশ্চিত এমন ধারণা আর আগের মতো সত্য নয়। বিশেষ করে প্রবাসী বাংলাদেশি আইটি পেশাজীবীদের একটি অংশ দীর্ঘ সময় ধরে অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন পার করছেন। তাদের অনেকেই বিশ্বাস করেন, বাজারে সুযোগ রয়েছে, তবে সেই সুযোগের জন্য এখন আগের তুলনায় অনেক দীর্ঘ অপেক্ষা, বেশি প্রতিযোগিতা এবং আরও বেশি প্রস্তুতির প্রয়োজন।

যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার পর চাকরির সুযোগে আসছে নতুন নীতিমালা

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি অর্জনের পর সেখানে কাজের সুযোগ পেতে ইচ্ছুক বিদেশি শিক্ষার্থীদের ওপর ১ লাখ মার্কিন ডলার (বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ কোটি ২০ লাখ টাকা) ফি আরোপের পরিকল্পনা করছে ট্রাম্প প্রশাসন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম 'ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল'র এক প্রতিবেদনে এ চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে।প্রতিবেদনে জানানো হয়, যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিভাগ (ডিএইচএস) 'অপশনাল প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং' (ওপিটি) নামক ওয়ার্ক পারমিট নেয়ার ক্ষেত্রে এই ফি যুক্ত করার প্রস্তাবনা নিয়ে পর্যালোচনা করছে। তবে এ বিষয়ে হোয়াইট হাউস থেকে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি।

বর্তমানে ওপিটি ব্যবস্থার অধীনে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা পড়ালেখা শেষ করার পর আলাদা কাজের ভিসা ছাড়াই এক বছর যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করার অনুমতি পান। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, প্রকৌশল ও গণিত (স্টেম) খাতের গ্র্যাজুয়েটরা এ ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আরো দুই বছর, অর্থাৎ মোট তিন বছর পর্যন্ত কাজের সুযোগ পান। এই প্রক্রিয়াই মূলত বিদেশি শিক্ষার্থীদের কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন ও পরবর্তীতে এইচ-১বি কাজের ভিসায় স্থানান্তরের প্রধান মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

এর আগে ট্রাম্প প্রশাসন এইচ-১বি ভিসার নতুন আবেদনের ওপর ১ লাখ ডলার ফি নির্ধারণের চেষ্টা করেছিল, যা বোস্টনের একটি মার্কিন আপিল আদালত আটকে দেয়। এরপরই ওপিটি ব্যবস্থার ওপর এই চড়া ফি আরোপের নতুন আলোচনা শুরু হলো।বিশ্লেষকদের মতে, এ প্রস্তাব চূড়ান্ত হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন ভারত ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা। কেবল ভারতেরই তিন লাখের বেশি শিক্ষার্থী বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত, যাদের একটা বড় অংশই ঋণ নিয়ে পড়াশোনা করতে আসেন এবং ওপিটির মাধ্যমে তা পরিশোধের পরিকল্পনা করেন।ফিটি আরোপিত হলে উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীরা যুক্তরাষ্ট্রের বিকল্প হিসেবে কানাডা, যুক্তরাজ্য বা অস্ট্রেলিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়তে পারেন। **সূত্র :** এনডিটিভি।

বেকার ভাতার আবেদনকারীর সংখ্যা বাড়ছে

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে প্রথমবারের মতো বেকার ভাতার জন্য আবেদনকারীর সংখ্যা গত সপ্তাহে কিছুটা বেড়েছে। তবে এ সংখ্যা বাজারের পূর্বাভাসের তুলনায় কম ছিল বলে জানিয়েছে দেশটির শ্রম বিভাগ।গত ৩০ জুলাই প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, ২৫ জুলাই শেষ হওয়া সপ্তাহে নতুন বেকার ভাতার আবেদন ৯ হাজার বেড়ে ১ লাখ ৯৭ হাজারে দাঁড়িয়েছে। আগের সপ্তাহের সংশোধিত আবেদন সংখ্যা ছিল ১ লাখ ৮৮ হাজার।অর্থনীতিবিদরা ধারণা করেছিলেন, এ সপ্তাহে নতুন আবেদনকারীর সংখ্যা ২ লাখ ১ হাজারে পৌঁছাবে।সাপ্তাহিক ওঠানামার প্রভাব কমিয়ে শ্রমবাজারের প্রবণতা বোঝাতে ব্যবহৃত চার সপ্তাহের গড় আবেদন সংখ্যা ৫ হাজার কমে ২ লাখ ২ হাজার ৭৫০-এ নেমে এসেছে।এর আগে গত ১৮ জুলাই শেষ হওয়া সপ্তাহে নিয়মিত বেকার ভাতা গ্রহণকারীর সংখ্যা ৭ হাজার কমে ১৭ লাখ ৮২ হাজারে দাঁড়িয়েছে।

শ্রম বিভাগ জানিয়েছে, বিমাকৃত বেকারত্বের হার অপরিবর্তিত থেকে ১ দশমিক ২ শতাংশ রয়েছে। এদিকে, পৃথক শ্রমবাজারের তথ্যানুযায়ী, গত জুন মাসে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে ৫৭ হাজার, যা বাজারের প্রত্যাশিত ১ লাখ ১০ হাজারের তুলনায় অনেক কম। তবে একই সময়ে দেশটির বেকারত্বের হার মে মাসের ৪ দশমিক ৩ শতাংশ থেকে কমে জুনে ৪ দশমিক ২ শতাংশে নেমে এসেছে।

আমার বিচিত্র জীবন

(শেষ পাতার পর)

যেন কবিই হই, না বুঝে না, কবির জীবন দারিদ্রের প্রাচুর্যে পূর্ণ থাকে, এইসব জেনেই আম্মা চাইতেন আমি কবি হই। কবিতা লিখি, এটা শুধু চাইতেন না, তিনি যেন নিশ্চিত ছিলেন, এটিই আমার একমাত্র গন্তব্য। বেশ পরিণত বয়সে এসে আমি একটি মেয়ের প্রেমে পড়ি। তখন আমার বয়স ২৭ বছর। মেয়েটিও আমার প্রতি শুধু এই কারণেই আকৃষ্ট হয় যে আমি কবিতা লিখি। কবিতা ছাড়া প্রকৃত অর্থে তখন আমার আর কোনো সম্পদ ছিল না। আমি নিজেও যেন জানতাম আমার ঝোলার মধ্যে যে কবিতাগুলো আছে সেগুলো ভাঙালে কয়েকটা দালান কেনা যাবে, কয়েকটা দামী গাড়ি কেনা যাবে, কাজেই অন্য কোনো সম্পদ অর্জনের জোড়ালো কোনো আগ্রহও কখনো তৈরি হয়নি।

আমাদের পাড়ায় নতুন একটি পরিবার আসে। ওদের বাড়ি নোয়াখালী। স্ত্রী, এক কন্যা ও দুই পুত্র নিয়ে আব্দুল হক পাটোয়ারী তার স্ত্রীর বড়ো ভাইয়ের তৈরি করে দেওয়া বাড়িতে এসে ওঠেন। পাটোয়ারী সাহেব রূপালী ব্যাংকের একজন করণিক। বেশ হিসেবী এবং অসম্ভব পরিশ্রমী মানুষ। রামপুরা কিংবা গুলশানে এসে বাস থেকে নেমে ভারী ভারী বাজারের ব্যাগগুলো বহন করে দেড়, দুই মাইল হেঁটে বাসায় চলে আসতেন। বৃষ্টির দিনে আমাদের কাঁচা রাস্তাগুলো এমন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠত যে মনে হত সার্কাসের দড়ির ওপর দিয়ে হাঁটছি। ভারসাম্য ঠিক রেখে হাঁটার এক বিরল প্রশিক্ষণ আমাদের হয়ে যেত এইসব লাল মাটির মেঠো রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে।একদিন তেমন এক বৃষ্টির দিনে পাটোয়ারী সাহেব আমাকে রাস্তায় ধরেন। এক হাঁটু কাদার মধ্যে আমাকে দাঁড় করিয়ে তিনি ইংরেজিতে প্রশ্ন করেন,

হাউ ডু ইউ ডু? আমিও ইংরেজিতে উত্তর দেই। এরপর তিনি আমাকে আরো ৩/৪টি প্রশ্ন ইংরেজিতেই করেন। আমিও সাধ্যমত ইংরেজিতে উত্তর দিই। তিনি দিগন্ত বিস্তৃত একটি হাসি দিয়ে বলেন, ভেরি গুড, ব্রিলিয়ান্ট বয়। আমাদের বয়সী ছেলেরা মুরুব্বীদের দেখলে একটা সালাম দিয়ে কেটে পড়ত, কেউ আলাপচারিতায় জড়াত না। এটাই সভ্যতা, এটাই আমাদের সংস্কৃতি। কিন্তু আমি জসীম উদদীন পরিষদে সারাদিন বুড়োদের সঙ্গে আড্ডা দিই, কবি আমিনুল হক আনওয়ার আমার প্রধান বন্ধু, কাজেই মুরুব্বীদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ খোশগল্প করা আমার জন্য কোনো ব্যাপারই না।

কয়েকদিন পরে আবার পাটোয়ারী সাহেবের সঙ্গে দেখা। তিনি আবারও আমাকে রাস্তার ওপরে থামান। এবার তিনি আমাকে তার বাড়িতে যাওয়ার দাওয়াত দেন। আমি শুক্রবারে, ছুটির দিনে, তার বাসায় যাই। তার স্ত্রী মজার নাশতা তৈরি করেন, তিনি আমার সঙ্গে বসে নানান গল্প করেন। তার ব্যাংকের গল্প, তার স্বপ্নের গল্প, একটা ঋণের আবেদন করেছেন, সেটা পেলে জমি কিনবেন, দুই ছেলেকে নিয়েও তার স্বপ্নের কথা বলেন। তিনি যে শুধু নিজের ছেলেদের নিয়েই স্বপ্ন দেখেন তাই নয়, পাড়ার ছেলেদেরও খোঁজ-খবর নেন। তাদের নিয়েও স্বপ্ন দেখেন। যখন আমরা আলাপে মশগুল তখন তার বড়ো সন্তান, ঝরনা, ভেতরের ঘর থেকে আমাদের জন্য চা, নাশতা নিয়ে আসে। বেশ স্টাইলিস্ট মেয়ে, ফ্যাশন করে চুল কাটা, মুখে মেকাপ, ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক। এই বয়সের একটি মেয়ের এতো সাজসজ্জা! অন্তত আমাদের পাড়ায় এমনটি আমরা আগে কখনো দেখিনি। ওকে দেখে মনে হচ্ছে আজ পাত্রপক্ষ ওকে দেখতে আসবে। জিজ্ঞেস করে জানি ও নবম শ্রেণিতে পড়ে, আমার ছোটোবোন শাহনাজও নবম শ্রেণিতে পড়ে, পরে ওরা দুজন ভালো বন্ধু হয়। পাটোয়ারী সাহেব বলেন, আমি খোঁজ-খবর নিয়ে দেখেছি তুমি এই এলাকার সবচেয়ে মেধাবী ছেলে। আমি চাই তুমি আমার দুই ছেলে আনিস ও লিটনকে কাল থেকে পড়াও। আমি সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে যাই। আমারও টাকার দরকার, একটি নতুন টিউশনি নেবার মত যথেষ্ঠ সময় আমার হাতে আছে। আনিস বেশ শার্প, খুব দ্রুতই অঙ্কগুলো বুঝে ফেলে, লিটন কিছুটা ডাল, ওকে বোঝাতে বেশ বেগ পেতে হয়। লিটন তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ে, আনিস পড়ে পঞ্চম শ্রেণিতে।

বর্ষা যখন টইটম্বুর, নৌকা ছাড়া এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে যাওয়া যায় না সেই রকম একদিন ওদের বাসায় পড়াতে গিয়ে দেখি নোয়াখালী থেকে ওদের খালাত ভাই এসেছে। ছেলেটি নাসিকাধ্বনি মিশ্রিত কণ্ঠে বেশ প্রমিত উচ্চারণে কথা বলার চেষ্টা করে। দেখে মনে হচ্ছে আমারই বয়েসী। জিজ্ঞেস করে জেনে নিই, সেও এ-বছর আমারই মত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। এবং বাণিজ্য বিভাগ থেকেই। এক দুই কথার পরেই আমরা বন্ধু হয়ে যাই। ওকে আমার নৌকাতে তুলে দূর দূরান্তে ঘুরতে যাই। যে কয়দিন সে খালার বাড়িতে ছিল এই সময়ের মধ্যে আমাদের মধ্যে একটা নিবিড় বন্ধুত্ব তৈরি হয়। পরেও যখন এসেছে আমরা কিছুটা সময় একসঙ্গে কাটিয়েছি।

একদিন আমরা দুজন নৌকা বাইতে বাইতে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে চলে যাই। সেটি কোনো এক পুলিশের পরিত্যক্ত বাড়ি বলে এলাকায় পরিচিত ছিল। শুধু একটি শূন্য ভিটা, চারদিকে থৈ থৈ বর্ষার জল, ভেসে আছে ছোট্ট এক দ্বীপের মত। তবে দ্বীপটি জনমানবশূন্য হলেও বৃক্ষশোভিত ছিল। বাড়িটির চারপাশ ঘিরে অসংখ্য ফিকুস গাছের অরণ্য ছিল। বাড্ডার লোকেরা বলত তিদ্দিলা গাছ, আমি এর একটি পরিমার্জিত নাম দিয়েছি, তিথিলা। বাড্ডা ছাড়া এই গাছ বাংলাদেশের আর কোথাও দেখিনি আমি। তবে পশ্চিম আফ্রিকায় গিয়ে প্রচুর দেখেছি, ওখানকার মানুষ এই গাছগুলোকে বলে ফিকুস। নানান প্রজাতির ফিকুস আছে, মার্কিনীরা অবশ্য ফাইকাস বলে, তবে যেগুলোর পাতা পাকুর গাছের পাতার মত, কিন্তু তেলতেলে, শিমের মত খুব শক্ত এক ধরণের অখাদ্য ফল হয়, সেগুলোই বাড্ডার পরিত্যক্ত পুলিশের বাড়িটিতে ছিল। আমরা দুজন সেই বাড়িতে নৌকা ভিড়িয়ে নিরিবিলি গল্প করতে থাকি। এক পর্যায়ে ছেলেটি বলে, চলো, গাছে উঠি।

সে নোয়াখালির মানুষ, গ্রাম থেকে এসেছে লাফিয়ে গাছে উঠতে পারে। আমিও ওকে অনুসরণ করে তিথিলা গাছের ডালে উঠে বসি। ছেলেটি আমাকে গাছে উঠতে বেশ সাহায্য করে। আমি চিরকালেরই রোগা শিশু কিংবা বালক ছিলাম, তখনও তাই আছি, কিন্তু আমার বন্ধুটি বেশ সুঠাম দেহের অধিকারী। ওর হাতের পাঞ্জা প্রায় আমার দ্বিগুণ, লম্বায়ও বড়ো, চেহারাও সুদর্শন।

আমরা দুজন গাছে উঠে বেশ কয়েক ঘন্টা কাটাই। ও আমার ভবিষ্যত পরিকল্পনা জানতে চায়, আমি এই প্রশ্নের উত্তরে চোখের সামনে কিছু কবিতার পঙক্তি ছাড়া কিছুই দেখতে পাই না। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ ইউনিটে ভর্তি পরীক্ষা দিব, একাউন্টেন্সি অথবা ম্যানেজমেন্ট, যেটা পাই সেটাতেই ভর্তি হয়ে যাবো। ওকে জিজ্ঞেস করি, তুমি কি করবে? ও বলে, আমি এমন একটা বিষয়ে পড়বো যে বিষয়ে ভালো ছাত্ররা ভর্তি হয় না। কেন? তাহলে আমি ফার্স্ট হতে পারবো। ফার্স্ট হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসারি করব। কী সেই বিষয়? দর্শন। দর্শন? হ্যাঁ, দর্শন। এই বিষয়ে কেউ পড়তে চায় না। দর্শন হচ্ছে আসল বিষয়।

আমার তখন মনে হচ্ছিল, ও খুব ফোকাসড। তখনই সে তার জীবনের গন্তব্য ঠিক করে ফেলেছে। এতো সুস্পষ্ট ওর চিন্তা এবং বেশ দৃঢ়, মনে হচ্ছিল এই সিদ্ধান্ত ও দীর্ঘ দিন ধরে অনেক ভেবে-চিন্তেই নিয়েছে এবং এখান থেকে ওকে কেউ বিচ্যুত করতে পারবে না।

সেই ছেলেটির নাম কামরুল আহসান। সে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগেই ভর্তি হয়। অনার্স-মাস্টার্স করে বিলেতের গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করে। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগেই শিক্ষক হিশেবে যোগ দেয় এবং এখন কামরুল আহসান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। আমার আজকের এই লেখার মধ্য দিয়ে আমার বন্ধু কামরুল আহসানকে জীবনের পরিকল্পিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারার জন্য অভিনন্দন জানাই।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

বাড়তে পারে সোশ্যাল সিকিউরিটি ভাতা

(শেষ পাতার পর)

নিরাপত্তা কর্মসূচির মাসিক ভাতা গড়ে প্রায় ৭৭ ডলার পর্যন্ত বাড়তে পারে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বৃদ্ধি মূল্যস্ফীতির চাপ সামাল দেয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।দ্য সিনিয়র সিটিজেন্স লিগ–এর সর্বশেষ প্রক্ষেপণ অনুযায়ী, আগামী বছর ভাতা ৩ দশমিক ৮ শতাংশ পর্যন্ত বাড়তে পারে। এতে অবসরপ্রাপ্তদের গড় মাসিক ভাতা বেড়ে প্রায় ২ হাজার ১০৩ ডলারে পৌঁছাবে। অন্যদিকে এএআরপি এবং স্বাধীন বিশ্লেষক মেরি জনসন যথাক্রমে ৩ দশমিক ৬ ও ৩ দশমিক ৭ শতাংশ বৃদ্ধির সম্ভাবনার কথা বলেছেন।তবে এই সম্ভাব্য বৃদ্ধির পরও গড় মাসিক ভাতা প্রবীণদের আনুমানিক ২ হাজার ৭০০ ডলারের জীবনযাত্রার ব্যয়ের তুলনায় প্রায় ৫৯৭ ডলার কম থাকবে। ফলে অনেক প্রবীণের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচ সামাল দেয়া এখনও কঠিনই থেকে যাবে।

বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা ভাতার বার্ষিক সমন্বয় নির্ধারণ করা হয় জীবনযাত্রার ব্যয় সমন্বয় পদ্ধতিতে। এ জন্য সিটির মজুরিভিত্তিক কর্মীদের মূল্যসূচক ব্যবহার করা হয়। প্রতি বছরের জুলাই, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসের মূল্যস্ফীতির গড় হিসাব করে পরের বছরের জানুয়ারি থেকে নতুন ভাতা কার্যকর করা হয়। কিন্তু এই পদ্ধতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই আপত্তি জানিয়ে

আসছেন প্রবীণ অধিকারকর্মীরা। তাদের যুক্তি, কর্মজীবী মানুষের ব্যয়ের ধরন আর প্রবীণদের ব্যয়ের মধ্যে বড় পার্থক্য রয়েছে। প্রবীণদের চিকিৎসা ও আবাসন ব্যয় বেশি হলেও পোশাক বা যাতায়াতে তুলনামূলক কম খরচ হয়। ফলে বর্তমান হিসাব তাদের প্রকৃত আর্থিক চাপের প্রতিফলন ঘটায় না।

এই কারণে দ্য সিনিয়র সিটিজেন্স লিগ প্রবীণদের জন্য আলাদা মূল্যসূচক ব্যবহারের দাবি জানিয়েছে। তাদের প্রস্তাবিত সূচকটি প্রবীণদের প্রকৃত ব্যয়ের অভ্যাসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি।

এএআরপি-এর আর্থিক নিরাপত্তাবিষয়ক সহ-সভাপতি রিচ জনসন বলেন, এই সূচক ব্যবহার করা হলে ১৯৮৬ সালের পর থেকে অধিকাংশ বছরেই সামাজিক নিরাপত্তা ভাতার বৃদ্ধি আরো বেশি হতো। তার হিসাব অনুযায়ী, সেই পদ্ধতি চালু থাকলে ২০২৫ সালে একজন গ্রহীতার মাসিক ভাতা বর্তমানের তুলনায় প্রায় ৮ দশমিক ১ শতাংশ বেশি হতে পারতো।তবে নতুন সূচক নিয়েও বিতর্ক রয়েছে। এটি এখনও পরীক্ষামূলক পর্যায়ে থাকায় এর পরিসংখ্যানগত নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অনেক বিশেষজ্ঞ। কংগ্রেসনাল বাজেট অফিস-এর মতে, এই সূচকে আবাসন ব্যয়ের যে হিসাব ধরা হয়েছে, তা অনেক প্রবীণের বাস্তব পরিস্থিতির সঙ্গে পুরোপুরি মেলে না। কারণ অনেকেই অবসরের আগেই নিজেদের বাড়ির ঋণ পরিশোধ করে ফেলেন। তবুও প্রবীণদের আর্থিক সংকট মোকাবিলায় ভাতা বাড়ানো জরুরি বলে মনে করেন দ্য সিনিয়র সিটিজেন্স লিগ-এর নির্বাহী পরিচালক শ্যানন বেন্টন।তিনি সতর্ক করে বলেন, অর্থের অভাবে অর্ধেকের বেশি প্রবীণ চিকিৎসকের কাছে যাওয়া কমিয়ে দিচ্ছেন বা বন্ধ করে দিচ্ছেন। তার মতে, এই পরিস্থিতি শুধু প্রবীণদের জন্য নয়, দীর্ঘমেয়াদে পুরো স্বাস্থ্যব্যবস্থার জন্যও বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

সিটি মেয়রের অভিবাসী দপ্তরের আইনি সহায়তা হটলাইন

(শেষ পাতার পর)

সহজে এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারেন। এর আওতায় চলতি বছর নিউইয়র্ক সিটি ৩ লাখ ডলার ব্যয়বরাদ্দ সম্বলিত ১৭টি ভাষায় বিজ্ঞাপন প্রচারের কর্মসূচি নিয়েছে। এসব ভাষার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষাগুলো হচ্ছে: ইংরেজি, স্প্যানিশ, চাইনিজ, রুশ, পুলার, তিব্বতি, তাগালগ, নেপালি, কিচওয়া, সোনিঙ্কে, আরবি, পাঞ্জাবি, ফরাসি, হাই-তিয়ান ক্রেওল, উর্দু, ওলোফ, এবং মিন নান। সিটি মেয়র জোহরান মামদানি বলেছেন, নিউইয়র্ক সিটিতে শত শত ভাষায় কথা বলা লোকজনের বসবাস এবং অভিবাসন সংক্রান্ত আইনি সহায়তা সব ভাষাভাষী লোকজনই পেতে পারেন। আমাদের অভিবাসন আইনি সহায়তা হট-লাইন সংশ্লিষ্ট নিউইয়র্কবাসীদের বিনামূল্যে গোপনীয় আইনি সহায়তার সঙ্গে যুক্ত করে, তাদের অভিবাসন স্ট্যাটাস যাই হোক না কেন। চলতি আগস্ট মাস থেকে আমরা ১৭টি ভাষায় এ বিষয়ে বিজ্ঞাপন প্রচার করব, যাতে যারা সংবাদপত্র পাঠ করে, রেডিও শোনে, তারা জানতে পারবে। মেয়রের অভিবাসী দপ্তরের কমিশনার ফাইজা এন আলী বলেছেন, নিউইয়র্কবাসীরা যখন একটি চ্যালেঞ্জিং এবং পরিবর্তনশীল অভিবাসন আইন প্রয়োগের কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে, তখন আমাদের সিটি অভিবাসী কমিউনিটিগুলোতে জানাতে চায় যে, আমরা তাদের সহায়তা দানের জন্য প্রস্তুত। সিটির পাঁচটি বরো জুড়ে আমাদের অভিবাসন আইনি সহায়তা হটলাইনের মাধ্যমে সংশ্লিষ্টরা আমাদের সেবা গ্রহণ করতে পারে। অভিবাসন স্ট্যাটাস নির্বিশেষে নিউইয়র্কবাসীরা তাদের নিজস্ব ভাষায় সহ-ায়তা গ্রহণ করতে অভিবাসন আইনি সহায়তা হটলাইন: ১-৮০০-৩৫৪-০৩৬৫ নম্বরে কল করতে পারেন অথবা ৩১১-এ কল করে 'ইমিগ্রেশন লিগ্যাল' (Immigration Legal) এ সংযোগ স্থানান্তর করার জন্য বলতে পারেন। হটলাইন পরিচালিত হয় নিম্নে বর্ণিত সময়সূচি অনুযায়ী: সোমবার: সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৮টা; মঙ্গলবার: সকাল ৯টা থেকে বিবকাল ৬টা; বুধবার: সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৮টা; বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৬টা; শুক্রবার: সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৬টা এবং প্রতি মাসের শেষ শনিবার সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত।

চুরি বন্ধে ডেলিভারিম্যানদের টিপস বেড়েছে

বাংলাদেশ ডেস্ক : উবার ইটস এবং দূরদেশ-সহ বিভিন্ন অ্যাপ কর্তৃক ড্রাইভারের উপার্জিত অর্থ চুরির ঘটনা ফাঁস হওয়ার পর নিউইয়র্ক সিটিতে ফুড ডেলিভারিম্যানদের টিপসের অর্থ চুরির তথ্যও সামনে এসেছিল। ফুড ডেলিভারিম্যানরাও অ্যাপসের ওপর নির্ভরশীল। মালিকদের মাধ্যমে টিপসের অর্থ চুরির ঘটনা জানাজানি হওয়ার পর ২০২৩ সালে সিটি কাউন্সিলে ডেলিভারিম্যানদের ন্যূনতম মজুরি বিল পাস হয় এবং একইসাথে অ্যাপসকে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার আওতায় আনা হয়। সেই বিল আইনে পরিণত হওয়ার ধারাবাহিকতায় বর্তমানে ডেলিভারিম্যানের ন্যূনতম মজুরি ঘণ্টায় বেড়ে ২২.১৩ ডলার হয়েছে। বুধবার সিটির ব্যাটারি পার্কে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে মেয়র মামদানি জানান যে, টিপস চুরির বিরুদ্ধে আইনটি গত জানুয়ারিতে কার্যকর হওয়ার পর ডেলিভারিম্যানের টিপসের পরিমাণ ১০৪ মি-লিয়ন ডলার বেড়ে ৫৫০ মিলিয়ন ডলার হয়েছে। শুধু তাই নয়, রেস্টুরেন্টের অর্ডারও বেড়েছে সপ্তাহে গড়ে ৭ লাখ।

উল্লেখ্য, নিউইয়র্ক সিটিতে ডেলিভারিম্যানের সংখ্যা ৭০ হাজারের মতো। তারা ঝড়-ঝঞ্জা-তুষারপাত উপেক্ষা করেই বাসায় পৌঁছে দিচ্ছেন খাবার, ওষুধসহ অত্যাবশ্যকীয় অনেক কিছু। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, অ্যাপস পরিচালনাকারি উবার ইটস ও দূরদেশ ফেডারেল কোর্টে আবেদন জানিয়েছিল ডেলিভারিম্যানদের পরিবহন খরচ ও টিপসের ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অটুট রাখার জন্য। গত জানুয়ারিতে নতুন এই বিধি কার্যকর হওয়ার আগেই মাননীয় জজ সেই আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে সিটির ডিপার্টমেন্ট অব কনজিউমার অ্যান্ড ওয়ার্কার্স প্রটেকশন দফতরের কমিশনার স্যাম লেভাইন বলেন, ডেলিভারিম্যানদের আয়-রোজগারের ওপর খবরদারির ব্যাপারটি ছিল অমার্জনীয় অপরাধের সামিল।সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তা প্রমাণিত হয়েছে যে, ডেলিভারিম্যানদের পেটে লাথি দেয়ার উদ্দেশ্যে মালিকপক্ষ তাকে ভুলভাবে পরিচালনা করছিলেন কারণ, নিউইয়র্কবাসী সবসময়ই ডেলিভারিম্যানসহ এ ধরনের সার্ভিসে নিয়োজিতদের টিপস দিতে কখনো কার্পণ্য করেন না।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

এলিস আইল্যান্ড ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ ইমিগ্রেশন

(১০ পাতার পর)

কাস্টমস তালিকাগুলো সংরক্ষিত রয়েছে। এই নথিপত্রগুলো যুক্তরাষ্ট্রের কাস্টমস অফিসে নিরাপদে রাখা হয়েছিল। তাই ফাউন্ডেশনের 'যাত্রী অনুসন্ধান' (Passenger Search) ব্যবস্থায় ১৮৯৭ সালের আগের জাহাজের তালিকা অন্তর্ভুক্ত না থাকলেও, ওই যাত্রীদের কাস্টমস তালিকাগুলো দেখার সুযোগ রয়েছে! জাহাজের তালিকার মতোই এই নথিপত্রগুলোতে প্রতিটি যাত্রীর নাম, বয়স, নিজ দেশের নাম এবং তাঁদের সাথে থাকা মালপত্রের সংখ্যার বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। এখানে অনুসন্ধান করুন!

কোনো অভিবাসীর নথিপত্র যদি ঠিকঠাক থাকত এবং তাঁদের স্বাস্থ্য মোটামুটি ভালো হতো, তবে এলিস

আইল্যান্ডে স্বাস্থ্যপরীক্ষার প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হতে ৩ থেকে ৫ ঘণ্টা সময় লাগত। এই পরীক্ষাগুলো 'রেজিস্ট্রি রুম' বা 'গ্রেট হল'-এ অনুষ্ঠিত হতো, যেখানে চিকিৎসকরা প্রতিটি ব্যক্তিকে দ্রুত পর্যবেক্ষণ করে দৃশ্যমান কোনো শারীরিক অসুস্থতা আছে কি না, তা যাচাই করতেন। এলিস আইল্যান্ডের 'লাইন'-এ (যেখানে অভিবাসীদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হতো) দায়িত্বরত চিকিৎসকরা খুব দ্রুত এই পরীক্ষাগুলো পরিচালনায় অত্যন্ত দক্ষ হয়ে উঠেছিলেন। জাহাজ ছাড়ার বন্দরেই যাত্রীদের যে তালিকা বা 'ম্যানিফেস্ট' পূরণ করা হতো, তাতে অভিবাসীর নাম এবং তাঁদের আদি নিবাস, গন্তব্য ও ভবিষ্যতে তাঁরা সরকারি সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ার কোনো আশঙ্কা আছে কি না, এসব বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর অন্তর্ভুক্ত থাকত। এলিস আইল্যান্ডে আইনি যাচাই-বাছাই বা জিজ্ঞাসাবাদের সময় আইনি পরিদর্শকরা এই নথিপত্রটি ব্যবহার করতেন। প্রচলিত ধারণার বিপরীতে সত্য হলো, এলিস আইল্যান্ডে প্রধান সব ভাষার দোভাষী নিয়োগ করা হয়েছিল; এর ফলে পুরো প্রক্রিয়াটি যেমন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতো, তেমনি নথিপত্রের নির্ভুলতাও নিশ্চিত করা সম্ভব হতো।

দ্বীপটি 'অশ্রুর দ্বীপ' (Island of Tears) হিসেবে পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও, বিপুল সংখ্যক অভিবাসীর সাথে সৌজন্য ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করা হতো; এলিস দ্বীপে মাত্র কয়েক ঘণ্টা কাটানোর পরই তারা আমেরিকায় তাদের নতুন জীবন শুরু করার সুযোগ পেতেন। আগত অভিবাসীদের মধ্যে মাত্র দুই শতাংশকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। প্রবেশের অনুমতি না পাওয়ার প্রধান কারণগুলোর মধ্যে ছিল চিকিৎসকের দ্বারা কোনো অভিবাসীর শরীরে এমন সংক্রামক রোগ শনাক্ত হওয়া যা জনস্বাস্থ্যের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে, অথবা আইনি পরিদর্শকের আশঙ্কা যে সংশ্লিষ্ট অভিবাসী ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের ওপর বোঝা হয়ে দাঁড়াতে পারেন কিংবা অবৈধ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে পারেন। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন কর্মকর্তারা ভুলবশত মনে করেছিলেন যে অভিবাসনের সর্বোচ্চ জোয়ার বা ঢেউটি পার হয়ে গেছে। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে অভিবাসনের হার বাড়তে থাকে। প্রকৃতপক্ষে, ১৯০৭ সালটি ছিল এলিস আইল্যান্ডের ইতিহাসে সবচেয়ে কর্মমুখর বছর; সে সময় সেখানে দশ লক্ষেরও বেশি অভিবাসীর নথিপত্র ও প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছিল। ১৮৮০ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত ব্যাপক অভিবাসনের সেই সময়কালজুড়ে একদল রাজনীতিবিদ ও 'নেটিভিষ্ট' (যারা বহিরাগতদের চেয়ে স্থানীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়ার পক্ষে ছিলেন) ক্রমাগত অভিবাসনের ওপর কঠোর বিধিনিষেধ আরোপের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে কাদের প্রবেশাধিকার থাকবে তা সীমিত করার লক্ষ্যে বেশ কিছু আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছিলড়্যার মধ্যে ছিল সাক্ষরতা পরীক্ষা (লিটারেসি টেস্ট), 'চাইনিজ এক্সক্লুশন অ্যাক্ট' (চীনা অভিবাসন-নিষিদ্ধকরণ আইন), 'অ্যালিয়েন কন্ট্রাক্ট লেবার ল' (বিদেশি চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক আইন), কোটা-সংক্রান্ত আইন এবং 'ন্যাশনাল অরিজিনস অ্যাক্ট'। এসব বিধিনিষেধের ভিত্তি ছিল যুক্তরাষ্ট্রে আগে থেকেই বসবাসরত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংখ্যার অনুপাত। এর ফলে, ১৯২০-এর দশকের শুরু থেকেই এলিস আইল্যান্ডের ব্যবহারের হার দ্রুত হ্রাস পেতে শুরু করে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্বীপটি ভিন্ন এক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীড়উভয়ই এলিস দ্বীপে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। সেনাবাহিনী প্রধান অভিবাসন ভবনটি (Main Immigration Building) ব্যবহার করত, আর নৌবাহিনী ব্যবহার করত মালপত্র ও আবাসন ভবনটি (Baggage and Dormitory Building)| প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস স্থাপিত হয়। প্রয়োজনীয় নথিপত্র যাচাই ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ কনস্যুলেটেই সম্পন্ন হতে থাকে, যার ফলে এলিস দ্বীপের সেই পুরোনো পরিদর্শন প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা দ্রুত ফুরিয়ে যায়। ১৯২৪ সালের পর কেবল সেইসব যাত্রীদেরই এলিস দ্বীপে নিয়ে আসা হতো যাদের নথিপত্রে কোনো সমস্যা ছিল, যাদের মধ্যে সংক্রামক রোগ থাকার সন্দেহ করা হতো, অথবা যারা ছিলেন যুদ্ধ-শরণার্থী ও সহায়তার প্রয়োজন এমন বাস্তুচ্যুত ব্যক্তি। এরপরও আরও তিন দশক ধরে এলিস দ্বীপটি নানা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে থাকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যুক্তরাষ্ট্রের কোস্ট গার্ড সেখানে একটি ঘাঁটি স্থাপন করে এবং প্রায় ৬০,০০০ কোস্ট গার্ড সদস্যকে এলিস দ্বীপে প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এছাড়া, জাপানি, জার্মান ও ইতালীয় নাগরিকদের যাদের 'শত্রু-দেশের নাগরিক' (enemy aliens) হিসেবে সন্দেহ করা হতোড়আটক বা অন্তরীণ রাখার জন্য এলিস দ্বীপে নিয়ে আসা হয়েছিল। ১৯৫৪ সালের নভেম্বরে এলিস আইল্যান্ডে আটক সর্বশেষ ব্যক্তি আর্নে পিটারসেন নামের একজন নরওয়েজীয় বাণিজ্যিক নাবিকড়মুক্তি পান এবং মার্কিন সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এলিস আইল্যান্ড বন্ধ করে দেয়।

যুক্তরাষ্ট্রে এযাবৎকালের অন্যতম বৃহৎ সংস্কার প্রকল্প হিসেবে, 'মিউজিয়াম অফ ইমিগ্রেশন' বা অভিবাসন জাদুঘরটি অভিবাসনের অভিজ্ঞতাকে তিনটি স্তরে তুলে ধরে: এই ঐতিহাসিক স্থাপনাটির স্থাপত্যশৈলী পুনরুদ্ধার; একটি জাতীয় জাদুঘরের নকশা প্রণয়ন; এবং গবেষণার জন্য একটি সর্বজনীন তথ্যভাণ্ডার বা সম্পদ কেন্দ্র গড়ে তোলা। 'ফাইনগোল্ড আলেকজান্ডার' এবং 'বেয়ার ব্লাইন্ডার বেল' যৌথভাবে আমেরিকান ইতিহাসের অন্যতম প্রতীকী ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বো-আর্টস' (Beaux-Arts) শৈলীতে নির্মিত মূল ভবনটির সংস্কার ও অভিযোজিত পুনর্ব্যবহারের (adaptive reuse) নকশা প্রণয়ন করে। নকশা প্রণয়নকারী দল প্রচুর পরিমাণে নথিপত্র পর্যালোচনা এবং সরেজমিনে আলোকচিত্র, ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা পরিচালনা করে। এই গবেষণার ওপর ভিত্তি করে মূল ভবনটিকে ১৯১৮-১৯২৪ সময়কালের রূপে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ঐতিহাসিক ও স্থাপত্যশৈলীর দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পুনরুদ্ধার করা হয়। অন্যান্য অংশ, বিশেষ করে ভবনটির দুটি পার্শ্ব-অংশ (DBs), আধুনিক জাদুঘরের প্রয়োজন অনুযায়ী রূপান্তর করা হয়। ২৩ একর এলাকা কাজের পরিধি ঐতিহাসিক সংরক্ষণ, অভিযোজিত পুনর্ব্যবহার, পুনরুদ্ধার এবং নতুন সংযোজন কার্যক্রম জাদুঘরের প্রদর্শনী, থিয়েটার, মৌখিক ইতিহাস কেন্দ্র (oral-history center), ডিজিটাল বংশপরিচয় বা বং-শলতিকা কেন্দ্র (genealogy center), লাইব্রেরি/পাঠকক্ষ, রেস্তোরাঁ এবং বাইরে বসে খাওয়ার ব্যবস্থা বা ডাইনিং টেরেস।

এলিস আইল্যান্ডে যাওয়ার ফেরির টিকিটে কাটলেই,এলিস আইল্যান্ড ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ ইমিগ্রেশন'-এ প্রবেশের সুযোগ পাওয়া যায়। এবং মিউজিয়াম দেখা শেষ হলে নিদিষ্ট সময়ের মাঝে আবার বিনা টিকেটে ফিরে আসা যায়। এটি সেই সংস্কারকৃত অভিবাসন ভবনগুলোর ভেতরেই অবস্থিত, যেখানে একসময় প্রায় এক কোটি বিশ লক্ষ অভিবাসীর অভিবাসন-সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়েছিল। আলোকচিত্র, পারিবারিক স্মৃতিচিহ্ন, ইন্টার   ্যাক্টিভ ডিসপ্লে এবং চলচ্চিত্রের এক সুবিন্যস্ত সংগ্রহের মাধ্যমে এই জাদুঘরটি আমেরিকার অভিবাসন ইতিহাসের সমৃদ্ধ আখ্যান তুলে ধরে। গ্রেট হল, ব্যাগেজ রুম এবং সংস্কারকৃত ডরমিটরিগুলো ঘুরে দেখার সময় দর্শনার্থীরা নতুন সুযোগের সন্ধানে আসা সেই আশাবাদী মানুষদের অনুভূতির আঁচ পেতে পারেন; আর জাদুঘরের ইন্টার   ্যাক্টিভ প্রদর্শনীগুলো তাদের সেই দীর্ঘ যাত্রার অভিজ্ঞতাকে জীবন্ত করে তোলে। প্রতিটি প্রদর্শনী অভিবাসন প্রক্রিয়ার ওপর আলোকপাত করে এবং দর্শনার্থীদের আমেরিকার 'মেল্টিং পট' বা বিভিন্ন সংস্কৃতির সংমিশ্রণের নানাবিধ বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য অনুধাবনে সহায়তা করে। (তথ্যঃ মিউজিয়ামের জীবন্ত দলিল (ছবি) ,মুভি , মিডিয়া ও আর্কাইভ থেকে সংগ্রহ) ।

BD TAX & ACCOUNTING LLC
FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL
- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit

Munir Ahmed EA, MBA
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT
Immigration Form Fill-up Service
- Family Petition
- Citizenship Application
- Affidavit of Support
- Green Card Renewal
- Green Card Condition Removal
Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service
Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200
e-file
We Accept
37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

ARMAN CPA
ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com
সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)
F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

‘জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর’ উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা : চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের স্মৃতিচিহ্ন ধরে রাখার জন্য গড়ে তোলা জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। এর মধ্য দিয়ে এই স্মৃতি জাদুঘরের দুয়ার সবার জন্য উন্মুক্ত হলো। বুধবার সকালে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে অবস্থিত এ জাদুঘরের স্মৃতি ফলক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ফলক উন্মোচনের পর সূরা ফাতিহা পাঠ এবং দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। পরে প্রধানমন্ত্রী জাদুঘরের বিভিন্ন গ্যালারি ও প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন। তিনি জাদুঘরের সংরক্ষিত নিদর্শন, আলোকচিত্র, দলিলপত্র ও স্মারকগুলো পরিদর্শনের মাধ্যমে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত হন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কন্যা ব্যারিস্টার জাইমা রহমানও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। অনুষ্ঠানে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ঘটনাপ্রবাহ, গণমানুষের অংশগ্রহণ এবং বিজয়ের ইতিহাসভিত্তিক একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ, সংস্কৃতিমন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খান এবং প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাসভবন গণভবনকে রূপান্তর করে গড়ে তোলা এই জাদুঘর এতদিন নানা জটিলতার কারণে চালু করা যায়নি। অবশেষে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে তা উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে দেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যান তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এরপর ৮ আগস্ট অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার শপথ নেয়। পরে এই সরকারের অধীনেই জুলাইয়ের নানা স্মৃতিচিহ্ন নিয়ে সেই গণভবনে তৈরি করা হয় জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর। বাংলাদেশের ফ্যাসিবাদবিরোধী গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় মাইলফলক জুলাই গণঅভ্যুত্থান। এর গৌরবময় স্মৃতি সংরক্ষণ, সংগ্রামের প্রকৃত ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা এবং জুলাই শহীদ ও যোদ্ধাদের আত্মত্যাগের স্মারক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই জাদুঘর। উদ্বোধনের দিন জাদুঘরটি শুধু আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য খোলা থাকছে। বৃহস্পতিবার থেকে তা সবার জন্য উন্মুক্ত হবে।

জনগণ মাঠে নামায় জুলাই আন্দোলন সফল হয়েছে : প্রধানমন্ত্রী : দেশে জুলাই-আগস্ট মাসে যে আন্দোলন হয়েছিল, তা সম্পূর্ণভাবে ছিল জনগণের আন্দোলনড়এমনটা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, জনগণ পরিবর্তন চেয়েছে বলেই জুলাই আন্দোলন সফল হয়েছে। জনগণ যখন সম্পূর্ণভাবে এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছে, তখনই আন্দোলন সফল হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশে (কেআইবি) ‘গণতন্ত্র আদায়ে ১৭ বছরের অনিবার সংগ্রাম ও রক্তঝরা জুলাই জাগরণ’ শীর্ষক আলোচনাসভায় তিনি এসব কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা আমাদের অবস্থান থেকে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছি, এই জুলাই আন্দোলনের সফলতার ক্রেডিট এই দেশের সর্বস্তরের জনগণের। এর কৃতিত্ব কোনো একক ব্যক্তি, একক কোনো রাজনৈতিক দলের এটি কোনো ক্রেডিট নয়।’ প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আসুন, অনেক কথা হয়েছে, আন্দোলন হয়েছে, সংগ্রাম হয়েছে, তর্কবিতর্ক হয়েছে। এখন সময় হচ্ছে দেশ পুনর্গঠন করার, এখন সময় হচ্ছে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। এখন সময় হচ্ছে ধৈর্যসহকারে ঠাণ্ডা মাথায় যারা ষড়যন্ত্র করতে চায় তাদের ষড়যন্ত্রের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা, জনগণকে সতর্ক করা।’ প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, ‘জনগণ এখন চায়, আমরা আমাদের বলা কথাগুলো বাস্তবায়ন করি। জনগণ চায় রাস্তায় শান্তি, জনগণ চায় তার সন্তানের শিক্ষার ব্যবস্থা, জনগণ চায় তার জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা, জনগণ চায় একটি নিরাপত্তা, জনগণ চায় যে তার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা অথবা যার যেটা যোগ্যতা সে অনুযায় ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরিবাকরি করবে। এটি হচ্ছে জনগণের চাওয়া।’

জুলাই আন্দোলনে আত্মত্যাগকারীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘জুলাই আন্দোলনে আমার নিজের দলসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল, যাঁরা আমাদের সঙ্গে রাজপথে ছিলেন তাঁরাসহ নাম জানা না জানা অরাজনৈতিক বহু মানুষ জুলাই আন্দোলনে বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। আমাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব হয়েছে, সরকারের পক্ষে যতটুকু সম্ভব হয়েছে এবং সামনের দিনে সকলের সরকারের সামর্থ্য অনুযায়ী যতটুকু সম্ভব হবে, পরিষ্কারভাবে আমি একটি কথা বলতে চাই, জুলাই আন্দোলনে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, আমরা তাঁদের সঙ্গে আছি।’

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সভাপতিত্বে এবং প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকুর সঞ্চালনায় আলোচনাসভায় বক্তব্য দেন জুলাইয়ের যুগপৎ আন্দোলনের শরিক নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান, জাতীয় পার্টি (কাজী জাফর) চেয়ারম্যান মোস্তফা জামাল হায়দার, বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, গণফোরামের সভাপতি সুব্রত চৌধুরী, বিজেপির চেয়ারম্যান আন্দালিব রহমান পার্থ, গণসংহতি আন্দোলনের জুনায়েদ সাকি, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর, ন্যাশনাল পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান ফরিদুজ্জামান ফরহাদ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলামের মহাসচিব মুফতি মহিউদ্দিন ইকরাম ও ভাসানী জনশক্তি পার্টির সভাপতি শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু। অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশাররফ হোসেন, নজরুল ইসলাম খান, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমদ, সেলিমা রহমান, এ জেড এম জাহিদ হোসেন, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভীসহ কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

আমাদের স্মৃতিতে দীর্ঘ ৩৬ দিনের মাস জুলাই : ড. ইউনূস

ঢাকা : গণমানুষের অধিকার, ন্যায়বিচার এবং গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সাক্ষী জুলাই। আমাদের স্মৃতিতে জুলাই দীর্ঘ, ৩৬ দিনে মাস। জুলাইয়ে আমরা আবারও স্মরণ করি কী ভীষণ শক্তি নিয়ে এ জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে-এমনটাই জানিয়েছেন সাবেক অন্তবর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। বুধবার (৫ আগস্ট) জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে দেওয়া বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন।

বিবৃতিতে তিনি জুলাই গণঅভ্যুত্থানে জীবন উৎসর্গকারী শহিদদের গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন। একইসঙ্গে আন্দোলনে আহত, দৃষ্টিশক্তি হারানো ও পঙ্গুত্ব বরণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, আজকের দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি এই অভ্যুত্থানে যারা জীবন উৎসর্গ করেছেন সেইসব শহিদদের। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যারা আহত হয়েছেন, দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন, পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন তাদের প্রতি।

বিবৃতিতে জুলাই সর্বস্তরের, সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের উল্লেখ করে তিনি বলেন, জুলাই স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও পাবলিক-প্রাইভেট-জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের, যারা রাজপথে নেমে এসেছিল। জুলাই শিক্ষক ও অভিভাবকদের যারা শিক্ষার্থীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। সাংবাদিক, আলোকচিত্রী, পথচারী যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সত্যকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছেন জানিয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, রাজনীতিবিদ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, লেখক, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবর্গ তাদের কণ্ঠ আর সৃজনশীলতা দিয়ে এই গণ-অভ্যুত্থানে শক্তি যুগিয়েছেন। রিকশাচালক, শ্রমজীবী মানুষ, পেশাজীবীরা যে যার জায়গা থেকে আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। চিকিৎসকরা এই যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে চরম ঝুঁকি নিয়ে আহতের জীবন বাঁচাতে চেষ্টা করেছেন। বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশিরা নানা প্রান্ত থেকে সমর্থন জানিয়েছেন, আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। তিনি বলেন, জুলাইয়ে নারীরা যে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে লড়েছিলেন তা দেশের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের নারীদের অনুপ্রাণিত করবে, তরুণদের সাহস জোগাবে। শিক্ষার্থীদের অনন্য নেতৃত্ব বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের তরুণদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান আমাদের শিখিয়েছে দেশের সর্বস্তরের মানুষ যখন ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন তারা সবচেয়ে দুর্ভেদ্য বলে মনে হওয়া কাঠামোকেও বদলে দিতে পারে। বিবৃতিতে ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে আমরা যে গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রযাত্রা শুরু করেছি, এটা অব্যাহত রাখার জন্য আমাদের দৃঢ় সংকল্প নিতে হবে বলে জানান তিনি।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান গণমানুষের অধিকার-ন্যায়বিচারের ঐতিহাসিক অধ্যায় : জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে গণমানুষের অধিকার, ন্যায়বিচার ও গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার এক ঐতিহাসিক অধ্যায় হিসেবে উল্লেখ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের সাবেক প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, দেশের সর্বস্তরের মানুষ যখন ঐক্যবদ্ধ হয়, তখন তারা সবচেয়ে দুর্ভেদ্য বলে মনে হওয়া কাঠামোকেও বদলে দিতে পারে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার (৪ আগস্ট) ফেসবুকে ইউনূস সেন্টারের ভেরিফাইড পেজের মাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন। বিবৃতিতে জুলাইয়ের বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং আহতদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন ড. ইউনূস। তিনি বলেন, ‘গণমানুষের অধিকার ও ন্যায়বিচারের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সাক্ষী এই জুলাই। আমাদের স্মৃতিতে জুলাই দীর্ঘ ৩৬ দিনের এক ঐতিহাসিক মাস। অন্যায়ের বিরুদ্ধে পুরো জাতি সেদিন কী ভীষণ শক্তি নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, তা আজও আমাদের গভীরভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়।’ জুলাই আন্দোলনকে কোনো একক গোষ্ঠীর নয়, বরং সর্বস্তরের মানুষের অভ্যুত্থান হিসেবে অভিহিত করে তিনি বলেন, এই আন্দোলনে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং পাবলিক, প্রাইভেট ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাজপথে নেমে এসেছিলেন। পাশাপাশি শিক্ষক, অভিভাবক, রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ, লেখক, শিল্পী এবং প্রবাসীরা যে যার জায়গা থেকে সাহসিকতার সঙ্গে রাজপথে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে কণ্ঠ মিলিয়েছেন।বিবৃতিতে ড. মুহাম্মদ ইউনূস জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় ঝুঁকি নিয়ে সংবাদ ও তথ্য তুলে ধরা সাংবাদিক-আলোকচিত্রী, দিনরাত সেবা দেওয়া চিকিৎসক এবং রিকশাচালক ও শ্রমজীবী মানুষের অবদানের কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে ধরেন। আন্দোলনে নারীদের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন, জুলাইয়ে নারীরা যে অসীম সাহসিকতার সঙ্গে লড়েছেন, তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে অনুপ্রেরণা জুগিয়ে যাবে। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের অনন্য ও ঐতিহাসিক নেতৃত্ব আগামী দিনের তরুণদের জন্য সব সময় সাহসের উৎস হয়ে থাকবে। বিবৃতিতে প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান প্রমাণ করেছে দেশের সর্বস্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হলে সবচেয়ে শক্ত বা দুর্ভেদ্য বলে মনে হওয়া কাঠামোকেও বদলে দেওয়া সম্ভব। ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে বাংলাদেশ যে গণতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের যাত্রা শুরু করেছে, তা যেকোনো মূল্যে অব্যাহত রাখার দৃঢ় সংকল্প নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

কমিউনিটির রেস্টুরেন্টে গ্রাহক সেবার বেহাল দশা

(শেষ পাতার পর)

হাইটস, জ্যামাইকা, ওজনপার্ক, এস্টোরিয়া, ব্রুকলীন ও ব্রঙ্কস এলাকায়। বাংলাদেশী বেশ কিছু রেস্টুরেন্ট অত্যন্ত সুনামের সাথে ব্যবসা করে আসছে নিউইয়র্ক সিটিতে। এসব রেস্টুরেন্টের রেটিং ও সেবার মান উন্নত। তবে সম্প্রতি কমিউনিটিতে অনেক নতুন রেস্টুরেন্ট যেমন আসছে, তেমনি হাতবদল হচ্ছে অতি দ্রুত। উন্নতমানের খাবার ও গ্রাহক সেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেস্টুরেন্টগুলোর যাত্রা শুরু হলেও ব্যর্থ হচ্ছে কাংখিত সেবা ও খাবারের মান ধরে রাখতে। ফলে সাফল্যের মুখ দেখছে না এসব রেস্টুরেন্ট।

বিশ্বের অন্যতম সেরা রেস্টুরেন্ট ও খাবারের শহর হলো নিউইয়র্ক। এখানে রেস্তোরাঁ রয়েছে প্রায় ২৩ হাজারের মতো। ১৭০টি দেশের বিখ্যাত সব স্ট্রিট ফুড থেকে শুরু করে মিশেলিন-তারকাযুক্ত দামি এসব রেস্তোরাঁয় পাওয়া যায় হাজারো স্বাদের খাবার। ম্যানহাটনে সবচেয়ে বেশি প্রায় ৬ হাজার ৪শ টি রেস্তোরাঁ রয়েছে। এছাড়া ব্রুকলিনে ৪, ৯শ টি, কুইন্সে প্রায় ৩ হাজার ৫শ, ব্রঙ্কসে ২ হাজার ১শ, ও স্টেটেন আইল্যান্ডে চালু আছে ৮৮৪টি টি খাবারের দোকান। কুইন্সের জ্যাকসন হাইটস এলাকায় পাওয়া যায় জনপ্রিয় হালাল ও ঐতিহ্যবাহী স্বাদের বাংলাদেশি ও দক্ষিণ এশীয় খাবার। আমেরিকায় রেস্টুরেন্টে গ্রাহক সেবার মূল বৈশিষ্ট্য হলো অত্যন্ত আন্তরিক, দ্রুত ও পেশাদার প্রকৃতির। রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করার সাথে সাথে একজন কর্মী এখানে হাসিমুখে স্বাগত জানাবেন এবং বসার জন্য টেবিল দেখিয়ে দেবেন গ্রাহকদের। বসার কিছুক্ষণ পর সার্ভার বা ওয়েটার এসে গ্রাহককে নিজের নাম বলবেন এবং অর্ডার নেবেন পানীয় বা খাবারের। মাঝপথে খাবার কেমন লাগছে তা জানতে চাবেন।

‘সেবাই আদর্শ’ এমন বাণী উচ্চারণ করে কমিউনিটিতে যাত্রা শুরু করেছে, এমন অনেক রেস্টুরেন্টে মিলছে না নূন্যতম গ্রাহক সেবা। নিউইয়র্ক সিটির মতো প্রতিযোগিতাপূর্ণ রেস্টুরেন্ট ব্যবসায় দেশী স্টাইলে চালিয়ে যাচ্ছে গ্রাহক সেবা। এসব রেস্টুরেন্টে নতুন ও তরুণ কর্মী নিয়োগ দেয়া হয়। অভিজ্ঞতা ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে কাজে লাগানো হয় তাদেরকে। গ্রাহক সেবা সম্পর্কে নূন্যতম ধারণাহীন এসব কর্মীরা বিপাকে পড়ে যান কাজ শুরু করে। সমাজের বিভিন্ন পর্যায় থেকে উঠে আসা এসব তরুণ-তরুণী খাপ খাওয়াতে পারেন না ভিন্ন প্রতিবেশে। রেস্টরেন্টে আগত গ্রাহককে হাসিমুখে স্বাগত জানিয়ে টেবিলে বসানোর রীতি শেখানো হয় না তাদেরকে। গ্রাহকরা নিজে থেকেই টেবিলে বসে যান। গলা ফাটিয়ে ডাকতে থাকেন ওয়েটার বা কর্মীদের। খাবার অর্ডার করলে কোন খাবারটা আগে গ্রাহকের সামনে দিতে হবে, সে রকম ধারণাও থাকে না অনেক কর্মীর। এমনকি কেউ স্ন্যাকস এবং চায়ের অর্ডার করলে দেখা যায় ওয়েটার আগে চা দিয়ে পড়ে স্ন্যাকস নিয়ে আসছেন। অধিকাংশ রেস্টুরেন্টে দেয়া হয় অত্যন্ত নিম্নমানের প্লাস্টিক কাপ, চামচ, কাগজের প্লেট, বাটি ও ন্যাপকিন। চারজন গ্রাহকের টেবিলে তিনটি ন্যাপকিন দেন এমন ঘটনাও ঘটছে। অনেক খাবারের দোকানের কার্পণ্যতা এতটাই প্রকট যে কাগজের প্লেটে সিঙ্গারার সাথে সস দেয়ার পর প্লেট ভিজে ফুটো হয়ে টেবিলের সাথে মিশে গেছে। খুব কমক্ষেত্রেই রেস্টুরেন্ট কর্মীরা টেবিলে গিয়ে গ্রাহকদের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। উল্টো গ্রাহককে দমে দমে ডাকতে হয় ওয়েটারকে। খাবারের মান নিয়েও বাকবিতন্ডা হয় অনেক রেস্টুরেন্টে। এভাবেই মানহীন গ্রাহক সেবা দিয়ে চলছে কমিউনিটির অনেক রেস্টুরেন্ট। মালিক পক্ষের কোন উদ্যোগ আয়োজন নেই উন্নত সেবা প্রদানের।

গ্রাহক সেবা হলো এমন একটি ব্যবস্থা যার মাধ্যমে কোনো প্রতিষ্ঠান পণ্য বিক্রি করার আগে ও পরে ক্রেতাদের সাহায্য করে। সহজ কথায়, এটি গ্রাহককে খুশি রাখার এবং তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক তৈরি করার কাজ। রেস্টুরেন্ট ব্যবসা সফল করতে এবং টিকিয়ে রাখতে গ্রাহক সেবা বা কাস্টমার সার্ভিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি মূলত গ্রাহকের সন্তুষ্টি অর্জন, খাবারের সুনাম বৃদ্ধি এবং পুনরায় ব্যবসা নিশ্চিত করার মাধ্যমে কোম্পানির ভিত্তি মজবুত করে। গ্রাহক সেবার মূল সুবিধা ও গুরুত্ব হলো গ্রাহক ধরে রাখা। ভালো সেবা পেলে গ্রাহক বারবার ফিরে আসে। যা নতুন ক্রেতা খোঁজার চেয়ে সহজ ও লাভজনক। সন্তুষ্ট গ্রাহক অন্যের কাছে রেস্টুরেন্টের সুনাম করে ভালো দিকগুলো তুলে ধরে, যা নতুন ক্রেতা টানে। গ্রাহকের প্রশ্ন বা অভিযোগ ধৈর্য ধরে শোনা এবং গ্রাহক সেবা উন্নত করতে কর্মীদের দিতে হবে ভালো ব্যবহারের প্রশিক্ষণ। যাতে কর্মীরা হাসিমুখে সেবা দিতে পারেন। সেবা শেষে গ্রাহকের মূল্যায়ন বা মতামত নেওয়া। উন্নত গ্রাহক সেবা এবং মান সম্মত খাবার রেস্টুরেন্ট ব্যবসার সাফল্যের চাবিকাঠি। বিশেষ করে বাথরুম সহ পরিচ্ছন্ন প্রতিবেশ। অনেক রেস্টুরেন্ট মালিক আমলে নেন না এ বিষয়টি। নিউইয়র্ক শহরে রেস্টুরেন্টের পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্য বিভাগ নিয়মিত তদারকি করে। রেস্টুরেন্ট সাময়িকভাবে বন্ধ বা জরিমানা করা হয়। খাবার সংরক্ষণে সঠিক তাপমাত্রায় কাঁচা ও রান্না করা খাবার আলাদা রাখা বাধ্যতামূলক। পেশাগতস্বাস্থ্য আইন না মানলে সুরক্ষায় শেফ ও কর্মীদের হাত ধোয়ার নিয়ম এবং পরিষ্কার পোশাক পরা জরুরি।

অপর দিকে গ্রাহক সেবার মানোন্নয়নে বড় একটি ভূমিকা রয়েছে গ্রাহকদেরও। অনেক গ্রাহক ভালো আচরণ করেন না রেস্টুরেন্ট কর্মীদের সাথে। শুধুমাত্র চা-সিঙ্গারার অর্ডার করে মেতে উঠেন আড্ডায়। টেবিল দখল করে সাবাড় করে দেন ঘন্টার পর ঘন্টা। খাবার টেবিল নোংরা করা এবং উচ্চস্বরে কথা বলে বাজারের মত পরিবেশ সৃষ্টি করেন প্রায়শই। আমেরিকার রেস্টুরেন্টগুলোতে বখশিশ বা টিপস দেওয়া সেবার মানের একটি বড় অংশ। অথচ ওয়েটারদেরকে টিপ্‌স বা বখশিশ প্রদানে কার্পণ্য করেন অনেক গ্রাহক।

অভিবাসন আবেদনে কড়াকড়ি,৩৯ দেশের

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন-সংক্রান্ত বিভিন্ন সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা যাচাই আরও কঠোর করেছে দেশটির নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা সংস্থা। নতুন ব্যবস্থায় উচ্চ ঝুঁকির তালিকায় থাকা ৩৯টি দেশের নাগরিকদের আবেদন বিশেষভাবে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অনেক আবেদন সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে পুনরায় যাচাইও করা হচ্ছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের নির্দেশনার ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তাদের দাবি, আগের যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়ায় নানা ঘাটতি থাকায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা পরীক্ষা ছাড়াই কিছু আবেদন অনুমোদিত হয়েছিল। সেই দুর্বলতা দূর করতেই নতুন ব্যবস্থা কার্যকর করা হয়েছে।হালনাগাদ নির্দেশনায় বলা হয়েছে, নির্বাহী আদেশ ১৪১৬১ এবং সাম্প্রতিক দুটি প্রেসিডেন্টীয় ঘোষণার আওতায় নিরাপত্তা ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত দেশগুলোর নাগরিকদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী আশ্রয়, স্থায়ী বসবাসের অনুমতি, বৈচিত্র্যভিত্তিক ভিসা এবং অন্যান্য অভিবাসন সুবিধার আবেদন নতুন করে পর্যালোচনা করা হচ্ছে। এ সময় আবেদনকারীর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কার্যক্রম, আর্থিক তথ্য, আঙুলের ছাপসহ অন্যান্য জৈবিক পরিচয়সংক্রান্ত তথ্য, অপরাধের রেকর্ড এবং নিরাপত্তা-সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত তথ্য যাচাই করা হচ্ছে। প্রয়োজন হলে আবেদনকারীকে আবারও সাক্ষাৎকারে ডাকা হচ্ছে।সংস্থাটি আরও জানায়, 'অপারেশন প্যারিস' নামে একটি বিশেষ কর্মসূচির আওতায় শরণার্থী এবং উচ্চ ঝুঁকির দেশ থেকে আসা আবেদনকারীদের অতিরিক্ত পটভূমি যাচাই করা হচ্ছে। পরিচয় নিশ্চিত করতে জৈবিক পরিচয় যাচাই আরও জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নতুন তথ্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে যাচাই ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সেবা সংস্থার ভাষ্য, এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য হলো অভিবাসন ব্যবস্থায় জালিয়াতি ঠেকানো, জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার করা এবং কেবল নিরাপত্তা যাচাইয়ে উত্তীর্ণ ও যোগ্য ব্যক্তিদের অভিবাসন সুবিধা দেওয়া।তবে সংস্থাটি স্পষ্ট করেছে, সব আবেদন অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আটকে রাখা হচ্ছে না। যেসব আবেদনকারীর নিরাপত্তা যাচাই শেষ হয়েছে অথবা যাদের কম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে, তাদের আবেদন ধাপে ধাপে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, বিদেশি সন্ত্রাসবাদ, জালিয়াতি এবং সম্ভাব্য জাতীয় নিরাপত্তা হুমকি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সুরক্ষিত রাখতেই এই কঠোর যাচাই-বাছাই কার্যক্রম আরও জোরদার করা হয়েছে।

বাংলাদেশের তীব্র ক্ষোভ

(প্রথম পাতার পর)

ক্ষোভ ও গভীর হতাশা প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ। সরকার বলেছে, ওই অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীরা বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও জনগণের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দিয়েছেন। বুধবার ৫ আগস্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ ধরনের আয়োজনের সম্ভাব্য নেতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে আগে থেকেই ভারত সরকারকে অবহিত করা হয়েছিল। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক পুনর্গঠনের প্রচেষ্টার ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারেড়এমন উদ্বেগ জানানো হলেও অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হতে দেওয়া হয়েছে, যা বাংলাদেশ গভীর দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করেছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জুলাই বিপ্লবের দ্বিতীয় বার্ষিকী পালনের দিনে ভারতীয় মাটিতে শেখ হাসিনার এই বক্তব্য বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি অবমাননা এবং জুলাই বিপ্লবের শহীদদের স্মৃতির প্রতি গুরুতর অসম্মান। জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠিত তথ্য, বিশেষ করে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে নিরীহ মানুষ ও শিশু হত্যার ঘটনাকে অস্বীকার করার চেষ্টা ইতিহাসকে বিকৃত করার ব্যর্থ প্রয়াস বলেও উল্লেখ করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরো জানায়, জুলাই বিপ্লবের চেতনা ধারণ করে বাংলাদেশের জনগণ ফ্যাসিবাদে আর কখনো ফিরে না যাওয়ার এবং দেশকে কোনো রাষ্ট্রের ওপর নির্ভরশীল না করার অঙ্গীকার করেছে। দণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীদের বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিসরে আর কোনো স্থান নেই বলেও বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বাংলাদেশ সার্বভৌম সমতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং জাতীয় মর্যাদার ভিত্তিতে ভারতের সঙ্গে গঠনমূলক, পারস্পরিক কল্যাণকর ও ভবিষ্যতমুখী সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। তবে ২০১৩ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্বাক্ষরিত প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় দণ্ডপ্রাপ্ত শেখ হাসিনাকে দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য বাংলাদেশের বারবার অনুরোধের বিষয়ে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এখনো কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। এর বিপরীতে তাকে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ্যে কথা বলার সুযোগ দেওয়া বাংলাদেশের জনগণের অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে এবং দুই দেশের সুসম্পর্ক বিকাশের জন্য ক্ষতিকর বলে জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

মেয়র মামদানির পরিকল্পনায়

(শেষ পাতার পর)

অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকা সরকারি জমিতে প্রায় ৫০ হাজার নতুন বাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে তার প্রশাসন। নগরজুড়ে প্রায় ১০০টি স্থানে পর্যায়ক্রমে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।সম্প্রতি ব্রঙ্কসে একটি দ্বিতল বাসে ভ্রমণ করে সাংবাদিকদের সামনে এমন কয়েকটি সরকারি জমি ঘুরে দেখান মেয়র মামদানি, যেগুলো দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়নের অপেক্ষায় রয়েছে। এর মধ্যে এমন জমিও রয়েছে, যেগুলোর পুনর্বিন্যাসের প্রতিশ্রুতি ২০১৮ সালে দেয়া হলেও বাস্তবে কোনো কাজ শুরু হয়নি।নিউইয়র্কের আগের দুই মেয়রও আবাসন সংকট সমাধানে অব্যবহৃত সরকারি জমি ব্যবহারের পরিকল্পনা করেছিলেন। তবে সেই পরিকল্পনার বেশির ভাগই বাস্তবায়নের পর্যায়ে পৌঁছায়নি। দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিনেই মেয়র মামদানি একটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করে এ বিষয়ে একটি বিশেষ কর্মীদল গঠন করেন।

মেয়র জানান, বাড়তে থাকা বাসস্থান ব্যয় এবং ভাড়ার চাপে অনেক নিউইয়র্কবাসী শহর ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। তাই দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত বা বিভিন্ন কারণে আটকে থাকা সরকারি জমিগুলো দ্রুত উন্নয়নের আওতায় আনাই তার প্রশাসনের অন্যতম অগ্রাধিকার।দায়িত্ব নেয়ার সাত মাসের মধ্যে প্রশাসন একটি অনলাইন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করেছে। এর মাধ্যমে নগরবাসী নিজ এলাকায় কোন জমিতে কী কাজ হচ্ছে, কোন প্রকল্প কোন পর্যায়ে রয়েছে এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী–তা সরাসরি জানতে পারবেন।

প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী, প্রতি বছর অন্তত পাঁচটি নতুন স্থানের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রকাশ করা হবে। এর মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে অচল হয়ে থাকা সরকারি জমিগুলো ধাপে ধাপে আবাসন প্রকল্পে রূপান্তর করা হবেমেয়রের আবাসনবিষয়ক উপপ্রধান বলেছেন, শহরে সহজে উন্নয়নযোগ্য খালি জমি এখন খুবই সীমিত। তাই আগের প্রশাসনগুলোর ফেলে যাওয়া জটিল প্রকল্প ও অব্যবহৃত সরকারি জমিগুলোকে কাজে লাগিয়েই নতুন আবাসন গড়ে তুলতে হবে।প্রশাসনের মতে, সরকারি জমি বছরের পর বছর অব্যবহৃত রেখে দেয়ার পরিবর্তে তা জনস্বার্থে ব্যবহার করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। ৫০ হাজার নতুন বাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে নিউইয়র্কের দীর্ঘদিনের আবাসন সংকট মোকাবিলায় এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

কুইন্সে আসছে সাশ্রয়ী ফ্ল্যাট

(শেষ পাতার পর)

নর্মিত হতে যাচ্ছে প্রায় এক হাজার নতুন আবাসনের একটি বৃহৎ প্রকল্প। এর মধ্যে ৬০০টিরও বেশি ফ্ল্যাট নিম্ন ও মধ্যম আয়ের পরিবারের জন্য সাশ্রয়ী ভাড়ায় বরাদ্দ থাকবে। নিউ-ইয়র্ক সিটি আবাসন সংরক্ষণ ও উন্নয়ন বিভাগের কমিশনার ডিনা লেভি গত ২৯ জুলাই নতুন এই প্রকল্পের ঘোষণা দেন। তিনি জানান, দীর্ঘদিন ধরে খালি পড়ে থাকা একটি জমিতে 'দ্য ওরিয়ন' নামে বহুমুখী এই আবাসন প্রকল্প গড়ে তোলা হবে। এর লক্ষ্য শুধু নতুন বাসস্থান তৈরি নয়, বরং আধুনিক নাগরিক সুবিধাসহ একটি পূর্ণাঙ্গ আবাসিক পরিবেশ নিশ্চিত করা।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, প্রকল্পটিতে প্রায় এক হাজার নতুন আবাসন ইউনিট থাকবে। এর মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ, অর্থাৎ ৬০০টিরও বেশি ফ্ল্যাট স্বল্প ও মধ্যম আয়ের পরিবারের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। পাশাপাশি ১৪৫টির বেশি সহায়তামূলক আবাসনও রাখা হবে। এসব ইউনিটে বিশেষ সহায়তার প্রয়োজন এমন মানুষ নিরাপদ পরিবেশে বসবাসের সুযোগ পাবেন।শুধু আবাসন নয়, বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবনকে সহজ করতে প্রকল্পে রাখা হয়েছে নানা সুবিধা। এখানে থাকবে শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র, কর্মসংস্থান সহায়তা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং একটি আবদ্ধ কমিউনিটি সুইমিং পুল। কর্মসংস্থান সহায়তা কেন্দ্রটিতে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি চাকরি খুঁজে পেতে সহায়তা দেয়া হবে। একই সঙ্গে এটি স্থানীয় বাসিন্দাদের সভা, সামাজিক অনুষ্ঠান ও কমিউনিটির বিভিন্ন কার্যক্রমের জন্যও ব্যবহার করা যাবে।হান্টার্স পয়েন্ট সাউথ এলাকা ইস্ট রিভারের তীরঘেঁষা প্রায় ৩০ একর জমির ওপর গড়ে উঠেছে। একসময় এটি ছিল শিল্পাঞ্চল। ২০১২ সালের গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক আয়োজনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত না হওয়ার পর সিটি কর্তৃপক্ষ এলাকাটিকে ধাপে ধাপে মিশ্র আয়ের আধুনিক আবাসিক এলাকায় রূপান্তরের উদ্যোগ নেয়।

নতুন 'দ্য ওরিয়ন' প্রকল্পটি বর্তমান নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানির 'ব্লক বাই ব্লক' কর্মসূচির গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই কর্মসূচির আওতায় আগামী দুই বছরে সাশ্রয়ী আবাসন নির্মাণে ৫ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে।তবে প্রকল্পটির নির্মাণকাজ কবে শুরু হবে, সে বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। নির্মাণ শুরুর আগে নির্বাচিত উন্নয়নকারী প্রতিষ্ঠানকে সিটি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অর্থায়ন ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। এরপরই শুরু হবে কুইন্সের নতুন এই বহুল প্রত্যাশিত আবাসন প্রকল্পের কাজ।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে WEEKLY BANGLADESH

অনিয়মিত অভিবাসনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের চলমান অভিযানের অংশ হিসেবে আরও ২৩ বাংলাদেশিকে দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। ৩০ জুলাই সকাল ১১টার দিকে একটি বিশেষ ফ্লাইটে তারা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌছান।

বাংলাদেশিসহ সাড়ে ৪ লাখ অভিবাসী ঝুঁকিতে

(প্রথম পাতার পর)

ফেরত পাঠাতে পারবে। অভিবাসন নীতিতে এই পরিবর্তনের ফলে কয়েক হাজার বাংলাদেশিসহ প্রায় ৪ লাখ ৪৫ হাজার এসাইলাম আবেদনকারী বহিস্কার বা ডিপোর্টেশনের ঝুঁকিতে পড়েছেন। মানবাধিকারকর্মী, অভিবাসন আইনজীবী এবং সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা এ ধরনের পদক্ষেপকে যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে অন্যতম কঠোর অভিবাসন নীতি হিসেবে অভিহিত করেছেন। তাদের মতে, এই নীতি কেবল মানবিক সংকটই তৈরি করবে না, বরং যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের লালিত গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকারের মূল্যবোধকেও প্রশ্নবিদ্ধ করবে। নতুন আশ্রয় নীতি অভিবাসনে বড় পরিবর্তনের সূচনা করেছে। ট্রাম্প প্রশাসন আশ্রয় ব্যবস্থায় একটি পরিবর্তনের ঘোষণা দিয়েছে, যা লাখ লাখ এসাইলাম প্রার্থীকেই তাদের মামলার পক্ষে প্রাথমিক সাক্ষাৎকারের সুযোগ না দিয়েই বহিষ্কার কার্যক্রমে পাঠাতে পারে। নতুন নীতি গত ২৭ জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছে। দক্ষ এসাইলাম অফিসারদের দ্বারা ওইসব আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার বাধ্যবাধকতা বাতিল করা হয়েছে, যারা এমনকি বৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছে অথবা যাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিবাসন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ আনা হয়নি। এখন, ইউএস. সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস, যে সংস্থাটি আশ্রয় দাবির একটি বড় অংশ তদারকি করে, তারা এসব মামলা সরাসরি বহিষ্কার কার্যক্রমের জন্য অভিবাসন আদালতে পাঠাতে পারে, যা বহিষ্কারের আদেশের সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যেতে পারে। দিনটি আরও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে শুরু করুন। প্রতিদিন সকালে আপনার ইনবক্সে আপনার প্রয়োজনীয় সব খবর পান।

একটি যৌথ বিবৃতিতে, ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি এবং USCIS বলেছে যে নতুন নিয়মটি আশ্রয় ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য মামলার জট কমানোর জন্য তৈরি করা হয়েছে, যেখানে আনুমানিক ১.৪ মিলিয়ন মামলা বিচারাধীন রয়েছে। গত জুন মাসের ২৫ তারিখে মেক্সিকো-যুক্তরাষ্ট্র সীমান্তে মেক্সিকোর মেক্সিকালিতে সীমান্ত পারাপারের দিকে গাড়িগুলো এগিয়ে যাচ্ছে, যখন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে রায় দিয়ে ফেডারেল সরকারের সেই ক্ষমতাকে সমর্থন করেছে, যার মাধ্যমে কর্মকর্তারা যখন মনে করেন যে যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্ত পারাপার অতিরিক্ত আশ্রয় দাবিগুলো সামলানোর জন্য অত্যধিক চাপের মধ্যে রয়েছে, তখন আশ্রয়প্রার্থীদের ফিরিয়ে দিতে পারে।

কিন্তু অভিবাসন আইন বিশেষজ্ঞরা নতুন নিয়মটির সমালোচনা করে বলেছেন, এটি যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন ব্যবস্থায় থাকা অবস্থায় অভিবাসীদের ইতোমধ্যেই সীমিত সুরক্ষা কেড়ে নিয়ে প্রশাসনের বহিষ্কার কর্মসূচিকে এগিয়ে নেওয়ার একটি প্রচেষ্টা। জানা গেছে, ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন নিয়মের ফলে ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেসের কাছে বিচারাধীন প্রায় ৪ লাখ ৪৫ হাজার অ্যাসাইলামের আবেদন সরাসরি বিচার বিভাগের ইমিগ্রেশন কোর্টে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগে নিয়ম ছিল, যারা বৈধভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছেন বা যাদের বিরুদ্ধে পূর্বে কোনো অভিবাসন আইন লঙ্ঘনের অভিযোগ নেই-তারা একজন বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত আশ্রয় কর্মকর্তার (অ্যাসাইলাম অফিসার) সামনে নিজেদের আবেদন উপস্থাপন করার সুযোগ পেতেন। যদি কোনো কারণে সেই কর্মকর্তার কাছে আবেদনটি গ্রহণযোগ্য না হতো, তবে অ্যাসাইলাম অফিসার আবেদনকারীকে বহিষ্কার-প্রক্রিয়ার জন্য ইমিগ্রেশন আদালতে পাঠাতে পারতেন, অথবা প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তাদের আবেদন প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিতে পারতেন। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অনেক আবেদনকারী শেষ পর্যন্ত মার্কিন নাগরিকত্ব অর্জনের পথেও অগ্রসর হতে পারতেন। কিন্তু নতুন নিয়মের অধীনে ট্রাম্প প্রশাসন ইমিগ্রেশন বিচারকদের এমন ক্ষমতা প্রদান করেছে-যার মাধ্যমে তারা কোনো ধরনের আনুষ্ঠানিক শুনানি ছাড়াই নির্দিষ্ট কিছু মামলা সরাসরি খারিজ করে দিতে পারবেন। এর অর্থ হলো, যেসব মানুষ নিজেদের জীবন বাঁচাতে, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা পেতে যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তারা নিজেদের স্বপক্ষে কোনো যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ পাওয়ার আগেই নিজ দেশে নির্বাসিত হতে পারেন। সার্বিকভাবে ট্রাম্প প্রশাসনের এ নতুন নিয়ম এবং ধারাবাহিক অভিযানগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন ব্যবস্থায় এক নজিরবিহীন আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে। বৈধ আশ্রয়ের অপেক্ষায় থাকা ব্যক্তি থেকে শুরু করে ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়া প্রযুক্তিকর্মী- সবাই এখন সমানভাবে বহিষ্কারের আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন।

এয়ারপোর্টে বাড়ছে আইস এর অভিযান : যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অভিবাসন আইন প্রয়োগে নতুন ধারা দেখা যাচ্ছে। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে দেশের বিভিন্ন বিমানবন্দরে ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট আইস এর অভিযান জোরদার করেছে। একই সময়ে অ্যাসাইলাম আবেদন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এনেছে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব ও অভিবাসন সংস্থা (ইউএসসিআইএস)। অভিবাসন আইনজীবীরা বলছেন, এই দুটি পরিবর্তনের ফলে যাদের অ্যাসাইলাম, স্ট্যাটাস পরিবর্তন, গ্রিন কার্ড বা অন্য কোনো ইমিগ্রেশন আবেদন এখনো নিষ্পত্তি হয়নি, তাদের জন্য বিমান ভ্রমণ আগের তুলনায় বেশি স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে। রয়টার্সসহ একাধিক আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সান ফ্রান্সিসকো, লস অ্যাঞ্জেলেস, লাস ভেগাস, ডেনভার, ন্যাশভিলসহ বিভিন্ন বিমানবন্দরে সাম্প্রতিক সময়ে অভিবাসন-সংক্রান্ত কারণে যাত্রীদের আটক করার ঘটনা বেড়েছে। এসব অভিযানে শুধু চূড়ান্ত বহিষ্কার আদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাই নন, কিছু ক্ষেত্রে বিচারাধীন ইমিগ্রেশন আবেদন বা ভিসা-সংক্রান্ত জটিলতায় থাকা ব্যক্তিদেরও আটক করা হয়েছে।

এই উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে মেরিল্যান্ডের বাল্টিমোরে ঘটে যাওয়া একটি বহুল আলোচিত ঘটনা। গত সপ্তাহে বাল্টিমোর ওয়াশিংটন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে (বিডব্লিউআই) অভ্যন্তরীণ একটি ফ্লাইটে ওঠার সময় জনস হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্লুমবার্গ স্কুল অব পাবলিক হেলথের গবেষক ফাতিমা আমেকাকে আইস আটক করে। ঘটনাটি দেশজুড়ে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। পরে তাকে মুক্তি দেওয়া হলেও যুক্তরাষ্ট্রের হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ (ডিএইচএস) জানায়, তিনি ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছিলেন এবং সে কারণেই অভিবাসন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়। অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মী, গবেষক ও কয়েকজন আইনপ্রণেতা এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বিমানবন্দরে অভিযানের পেছনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে এসেছে সাম্প্রতিক অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে। রয়টার্সের পর্যালোচনা করা অভ্যন্তরীণ নথি অনুযায়ী, ট্রান্সপোর্টেশন সিকিউরিটি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (টিএসএ) ২০২৫ সালের শুরু থেকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৩১ হাজারের বেশি যাত্রীর তথ্য আইস এর কাছে পাঠায়। সেই তথ্যের ভিত্তিতে ৮০০ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার বা আটক করা হয়। ডিএইচএস বলছে, জাতীয় নিরাপত্তা ও অভিবাসন আইন বাস্তবায়নের স্বার্থে সংস্থাগুলোর মধ্যে তথ্য আদান প্রদান আইনসম্মত। তবে অভিবাসন অধিকারকর্মীরা বলছেন, সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের জন্য তৈরি যাত্রী তথ্যব্যবস্থা এখন বেসামরিক অভিবাসন আইন প্রয়োগেও ব্যবহৃত হওয়ায় অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বেগ বেড়েছে। এদিকে অ্যাসাইলাম আবেদনকারীদের জন্যও এসেছে গুরুত্বপূর্ণ নীতিগত পরিবর্তন। ইউএসসিআইএস সম্প্রতি একটি অন্তর্বর্তীকালীন চূড়ান্ত বিধি কার্যকর করেছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে অ্যাসাইলাম কর্মকর্তা আবেদনকারীর সাক্ষাৎকার না নিয়েই আবেদনটি সরাসরি ইমিগ্রেশন কোর্টে পাঠাতে পারবেন। সরকারের ভাষ্য, দীর্ঘদিনের মামলার জট কমানো এবং দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

তবে অভিবাসন আইন কর্মকর্তাদের একাংশের আশঙ্কা, সাক্ষাৎকারের সুযোগ কমে গেলে অনেক আবেদনকারী তাদের নির্যাতনের অভিজ্ঞতা বা আশ্রয় চাওয়ার কারণ বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করার গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ হারাতে পারেন। যদিও কোনো আবেদন সরাসরি ইমিগ্রেশন কোর্টে পাঠানো মানেই সেটি বাতিল নয়। সে ক্ষেত্রে আবেদনকারী একজন ইমিগ্রেশন বিচারকের সামনে পূর্ণাঙ্গ শুনানির সুযোগ পাবেন। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে অভিবাসন আইনজীবীরাও সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন। তাদের ভাষ্য, যাদের অ্যাসাইলাম মামলা, স্ট্যাটাস পরিবর্তনের আবেদন, গ্রিন কার্ড বা ওয়ার্ক পারমিটের আবেদন এখনো বিচারাধীন, তারা অপ্রয়োজনীয় বিমান ভ্রমণের আগে অবশ্যই নিজেদের আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করুন। একই সঙ্গে ভ্রমণের সময় বৈধ পরিচয়পত্র, ইমিগ্রেশন-সংক্রান্ত নথিপত্র এবং প্রয়োজনে আইনজীবীর যোগাযোগের তথ্য সঙ্গে রাখার পরামর্শও দিচ্ছেন তারা। ইমিগ্রেশন আইনজীবীরা আরও মনে করিয়ে দিচ্ছেন, বিচারাধীন আবেদন থাকা মানেই সবাইকে আটক করা হবে এমন কোনো নিয়ম নেই। প্রতিটি মামলার আইনি অবস্থা, নথিপত্র এবং ব্যক্তির অভিবাসন ইতিহাস আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা হয়। তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রচারিত গুজব বা অসম্পূর্ণ তথ্যের ওপর নির্ভর না করে, ডিএচএস, ইউএসসিআইএস এবং অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন আইনজীবীর পরামর্শ অনুসরণ করাই বর্তমান পরিস্থিতিতে সবচেয়ে নিরাপদ পদক্ষেপ।

মিশিগানে ডেমোক্রেট সিনেট প্রাইমারিতে আল-সাইয়িদ জয়ী

(প্রথম পাতার পর)

পার্টির সিনেট প্রাইমারিতে জয়ী হয়েছেন প্রগতিশীল জনস্বাস্থ্যকর্মী আবদুল আল-সাইয়িদ। ইসরায়েলপন্থী গোষ্ঠীগুলোর প্রায় ৬ কোটি ডলারেরও (৬০ মিলিয়ন) বেশি নির্বাচনী প্রচারণার খরচকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আল-সাইয়িদ এ ঐতিহাসিক মনোনয়ন লাভ করেছেন। মার্কিন গণমাধ্যম এনবিসি এ পূর্বাভাস দিয়েছে। ৪ আগস্ট মঙ্গলবারের এ নির্বাচনী ফলাফলকে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রভাবশালী ইসরায়েলপন্থী লবিং গ্রুপ 'আমেরিকান ইসরায়েল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটি' বা এআইপিএসির জন্য একটি মস্ত বড় ধাক্কা হিসেবে দেখা হচ্ছে। আবদুল আল-সাইয়েদকে হারাতে এ গোষ্ঠীই মূলত সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কিন কংগ্রেস সদস্য হেইলি স্টিভেন্সের পক্ষে ৩ কোটি ডলারের (৩০ মিলিয়ন) বেশি অর্থ ঢেলেছিল।

যুক্তরাষ্ট্রে আগামী নভেম্বর মাসে অনুষ্ঠেয় মধ্যবর্তী নির্বাচনে আল-সাইয়েদ সাবেক রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য মাইক রজার্সের মুখোমুখি হবেন। নির্বাচনে যে কয়টি আসনে সিনেট নিয়ন্ত্রণের জন্য তীব্র লড়াই হবে, তার মধ্যে মিশিগানের এ আসনটিকে অন্যতম ধরা হচ্ছে। এ আসনের ফলাফলই নির্ধারণ করতে পারে যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাকি মেয়াদে সিনেটের নিয়ন্ত্রণ কোন দলের হাতে থাকবে।মিসরীয় বংশোদ্ভূত আবদুল আল-সাইয়েদ যদি নভেম্বরের নির্বাচনে জয়ী হন, তবে তিনি হবেন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের প্রথম মুসলিম সিনেটর।

২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের পক্ষে ভোট দেওয়া দোদুল্যমান মিশিগান অঙ্গরাজ্যের মঙ্গলবারের এ ফলাফল মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিয়ে ডেমোক্র্যাটদের নীতিতে বড় ধরনের প্রভাব ফেলবে।আল-সাইয়িদ ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলের চালানো নৃশংসতাকে 'গণহত্যা' হিসেবে আখ্যা দেন। তাঁর মতে, যেসব যুদ্ধে অর্থ ঢাললে শুধু ইসরায়েলেরই লাভ হয়, সেই অর্থ বন্ধ করে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন এবং অবকাঠামোগত সমস্যার সমাধানে বিনিয়োগ করা উচিত। কোনো প্রার্থীর পক্ষে সরাসরি ওকালতি না করা নিরপেক্ষ সংগঠন 'আরব আমেরিকান ইনস্টিটিউট'-এর নির্বাহী পরিচালক মায়া বেরি আল-সাইয়েদের এ জয়কে একটি 'বিরাট ঘটনা' বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, ভোটাররা এমন বিজ্ঞাপনের বন্যায় পা দেননি, যেখানে কোনো নীতি বা জনকল্যাণের কথা ছিল না; বরং শুধু 'আবদুল নামের এক আরবআমেরিকান মুসলিমকে' লক্ষ্য করে নেতিবাচক ব্যক্তিগত আক্রমণ চালানো হয়েছিল।মায়া বেরি আল-জাজিরাকে বলেন, 'আমি সারা দেশের মানুষকে এটা জানাতে পেরে রোমাঞ্চিত যে মিশিগানের মানুষ এ নোংরা রাজনীতি মুখ বুজে সহ্য করবে না।'

মিশিগানে ডেমোক্র্যাটদের ভোটের মূল ইস্যু হয়ে উঠে গাজা যুদ্ধ

আল-জাজিরা : ইয়েমেনি-আমেরিকান অধিকারকর্মী সামরা লোকমান ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছিলেন। এ নিয়ে তাঁর মধ্যে কোনো অনুশোচনা নেই। লোকমান বলেন, যুদ্ধপন্থী অবস্থান এবং অভিবাসনবিরোধী নীতির কারণে ট্রাম্প মিশিগানের আরব-আমেরিকানদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। তবে গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা চলার সময় অনুষ্ঠিত ওই নির্বাচনে (২০২৪) ডেমোক্র্যাটদের আবারও ভোট দেওয়াটা তাঁদের কাছে যৌক্তিক বলে মনে হয়নি। আল-জাজিরাকে সামরা লোকমান বলেন, 'গণহত্যার জন্য জবাবদিহি নিশ্চিত করতেই হতো। আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তা নিয়ে আমাদের কোনো আফসোস নেই।' লোকমান আরও বলেন, 'শুরু থেকেই আমি বলেছিলাম, প্রয়োজনে ট্রাম্পকে আরও চার বছর মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মেনে নিতে আমি প্রস্তুত। আমরা জানতাম, আমাদের অনেক ইস্যুতে তাঁর অবস্থান খারাপ হবে। তবু ডেমোক্রেটিক দলকে জবাবদিহির মুখে ফেলতে আমরা এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে রাজি ছিলাম।' সামরা লোকমান একা নন। ট্রাম্পের কট্টর ইসরায়েলপন্থী নীতি এবং ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ সত্ত্বেও আরব-আমেরিকানদের অনেকে মনে করেন, ২০২৪ সালের নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে সমর্থন করার কোনো সুযোগই ছিল না। তাঁদের বিশ্বাস, ডেমোক্রেটিক দলের সঙ্গে রাজনৈতিক দূরত্ব তৈরি করার সিদ্ধান্তই ছিল আরব-আমেরিকানদের জন্য সঠিক পদক্ষেপ।মিশিগান অঙ্গরাজ্যের ডেট্রয়েট এলাকায় বিপুলসংখ্যক আরব ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। ওই এলাকার বিশিষ্ট রাজনৈতিক কৌশলবিদ হুসেইন দাবাজেহ আল-জাজিরাকে বলেন, 'নিজের বিবেকের কাছে সৎ থেকে আমি কাউকেই কমলা হ্যারিস বা ডোনাল্ড ট্রাম্পকে ভোট দিতে বলতে পারতাম না।'

দাবাজেহ আরও বলেন, দুই খারাপ বিকল্পের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম খারাপটিকে বেছে নেওয়ার যুক্তি এখন আর আরব ভোটারদের প্রভাবিত করতে পারছে না। জো বাইডেনের নেতৃত্বাধীন বিগত ডেমোক্রেটিক সরকার গাজায় যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত করতে চাপ দেওয়ার দাবি উপেক্ষা করেছিল। ফিলিস্তিন ও লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় কয়েক হাজার মানুষ নিহত হওয়া সত্ত্বেও ইসরায়েলকে অস্ত্র ও সামরিক সহায়তা দিয়ে গিয়েছিল তারা। এ কারণে ২০২৪ সালের নির্বাচনে আরব-আমেরিকানদের মধ্যে ডেমোক্র্যাটদের জনপ্রিয়তা ব্যাপকভাবে কমে যায়। তৎকালীন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসও ইসরায়েলের ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়টি বিবেচনা করতে অস্বীকৃতি জানান। এসব নীতির কারণে বহু আরব-আমেরিকান ভোটার দলটি থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেন। তাঁরা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসকে সমর্থন করতে অনীহা প্রকাশ করেন। অথচ বছরের পর বছর ধরে আরব-আমেরিকানরা ডেমোক্রেটিক দলের নির্ভরযোগ্য ভোটার ছিলেন। ডেমোক্র্যাটদের জনপ্রিয়তা কমে যাওয়ার পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ট্রাম্প নিজেকে 'শান্তির প্রার্থী' হিসেবে তুলে ধরেন। তাঁর নির্বাচনী প্রচার দল আরব-আমেরিকান সম্প্রদায়ের নেতা ও অধিকারকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে।

প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ট্রাম্পের নীতি : ২০২৪ সালের নির্বাচনের আগে মিশিগানে এক নির্বাচনী সমাবেশে ট্রাম্প স্থানীয় কয়েকজন মুসলিম ইমামকে মঞ্চে তুলে আনেন এবং আরব ও মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রশংসা করেন। নির্বাচনের আগে তিনি ডেট্রয়েটের উপকণ্ঠে ডিয়ারবর্ন এলাকাও সফর করেন। সেখানে আরব ও মুসলিম জনগোষ্ঠীর বসবাস বেশি। শেষ পর্যন্ত ট্রাম্প মিশিগানে জয়ী হন। এর অন্যতম কারণ ছিল ডিয়ারবর্ন এলাকার অনেক আরব ভোটার কমলা হ্যারিসকে সমর্থন দিতে অস্বীকৃতি জানান। তাঁদের কেউ ট্রাম্পকে ভোট দেন, কেউ তৃতীয় কোনো দলের প্রার্থীকে সমর্থন করেন, কেউ প্রেসিডেন্ট পদের ঘর ফাঁকা রেখে ব্যালট জমা দেন, আবার কেউ ভোটই দেননি। ওই নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করেছে আল-জাজিরা। এতে দেখা যায়, পূর্ব ডিয়ারবর্নের আরব-অধ্যুষিত ভোটকেন্দ্রগুলোতে প্রায় ৪৫ শতাংশ ভোট পান ট্রাম্প, ২৯ শতাংশ ভোট যায় গ্রিন পার্টির প্রার্থী জিল স্টেইনের বক্সে এবং ১৬ শতাংশ ভোট পান কমলা হ্যারিস। প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ট্রাম্প ইসরায়েলকে গাজা ও লেবাননে সামরিক হামলা অব্যাহত রাখার সুযোগ দেন। পাশাপাশি তিনি কোনো উসকানি ছাড়াই ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। এতে বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বেড়ে যায়। দেশের ভেতরেও তিনি ফিলিস্তিনপন্থী আন্দোলনের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন আরও জোরদার করেন। এর অংশ হিসেবে ইসরায়েলের সমালোচনা করে আন্দোলনে নামা বিদেশি শিক্ষার্থীদের বহিষ্কারের অভিযান শুরু করেন ট্রাম্প। এ ছাড়া ফেব্রুয়ারিতে ট্রাম্প ইয়েমেনের নাগরিকদের জন্য বিদ্যমান অভিবাসন সুরক্ষা কর্মসূচিও বাতিল করেন। এতে ইয়েমেনের নাগরিকদের মধ্যে ভয় ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। অথচ ২০২৪ সালের নির্বাচনে এই কমিউনিটির অনেক নেতাই তাঁকে সমর্থন দিয়েছিলেন। বর্তমানে আরব-আমেরিকানরা ট্রাম্পকে নিয়ে কী ধরনের মনোভাব পোষণ করেনড়এমন প্রশ্নের জবাবে হুসেইন দাবাজেহ বলেন, 'তাঁরা তাঁকে ঘৃণা করেন। এর চেয়ে স্পষ্ট করে বলার আর কোনো উপায় নেই। আরব ও মুসলিম সম্প্রদায়ের যাঁরা ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে আমি এমন একজনকেও চিনি না, যিনি ট্রাম্পের বর্তমান কর্মকাণ্ড দেখে খুশি।'

'গণহত্যার ঘটনা আমাদের পরিণত করেছে' : অনেক আরব-আমেরিকানই জোর দিয়ে বলছেন, ২০২৪ সালে কমলা হ্যারিসকে সমর্থন না করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার মানে এই নয়, ট্রাম্পের প্রতি তাঁদের ভালোবাসা বা সমর্থন ছিল। ডিয়ারবর্ন শিক্ষা বোর্ডের ট্রাস্টি ও কৌতুকশিল্পী আমের জাহর বলেন, 'ট্রাম্পের নীতির ভয়াবহতা আমাদের চেয়ে ভালো আর কেউ বোঝে না। ২০১৭ সালে তাঁর নীতির প্রথম শিকার ছিলাম আমরাই।' প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথম মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর ২০১৭ সালে ট্রাম্প মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ কয়েকটি দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। জাহর আরও বলেন, 'ট্রাম্প কতটা ক্ষতি করতে পারেন, সে সম্পর্কে আমাদের চেয়ে বেশি কেউ জানে না। কিন্তু গাজায় গণহত্যার ঘটনা আমাদের এতটা পরিণত করে তুলেছে যে শেষ পর্যন্ত আমরা রাজনীতিকদের "না" বলতে পেরেছি।' মিশিগানে আবারও নির্বাচনের মৌসুম শুরু হওয়ায় আরব-আমেরিকানরা আবারও নিজেদের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে দেখতে পাচ্ছেন। মিশিগানে আবারও একটি নির্বাচনের মৌসুম শুরু হয়েছে। সে নির্বাচনে আরব-আমেরিকানরা আবারও নিজেদের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সন্ধিক্ষণে দেখতে পাচ্ছেন। মিশিগানে বসবাসকারী আরব-আমেরিকানদের একটা বড় অংশ ডেমোক্রেটিক দলের সিনেটর প্রার্থী আবদুল আল-সাইয়েদের পক্ষে একজোট হচ্ছেন। যদিও তিনি এর আগে কমলা হ্যারিসকে সমর্থন দিয়েছিলেন। অনেক ভোটার এখনো নিজেদের রাজনৈতিক বিকল্প খোলা রাখছেন। ইয়েমেনি-আমেরিকান অধিকারকর্মী সামরা লোকমান বলেন, তিনি মঙ্গলবার ডেমোক্রেটিক দলের প্রাথমিক বাছাইপর্বে এবং নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচনে ইসরায়েলের কড়া সমালোচক বলে পরিচিত সিনেটর প্রার্থী আবদুল আল-সাইয়েদ এবং কংগ্রেস সদস্য রাশিদা তালিবকে ভোট দেবেন। সামরা লোকমানের মতে, ডেমোক্র্যাট ভোটাররা যদি প্রগতিশীলপ্রার্থীদের সমর্থন করেন, তাহলে আরব ভোটারদের কাছে ডেমোক্রেটিক *(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

মিশিগানে ডেমোক্রেট সিনেট প্রাইমারিতে আল-সাইয়িদ জয়ী

(৩৬ পাতার পর)

দল আবারও বিশ্বাসযোগ্যতা ফিরে পেতে পারে। মার্কিন রাজনীতিতে, বিশেষ করে ডেমোক্রেটিক দলের প্রাথমিক বাছাইপর্বের নির্বাচনে ইসরায়েলের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন কেন এত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠেছেড়এ নিয়ে অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষক প্রশ্ন তুলছেন। তবে আরব-আমেরিকানদের কাছে এর উত্তর স্পষ্ট। আরব-আমেরিকান কমিউনিটির নেতারা বলছেন, যখন তাঁদের স্বজনেরা নিহত হচ্ছেন এবং ইসরায়েলকে দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সহায়তার মাধ্যমে তাঁদের জন্মভূমি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তখন অভ্যন্তরীণ নীতির প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবেই গৌণ হয়ে পড়ে। সামরা লোকমান বলেন, ‘গাজা, ফিলিস্তিন এবং মধ্যপ্রাচ্যের বিষয়গুলো এখন সবার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠেছে। আর আমার কমিউনিটির জন্য এটি এখন একটি অলঙ্ঘনীয় সীমারেখা।’ লোকমান আরও বলেন, ‘আপনি রিপাবলিকান বা ডেমোক্র্যাট যা-ই হোন না কেন, যদি আপনি আইপ্যাকের বিরোধিতা করেন এবং ফিলিস্তিনিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে সমর্থন করেন, তাহলে আপনি যে দলেই থাকুন না কেন, আমাদের ভোট পাবেন।’ সামরা লোকমান এখানে আইপ্যাক বলতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী ইসরায়েলপন্থী লবি সংগঠন আমেরিকান ইসরায়েল পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কমিটির সংক্ষেপে আইপ্যাকের কথা বলেছেন। ডিয়ারবর্ন শিক্ষা বোর্ডের ট্রাস্টি ও কৌত-কশিল্পী আমের জাহরও একই ধরনের কথা বলেছেন। জাহর বলেন, ‘অনেকে চান আমরা যেন একটি মাত্র ইস্যুকে ভিত্তি করে ভোট না দিই। অর্থাৎ তাঁরা চান, শুধু ট্রাম্প খারাপ হওয়ার কারণে আমরা আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুটি উপেক্ষা করি, এর জন্য ক্ষতির শিকার হই, আমাদের পরিবারের সদস্যদের মরতে দেখি, আর সবকিছু মেনে নিই। কিন্তু আমরা বলেছি, “না”। গাজার শিশুদের রক্তের মূল্য আছে।’ জাহর জোর দিয়ে বলেন, নির্বাচনী সিদ্ধান্তে ফিলিস্তিন ইস্যুকে অগ্রাধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে আরব-আমেরিকানরা একা নন। তিনি উল্লেখ করেন, যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে এবার প্রাথমিক বাছাইপর্বের নির্বাচনে ইসরায়েলপন্থী বহু জনপ্রতিনিধি পরাজিত হয়েছেন। আল-জাজিরাকে জাহর বলেন, ‘এখন এমন পরিস্থিতি হয়েছে যে কেউ যদি বলে, “হ-াসপাতালে বোমা হামলা বন্ধ করুন”, সবাই বুঝে যায় সে ইসরায়েলের কথাই বলছে। এটা আমাদের কারণে হয়নি; এটা ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডের কারণে হয়েছে।’ জাহর আরও বলেন, ‘মানুষ এখন সত্যটা বুঝতে শুরু করেছে। যখন আপনি সত্য জানতে পারেন, তখন বুঝতে পারেন, এত দিন আপনাকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। আর তখন ক্ষোভ জন্মায়। এই ন্যায়সংগত ক্ষোভই অনেক মানুষকে এভাবে অবস্থান নিতে উদ্বুদ্ধ করছে।’ রাজনৈতিক কৌশলবিদ হুসেইন দাবাজেহ বলেন, অন্য সব মার্কিনের মতোই আরব-আমেরিকান ভোটারদের কাছেও অর্থনীতি, জীবনযাত্রার খরচ এবং অবকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ। তবে ইসরায়েল-সংক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্রের নীতিকে তারা উপেক্ষা করতে পারেন না।

ইসলামবিদ্বেষ ও বর্ণবাদ : ২০২৪ সালের নির্বাচনে রিপাবলিকানরা গাজা-সংক্রান্ত নীতির কারণে সৃষ্ট অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে আরব ও মুসলিম ভোটারদের সমর্থন পাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এখন অনেক রক্ষণশীল রাজনীতিক আবারও নির্বাচনী কৌশল হিসেবে এই কমিউনিটিকে লক্ষ্য করে বিদ্বেষমূলক প্রচার শুরু করেছেন। নির্বাচিত হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পরই ট্রাম্প কংগ্রেস নির্বাচনের জন্য ফ্লোরিডার রাজনীতিক র্যান্ডি ফাইনকে সমর্থন দেন। মুসলিমবিরোধী মন্তব্যের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে ফাইনের। নির্বাচিত হওয়ার পর তিনি ‘সব মুসলমানকে ধ্বংস করে দেওয়ার’ আহ্বান জানান। এদিকে ফ্লোরিডা ও টেক্সাসের রিপাবলিকান গভর্নররা কাউন্সিল অন আমেরিকান-ইসলামিক রিলেশনস (সিএআইআর)-কে ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে ঘোষণা করেছেন। মিশিগানের গভর্নর পদপ্রার্থী রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্য জন জেমস সিএআইআরকে কালো তালিকাভুক্ত করার অঙ্গীকার করেছেন। সামরা লোকমান বলেন, ওই ঘোষণা দেওয়ার আগে জন জেমস কমিউনিটির লোকজনের সঙ্গে কথা বলেছিলেন এবং ডিয়ারবর্নের ভোটারদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সামরা লোকমান আরও বলেন, রিপাবলিকান পার্টির সামনে তখন রাজনৈতিক সমীকরণকে স্থায়ীভাবে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসার বড় একটি সুযোগ ছিল। কিন্তু তারা সেই সুযোগ হারিয়েছে। সত্যিই তারা একটি বড় সুযোগ নষ্ট করেছে।

নিউইয়র্কে এনসিপি ডায়াস্পোরার ‘জুলাই জাগরণ’ অনুষ্ঠান

(শেষ পাতার পর)

নাগরিকদের সক্রিয় ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সমাবেশে নিউইয়র্কসহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে প্রবাসী বাংলাদেশি, এনসিপির নেতাকর্মী এবং কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ থেকে অনলাইনে প্রধান অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় হুইপ ও এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম এমপি। তিনি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের চেতনা ধারণ করে রাষ্ট্র সংস্কার, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়নে দেশ-বিদেশের সকলকে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে অনলাইনে বক্তব্য দেন আসিফ মাহমুদ। এছাড়া বক্তব্য দেন মুনিরা শারমিন, এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব আলাউ-দ্দিন মোহাম্মদ, কেন্দ্রীয় সদস্য তাওহিদ তান-জিম, যুগ্ম সদস্যসচিব উম্মে তাসবিহ এবং কেন্দ্রীয় সদস্য রাশেল উল আলম। ভিডিও বার্তার মাধ্যমে অংশ নেন আখতার হোসেন, হাসনাত আব্দুল্লাহ, দিলশাদ পারুল, এহতেশা-মুল হক এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের এনসিপি ডায়াস্পোরার নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এনসিপি ইউএসএ ডায়াস্পোরার আহ্বায়ক রিদোয়ান হোসেন তালুকদার (অক্ষর), সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক মুনা হাফসা, সদস্যসচিব মো. আবদুল মোহাইমিন (সাইমন), মুখ্য সংগঠক এম. এইচ. সিদ্দিক, যুগ্ম অর্থ সম্পাদক নিজামুল ওয়াহেদ শাহির, নিউইয়র্ক স্থানীয় সংগঠক রাকিব উদ্দিন, নিউ জার্সি স্থানীয় সংগঠক তৌকির চৌধুরী এবং উপদেষ্টা রওশন হক ও সেলিনা ফেরদৌসী উদ্দিন। কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে বক্তব্য দেন সিনিয়র সাংবাদিক আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু. সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ খান, কবি কাজী জহিরুল ইসলাম, বিএসএস প্রধান আল আমিন রাসেল, মানবাধিকারকর্মী কাজী ফৌজিয়া প্রমুখ। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন এম. এইচ. সিদ্দিক। কারিগরি সহায়তায় ছিলেন ক্যানসার বিজ্ঞানী রাহাত আলম। মিডিয়া সমন্বয়ে সহযোগিতা করেন সানজিদা নওশীন প্রমি ও হাসিবুল কবির মাহিন। অনুষ্ঠানের অন্যতম আবেগঘন পর্ব ছিল জুলাই আন্দোলনের শহীদ পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণ। তাঁদের স্মৃতিচারণে উঠে আসে আত্মত্যাগ, বেদনা, সাহস এবং নতুন বাংলাদেশের স্বপ্নের কথা। উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন জামায়াতে ইসলামী আমেরিকার কেন্দ্রীয় প্রধান অধ্যাপক ড. নকিবুর রহমান, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. মির্জা গালিব, অবসরপ্রাপ্ত মেজর সুমন, অবসরপ্রাপ্ত মেজর হালিম, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা।

বক্তারা জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ ও আহতদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে রাষ্ট্র সংস্কার, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সুদৃঢ়করণ এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়নে দেশ-বিদেশের নাগরিকদের সক্রিয় ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অনুষ্ঠানে জুলাই আন্দোলনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত, বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন

অঙ্গরাজ্যে জুলাই উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচির ওপর নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয়। পরে বাংলাদেশি-আমেরিকান তরুণদের ব্যান্ড ছরংংধ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা উপস্থাপন করে। আলোচনা, স্মৃতিচারণ, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনী এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনার মধ্য দিয়ে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহীদ ও আহতদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং নতুন বাংলাদেশ গঠনের প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠানটি সকলের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

জিয়াউল ইসলাম শামীম

ড. নকিবুর রহমান নিজামী

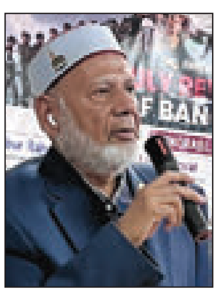

আব্দুল লতিফ সম্রাট

ডা: ওয়াজেদ এ খান

রওশন হক

ড. খন্দকার কবির উদ্দিন

নূরুল আনোয়ার

নিউইয়র্কে এইচআরডিবি’র আলোচনা সভায়

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের দাবি

(শেষ পাতার পর)

সিটির জ্যামাইকা কাফিস অডিটরিয়ামে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দ্বিতীয় বর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় এ দাবী জানানো হয়। জুলাই সনদের প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি লাইন বাস্তবায়ন করা হবে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের এমন বক্তব্যকে স্বাগত জানিয়ে বক্তারা বলেন, আমরা এমন সুন্দর শুনতে চাইনা। সরকার গঠনের এতদিন পরেও জুলাই সনদ নিয়ে তালবাহানা হচ্ছে। কবে সনদ বাস্তবায়ন হবে এর সময়সীমা নির্ধারন করুন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সংঘটিত গণহত্যার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত বিচার সম্পন্ন করাই হচ্ছে সময়ের দাবী। তারা বলেন, জুলাই গণঅভ্যুত্থান ছিল দীর্ঘ শোষণ, বঞ্চনা, দু:শাসন, দুর্নীতি, লুটপাট, ক্রসফায়ার, গুম-খুন, অপহরণ, নির্যাতন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে জনতার ক্ষোভের বিস্ফোরণ। বৈষম্যের বিরুদ্ধে লাখো ছাত্র-জনতা বন্দুকের নলের সামনে এসে বুক চিতিয়ে দাঁড়ালো। হাসিনার নির্দেশে নির্বিচারে গুলি চালানো হলো ছাত্র-জনতার ওপর। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সারি সারি লাশ পড়ে থাকলো ঢাকার রাজপথে। ঢাকার পিচঢালা কালো রাস্তা শিশুদের রক্তে লালে লাল হয়ে গেল। অকাতরে জীবন দিলো দেশের মানুষ। হাজারো ছাত্র-জনতার জীবন উৎসগ্রের মধ্য দিয়ে শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে মুক্তি পায় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ। পিলখানায় হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ৫৭ জন দেশপ্রেমিক সেনা কর্মকর্তাকে হত্যা করা হয়। শাপলা চত্বরে ব্রাশফায়ারে অসংখ্য আলেমকে হত্যা করা হয়। গুম-খুন ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। ভিন্নমতের লোকদের ধরে নিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে নদীতে ফেলে দেয়া হতো। চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী, কৃষিবিদ, শিক্ষক, ব্যাংকার থেকে শুরু করে সাংস্কৃতিক কর্মী- কেউ রেহাই পায়নি শেখ হাসিনার নিষ্ঠুরতা থেকে। তারা বলেন, চব্বিশের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে আমরা জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসা ফ্যাসিস্ট শাহীকে তাড়াতে সক্ষম হয়েছি। এটা আংশিক সাফল্য। শত শহীদের আত্মত্যাগ তখনই সার্থক হবে যদি দেখা যায় ফ্যাসিবাদী শাসন ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই, দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে, আইনের শাসন কার্য্যকর আছে, বাকস্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা আছে।

এইচআরডিবি’র পরিচালক জিয়াউল ইসলাম শামীমের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর যুক্তরাষ্ট্র মুখ্যপাত্র ড. নকিবুর রহমান নিজামী, বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সাবেক সভাপতি আব্দুল লতিফ সম্রাট, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক বিশিস্ট কলামিস্ট ডা: ওয়াজেদ এ খান, এনসিপি যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সদস্য রওশন হক, জুলাই ফাউন্ডেশন ইউকে এর পরিচালক প্রফেসর ড. খন্দকার কবির উদ্দিন। জুলাই এর প্রামাণ্য চিত্র তুলে ধরেন আবরার মহসিন সামিন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নূরুল আনোয়ার। অনুষ্ঠান শুরুতে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ইমাম জুনায়েদ হোসাইন। উল্লেখ্য, জুলাই গণঅভ্যুত্থানের দুই বছর পূর্ণ হচ্ছে। শিক্ষার্থীসহ দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যে সংগ্রাম ২০২৪ সালের ১৬ জুলাই দেশবাসীকে আবেগে উদ্বেল করে তুলেছিল, তারই বিজয়ের দিন ‘৩৬ জুলাই’ বা ৫ আগস্ট। দ্বিতীয়বারের মতো সেসব স্মৃতি সবার সামনে এখন। এতে শহীদদের মাগফিরাত, আহতদের সুস্থতা কামনা করে দোয়া করা হয়।

Event Partner
NYSADC
Grand Sponsor
GOLDEN AGE HOME CARE
Powered By
ALL COUNTY হোম কেয়ার
Muhammad Kader CIP
CEO
585-456-0739
SAUP
SOUTH ASIAN UNITY PARADE
ONE REGION · ONE CULTURE · ONE FUTURE
Organized By
BANGLADESH SOCIETY, INC.
SOUTH ASIAN UNITY PARADE
CELEBRATING OUR CULTURE, HERITAGE & COMMUNITY
August 9, 2026 Sunday
10 AM to 3 PM
PLACE: 37 AVE BETWEEN 69 ST TO 87 ST
JACKSON HEIGHTS, NY 11372
Chief Guest (Invited)
Honorable Zohran Mamdani
Mayor, New York City
Guest of Honor
Honorable Donavan Richards
Queens Borough President (Guest Speaker)
Honorable Melinda Katz
Queens District Attorney (Guest Speaker)
Chief Advisor
Muhammad Kader, CIP
Chairman Community Affairs
Sifa Bhuiyan
Chairman Woman Affairs
Shamsun Nahar Sheikh
Advisor
Dr. Abu Zubair Dara
Dr Golam Matabar
Dr. Sadia Afrin
Abdul Hasim Hasnu
Badrul Khan, Mohammad Pier
Aldin Blue, Jasim Uddin
Eng. Mohammad A Khalek
Saif Naigra, ABM Osman Goni
Abdur Rahim Badsha
Kabir Ratan, Md. Akhtar Hossain
Faruk Hossain Mazumder
Sirajuddin Sohag
S M Mahabubur Rahman Titu
Maksudul Haque Chowdhury
Bipul Uzzal, Sakawat Biswas
Joy Chowdhury
Farhana Chowdhury
Renowned Singer
RANU AMENA NAWAZ
Film Actress
SHIRIN SHILA
TV Actress
SAFA KABIR
Theme Song Lyrics
Humayun Kabir Dhali
Grand Marshal
SHAH NAWAZ, MBA, CIP
Presenter
Sharmina Siraz Sonia
MOHAMMAD ZAHID
CEO
SHAJADI PARVIN SARAH
1st AIDE HOME CARE INC
Cell: 201-982-3140
SEND MONEY
BANGLA TRAVELS
PH: 917-396-4140
KR SHERA INC
KIM & ASSOCIATES
917-667-7324
347-968-8499
www.krshera.com
NOOR PHARMACY
Call: 347-396-5303
Add: 37-03 73rd St, Jackson Heights, NY 11372
FAHEEM HOSSAIN
Mortage Broker
Call: 718-864-4417
Email: faheem@gorascal.com
Blue Green Insurance Brokerage
AUTO/TLC INSURANCE HOME & BUSINESS INSURANCE
Shanai
RESTAURANT & PARTY HALL
Nuruzzaman Sarder
MASUD SIRAZI
Licensed Realtor
646-363-0331
kw LANDMARK II
HABIBUR R. TUHIN
President, CIVA USA Inc.
347-656-5207
Parade Executive Committee
Chairperson Cultural Affairs
Ranu Amena Nawaz
Convenor
Mohiuddin Dewan
Chief Coordinator
Shah Shahidul Haque
Member Secretary
Mohammad Alam Nomi
Cultural Secretary
Anik Raj
Bangladesh Society, Inc.
Athaur Rahman Salim
President
Bangladesh Society, Inc.
Mohammed Ali
General Secretary
Bangladesh Society, Inc.
Coordinator
Jahangir Alam Joy
Toriqul Hossain Badol
Co-Convenor
Nuruzzaman Sardar
Iqbal Hossain
Khairul Islam Khokan
J Mollah Sunny
Amin Mehedi, MR Khan Salim
Joint Member Secretary
Mia Mohammad Dulal
Rukon Hakim
Nowshad Haider
Gonesh Kirtonia
Trustee Board of Bangladesh Society: Mohammad Akhter Hossain, Kazi Azharul Hauqe Milon, Azimur Rahman Burhan, Mohammed Atwarul Alam, Abdur Rahim Howladar, Dr. Mohammed Enamul Hoque MD., Juned Ahmed Chowdhury, Kazi Sakawat Hossain Azam, MD. Fakrul Islam Delwar, Ahsan Habib, Naim Tutul.
Organizer: Shakil Miah, Redwana Razzaque (Shetu), Jabed Uddin, Sabita Das, Mina Islam, Md Abul Kalam Azad, Masud Rana Topan, Miah Alim Pakhi, Nazmul Alam Samal, Shahadat Hossain.
Bangladesh Society: Md. Kamruz Zaman Kamrul (Vice President), Abul Kalam Bhuiyan (Asst. General Secretary), Mofijul Islam Bhiyan (Treasurer), Duke Khan (Organizing Secretary), Rezu Mohammed (Public & Publicity Secretary), Md. Jamil Ansari (Social Welfare Secretary), Md Akhter Babul (Literary Secretary), Asrab Ali Liton (Sports & Ent Secretary), Mohammad Hassan Zilani (School & Edu Secretary), Executive Member: Md A Siddique, Harun Chairman, Abul Kashem Chowdhury, Jahangir Shahid Suhrawardhy, Mansur Ahammad, Hasan Khan.
In collaboration with: Mir Nizamul Haque, Didarul Islam, Kazi Pervez, Sayed Sawkat, Arif Chowdhury, Shamim Ahmed, Sahana Hossain, Rumana Ahmed, Nur Alam Mina
Entertainment Organizer: Belal Ahmed, Badruduzza Sagor, Ajazul Islam
Supported By
WORLD HUMAN RIGHTS DEVELOPMENT USA
আজকাল
ঠিকানা
প্রথম আলো
বাঙালী
বাংলাদেশ প্রতিদিন
The Generation
বাংলা পোস্ট
প্রবাস
রূপসী বাংলা
CHANNEL 14
KIRONTV
For more info Call: 347 476 9424 | 718 300 6953 | 917 523 1344 | 646-512-8551

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক সীরাত কনভেনশন ১৬ আগস্ট রোববার

(শেষ পাতার পর)

নিউইয়র্কে ‘আন্তর্জাতিক সীরাত কনভেনশন-২০২৬’ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামী ১৬ আগস্ট রোববার সিটির জ্যামাইকার অঙ্গন পার্টি হলে বিকেল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এই কনভেনশনের কর্মকান্ড চলবে। এবারের কনভেনশনের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে- ‘মুহাম্মদ (সা:) বিশ্ব শান্তি ও সামাজিক ন্যায়বিচারের আদর্শ’। কনভেনশনে যুক্তরাষ্ট্র সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আলেম-ওলামাগণ ওয়াজ করবেন। নতুন প্রজন্মের জন্য থাকবে বিশেষ আয়োজন। এতে নিউইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্টেট থেকে আগত নতুন প্রজন্মের স্কলারগণ ইংরেজিতে বক্তব্য রাখবেন। মুহাম্মদ (সা:) এর অনুসারী সর্বস্তরের নর-নারীগণ-কে সপরিবারে কনভেনশনে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন আয়োজক কমিটি। খবর ইউএনএ’র।

‘আন্তর্জাতিক সীরাত কনভেনশন-২০২৬’ উপলক্ষে বুধবার বাদ আসর জ্যামাইকার অঙ্গন পার্টি হলে (৮৯-১৬ ১৭৫ স্ট্রীট, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২) আয়োজিত ব্যতিক্রমী এই সংবাদ সম্মেলনে ইমাম মাওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ সহ অন্যান্যরা সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ রফিকুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য এবং লিখিত বক্তব্যে কনভেনশনের বিস্তারিত তুলে ধরেন মুফতি আব্দুল মালেক। এছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন মুফতি আব্দুল্লাহ আল আজহারী, মাওলানা আতাউর রহমান, মাওলানা মঞ্জুরুল করীম ও আবু তাহের।

বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক ও সাংবাদিকদের পক্ষে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান।

সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা জানান, মহানবী (সা:)-এর জীবন ও আদর্শ নতুন প্রজন্মেও কাছে তুলে ধরা, ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত ভুল ধারনা দূর করার প্রয়াস, সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি, ন্যায় বিচার ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন জাতি, ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে পারষ্পারিক শ্রদ্ধা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি এবং আমেরিকায় বেড়ে ওঠা তরুণ প্রজন্মকে নৈতিক, অধ্যাত্বিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করাই সীরাত কনভেনশনের মূল্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

কনভেনশনে দেশ-বিদেশের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আলেম, ইসলামী গবেষক ও চিন্তাবীদগণ উপস্থিত থেকে রাসুলুল্লাহ (সা:) এর জীবন, মানব কল্যান, নৈতিকতা, পরিবার, শিক্ষা, সামাজিক ন্যায় বিচার ও বিশ্বশান্তি বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করবেন।

সংবাদ সম্মেলনে আয়োজকরা আরো জানান, কনভেনশনে কোন ফান্ড রেইজ করা হবে না। মহানবী প্রেমিকদের স্বেচ্ছা প্রনোদিত উদ্যোগে এই কনভেনশনের অয়োজন করা হচ্ছে। তবে কনভেনশন সফল করতে অঙ্গণ পার্টি হলেন কর্ণধার মোহাম্মদ হোসেন ইশতিয়াক বিশেষ ভূমিকা রাখছেন।

সবশেষে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মাওলনা মির্জা আবু জাফর বেগ।

আমেরিকার ২৫০তম বার্ষিকী উদযাপন

(শেষ পাতার পর)

আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং কীনোট স্পিকার হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে ফেডারেল, স্টেট ও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, ব্যবসায়ী নেতা, উদ্যোক্তা, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ, পেশাজীবী এবং প্রবাসী বাংলাদেশী কম্যুনিটির প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী বক্তব্যে ইউএসবিসিসিআই’র প্রতিষ্ঠাতা, প্রেসিডেন্ট ও সিইও মো. লিটন আহমেদ বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০ বছরের এই ঐতিহাসিক পথচলা স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, আইনের শাসন, বহুত্ববাদ ও জনসেবার মূল্যবোধের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন এবং জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ক আরও সম্প্রসারণে ইউএসবিসিসিআই নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং তার বক্তব্যে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা বার্ষিকীর তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং বহুসাংস্কৃতিক সমাজ গঠনে ইমিগ্রান্টদের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের প্রশংসা করেন। তিনি বাংলাদেশী-আমেরিকান কমিউনিটির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নাগরিক অবদানকে স্বীকৃতি দিয়ে দুই দেশের জনগণের মধ্যে সহযোগিতা আরও জোরদারের আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, কমিউনিটি নেতা ও বিভিন্ন সংগঠনকে ‘আমেরিকা ২৫০ লিডারশিপ অ্যান্ড সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড’ প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও জনপ্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছাবার্তা, আনুষ্ঠানিক প্রোক্লেমেশন এবং বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। সম্মাননা প্রাপ্তরা হলেন, ইউএসবিসিসিআইএর প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, ক্যাপিটল এডভাইজারের সিইও মুশতাক চৌধুরী, ডোমিনোস ফ্রাঞ্চইজের স্বত্বাধিকারী মিলি এ ভূঁইয়া, ঈশিকা সাইনের সিইও মোহাম্মদ শাহীন ভুঁইয়া, সিপিএ আহাদ আলী, ট্যাবি আল, ভিএনএস হেলথের মার্কেট ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর সালেহ আহমেদ, কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টের অফিসের ডিরেক্টর অব টমোগ্রাফি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ সাদিক। অনুষ্ঠানের সমাপনী বক্তব্যে মো. লিটন আহমেদ কংগ্রেসউয়োম্যান গ্রেস মেং, উপস্থিত সম্মানিত জনপ্রতিনিধি, কূটনীতিক, অতিথিবৃন্দ, স্পন্সর, স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার, ইউএসবিসিসিআই’র পরিচালনা পরিষদ, স্বেচ্ছাসেবক, গণমাধ্যমকর্মী এবং সকল অংশগ্রহণকারীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।তিনি বলেন, এই আয়োজন শুধু যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০তম স্বাধীনতা বার্ষিকী উদযাপন নয়; এটি বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব, অর্থনৈতিক সহযোগিতা এবং জনগণের পারস্পরিক সম্পর্ককে আরওসুদৃঢ় করার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমরা বিশ্বাস করি, বাণিজ্য, বিনিয়োগ, উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের মাধ্যমে দুই দেশের সম্পর্ক আগামী দিনে আরও নতুন উচ্চতায় পৌঁছাবে।

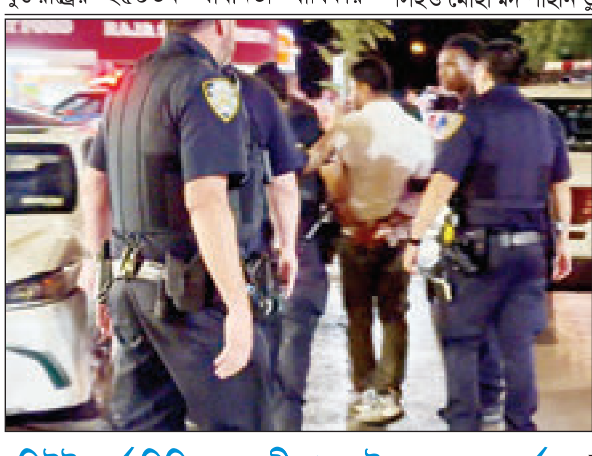

নিউইয়র্কে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষ

(শেষ পাতার পর)

করেছে পুলিশ।সংঘর্ষে একজন আহত হয়েছেন, যিনি বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ৩ আগস্ট সোমবার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ আয়োজিত একটি সমাবেশে এ ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা গেছে, জুলাই গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে অবস্থানরত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে আনার দাবিতে স্থানীয় আওয়ামী লীগ আয়োজিত ওই সমাবেশ চলাকালে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে প্রথমে কথা-কাটাকাটি হয়। পরে তা হাতাহাতি ও সংঘর্ষে রূপ নেয়।

এতে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শিহাব গুরুতর আহত হন। তাকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ঘটনায় হামলার অভিযোগে ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জাকিরকে গ্রেপ্তার করেছে নিউইয়র্ক পুলিশ। ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং সমাবেশ ছত্রভঙ্গ করে দেয়।পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে। অভিযোগের সত্যতা যাচাই করে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ওয়াশিংটনে অঙ্গরাজ্যে দাবানলে পুড়ে ছাই ৭০০ বাড়ি, ৬৫ হাজার মানুষ ঘরছাড়া

বাংলাদেশ ডেস্ক : ওয়াশিংটন অঙ্গরাজ্যে ভয়াবহ দাবানলে অন্তত ৭০০টি বাড়িঘর, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য স্থাপনা পুড়ে গেছে। দ্রুত ছড়িয়ে পড়া আগুন নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খাচ্ছে কর্তৃপক্ষ। পরিস্থিতির অবনতির পর অঙ্গরাজ্যজুড়ে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন গভর্নর বব ফার্গুসন। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, তিনটি বড় দাবানলে এখন পর্যন্ত প্রায় ৭ হাজার একর এলাকা পুড়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওয়াশিংটনের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর স্পোকেন ও আশপাশের এলাকা। দাবানলের কারণে প্রায় ৬৫ হাজার মানুষকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সরিয়ে নেওয়াদের মধ্যে স্পোকেন ভেটেরান্স অ্যাফেয়ার্স হাসপাতালের রোগীরাও রয়েছেন। শুষ্ক আবহাওয়া ও প্রবল দমকা হাওয়ার কারণে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে এবং তা নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যাপক বেগ পেতে হচ্ছে। স্পোকেন এলাকায় প্রায় ৮ দশমিক ২ বর্গমাইল (প্রায় ২১ বর্গকিলোমিটার) এলাকা আগুনে পুড়ে গেছে। স্থানীয় ভিডিওচিত্রে দেখা গেছে, একাধিক ভবনে আগুন জ্বলছে, আবাসিক এলাকায় ঘন কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়েছে এবং অনেক বাড়ি সম্পূর্ণ পুড়ে গিয়ে শুধু চিমনি দাঁড়িয়ে রয়েছে। এদিকে শুধু ওয়াশিংটন নয়, পশ্চিম আইডাহো ও পূর্ব ওরেগনেও টানা দশম দিনের মতো দাবানল নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফেডারেল, অঙ্গরাজ্য ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। বুলডোজার ও হেলিকপটারের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চলছে। এসব এলাকায় প্রায় ৫২৫ বর্গমাইল (প্রায় ১ হাজার ৩৬০ বর্গকিলোমিটার) তৃণভূমি পুড়ে গেছে। সেখানে ৭০০টির বেশি বাড়ি এবং আরও প্রায় ৮০০টি স্থাপনা ঝুঁকির মুখে রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে মার্কিন সিনেটর মারিয়া ক্যান্টওয়েল বলেন, “আমরা এখনো বিপদমুক্ত নই। আগামী কয়েক দিন খুবই কঠিন হবে।” আবহাওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, সপ্তাহজুড়ে শুষ্ক ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া বজায় থাকবে। বুধবার তাপমাত্রা ৯০ ডিগ্রি ফারেনহাইট (প্রায় ৩২ ডিগ্রি সেলসিয়াস) অতিক্রম করতে পারে, যা দাবানলের ঝুঁকি আরও বাড়াবে। কর্মকর্তাদের প্রাথমিক ধারণা, বজ্রপাত থেকেই দাবানলের সূত্রপাত হয়েছে। এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় আবহাওয়া বিভাগ পূর্ব ওয়াশিংটন, পূর্ব ওরেগন, পশ্চিম ও মধ্য আইডাহো এবং পশ্চিম মন্টানায় বায়ুদূষণ সতর্কতা জারি করেছে। পাশাপাশি উটাহ, মন্টানা ও পশ্চিম নেব্রাস্কার কিছু এলাকায় দাবানলের উচ্চ ঝুঁকি এবং অ্যারিজোনা, ক্যালিফোর্নিয়া, নেভাডার দক্ষিণাঞ্চল ও উত্তর মন্টানায় তীব্র তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বর্তমানে স্পোকেন এলাকায় ওল্ড ট্রেইলস ফায়ার, ফেয়ারভিউ ফায়ার এবং মেডোভিউ ফায়ারড়এই তিনটি বড় দাবানল সক্রিয় রয়েছে। পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় পুরো অঞ্চলে বায়ুর মান নিয়েও সতর্কতা জারি করা হয়েছে। জাতীয় আবহাওয়া বিভাগ পূর্ব ওয়াশিংটনের জন্য ‘অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতি’ উল্লেখ করে বিশেষ দাবানল সতর্কতাও দিয়েছে।

প্রবাসীদের পাসপোর্ট আবেদন ৬০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির নির্দেশ

ঢাকা : পাসপোর্ট নবায়নে প্রবাসীদের ঝুলে থাকা (পেন্ডিং) আবেদন আগামী ৬০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট দুই বিবাদীকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে আদেশ বাস্তবায়নের প্রতিবেদন ৯০ দিনের মধ্যে আদালতে দাখিল করতে বলা হয়েছে। রোববার এক রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি মো. হাবিবুল গনি ও বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ তাজরুল হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ রোববার রুলসহ এ আদেশ দেন। রুলে প্রবাসীদের নতুন বা নবায়নের পাসপোর্ট আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তিতে নিষ্ক্রিয়তা কেন বেআইনি ঘোষণা করা হবে না এবং প্রবাসীদের পাসপোর্ট নবায়নের আবেদন দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ কেন দেওয়া হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের সচিব, পররাষ্ট্রসচিব, প্রবাসীকল্যাণ সচিব, আইনসচিব ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে চার সপ্তাহের মধ্যে রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

এর আগে, ‘প্রবাসীরা পাসপোর্ট নিয়ে মহাযন্ত্রণায়’ শিরোনামে গত ৯ জুলাই প্রকাশিত একটি দৈনিকের প্রতিবেদন যুক্ত করে মানবাধিকার ও পরিবেশবাদী সংগঠন হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশের (এইচআরপিবি) পক্ষে তিন আইনজীবী ওই রিটটি করেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনজিল মোরসেদ, তাকে সহায়তা করেন আইনজীবী সঞ্জয় ম-ল। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মুহাম্মদ জীসান হায়দার। হাইকোর্ট অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে প্রবাসীদের পাসপোর্ট নবায়নের যেসব আবেদন পেন্ডিং আছে, তা ৬০ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনজিল মোরসেদ। মনজিল মোরসেদ বলেন, দেশের বিভিন্ন হাইকমিশন ও দূতাবাস যেন প্রবাসীদের দাখিল করা নতুন পাসপোর্ট বা নবায়নের আবেদন দ্রুত পাসপোর্ট অফিসে পাঠায়, সে জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ২১ দিনের মধ্যে নির্দেশনাসংবলিত চিঠি ইস্যু করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ৩০ দিনের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই জ্যেষ্ঠ আইনজীবী আরও বলেন, লাখ লাখ প্রবাসী বিভিন্ন দেশে বসবাস করেন। তাদের উপার্জিত অর্থ রেমিট্যান্স হিসেবে পাঠালে দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হয়। তবে ওই প্রবাসীদের পাসপোর্ট প্রদান ও নবায়নের আবেদন দিনের পর দিন পেন্ডিং থাকার কারণে তাদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এমনকি কখনো কখনো তাদের অনেককে চাকরি হারাতে হচ্ছে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
Hamaspik
elderplan
RiverSpring Living
Anthem
MetroPlus Health
SWH
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্ক আসছেন ২১ সেপ্টেম্বর

(প্রথম পাতার পর)

উচ্চপর্যায়ের অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক যাবেন প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আগামী ২১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে পৌছানোর কথা রয়েছে তার। তিনি জাতিসংঘ অধিবেশনে ভাষণ দেওয়া ছাড়াও বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেবেন। তার সম্মানে আয়োজিত হবে নাগরিক সংবর্ধনা। এ ছাড়া ক্যালিফোর্নিয়ার সানফ্রান্সিসকোতে দুদিনের একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ শেষে দেশে ফিরবেন প্রধানমন্ত্রী। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্র সফর ৮ থেকে ১০ দিনের হবে বলে সরকারের নির্ভরযোগ্য সূত্র এবং যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সংশ্লিষ্ট নেতারা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বিশ্লেষকরা বলছেন, এবার জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। ফলে দীর্ঘ চল্লিশ বছর পর জাতিসংঘ সদর দপ্তরের মিলনায়তনে একই সঙ্গে বাংলাদেশের সরকারপ্রধান ও সভাপতির আসন যেন সমসাময়িক বিশ্ব রাজনীতিতে বিরল এক কূটনৈতিক দৃশ্যপট প্রত্যক্ষ করতে যাচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়। সরকারপ্রধানের সফর নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সফরসূচি ও অন্যান্য কর্মসূচি তৈরিতে ব্যস্ত সময় পার করছেন বলে জানা গেছে। এদিকে দীর্ঘ দুই দশক বিরতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের যুক্তরাষ্ট্র সফর ঘিরে সেখানে অবস্থানরত বাংলাদেশি প্রবাসী ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপিসহ বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীদের মাঝে অভাবনীয় উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। ২০০৬ সালে বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের আমলে যুক্তরাষ্ট্র সফরে গিয়েছিলেন তারেক রহমান। আবারও দীর্ঘদিন পর তার যুক্তরাষ্ট্র সফরকে স্মৃতিময় করে রাখতে এবং দলীয় প্রধান তথা দেশের প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানাতে এক বিশাল নাগরিক সংবর্ধনা সভার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন কর্মসূচি সফল করতে এরই মধ্যে অনলাইনে বিশেষ ভার্চুয়াল যৌথ প্রস্তুতি সভা সম্পন্ন করেছেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নীতিনির্ধারক ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের অসংখ্য নেতাকর্মী দলের চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে জড়ো হবেন নিউইয়র্কে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব সালেহ শিবলী বলেন, প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগ দিতে নিউইয়র্কে যাওয়ার কথা রয়েছে। তবে এ বিষয়ে এখনো শিডিউল চূড়ান্ত হয়নি। সফরসূচি চূড়ান্ত করা নিয়ে কার্যক্রম চলছে। উল্লেখ্য যে, সরকার গঠনের পর প্রথম বিদেশ সফর হিসেবে গত ২১ থেকে ২৬ জুন মালয়েশিয়া এবং চীন সফর করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তার ওই দ্বিপক্ষীয় রাষ্ট্রীয় সফরে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সঙ্গে জনশক্তি রপ্তানি, পণ্য আমদানি-রপ্তানি, করিডোর স্থাপনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এমওইউ এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এরপর কয়েকটি দেশ সফরের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগদানের আগে প্রধানমন্ত্রী আপাতত অন্য কোনো দেশ সফরে যাচ্ছেন না বলে সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর জাতিসংঘ সফরের সময়সূচি ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি প্রসঙ্গে কূটনৈতিক ও দলীয় সূত্রগুলো বলছে, আগামী ২১ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর বহর নিউইয়র্কে পৌছানোর সম্ভাব্য সূচি নির্ধারিত রয়েছে। অধিবেশনে যোগদানের পাশাপাশি তিনি সফরকালে বিশ্বনেতাদের সঙ্গে একাধিক দ্বিপক্ষীয় ও বহুপক্ষীয় বৈঠকে অংশ নিতে পারেন। পরে ২৪ সেপ্টেম্বর বিকেলে জাতিসংঘের সদর দপ্তরের মূল মিলনায়তনে তিনি সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বিশ্বনেতাদের উদ্দেশে তার বহুল প্রতীক্ষিত ঐতিহাসিক ভাষণ তুলে ধরবেন।

ব্যাপক প্রস্তুতি যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতাদের : খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দীর্ঘদিন পর দলীয় চেয়ারম্যান এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের যুক্তরাষ্ট্র আগমন ঘিরে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির সংশ্লিষ্ট একাধিক নেতা জানান, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আগামী ২১ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে পৌছাবেন। ২৪ সেপ্টেম্বর তিনি জাতিসংঘের অধিবেশনে ভাষণ দেবেন। ২৫ সেপ্টেম্বর তাকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হবে। ২৬ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বর তিনি ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের সানফ্রান্সিসকোতে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। এরপর ২৮ সেপ্টেম্বর সানফ্রান্সিসকো থেকে বাংলাদেশের উদ্দেশে রওনা হবেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র নিশ্চিত করেছে। বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য মিজানুর রহমান ভূঁইয়া মিল্টন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির নেতাকর্মীরা অতীতে ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান দীর্ঘদিন পর যুক্তরাষ্ট্র আসবেন এটা আমাদের জন্য খুশির খবর। আশা করি তাকে ঘিরে সব কর্মসূচি সফল হবে এবং আমরা তাকে সংবর্ধনা দেব। বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান জাতিসংঘ অধিবেশনে যোগদানের জন্য নিউইয়র্কে আসবেন। তাকে বরণ করতে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। আশা করছি প্রধানমন্ত্রীর নিউইয়র্ক সফর ফলপ্রসূ হবে। বিএনপি চেয়ারম্যানের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য ও ক্যালিফোর্নিয়া বিএনপির সভাপতি বদরুল আলম চৌধুরী শিপলু বলেন, প্রায় বিশ বছর পর প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যুক্তরাষ্ট্র আসবেন, এটি আমাদের জন্য খুশির খবর। এবার জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের সভাপতি পদে বিজয়ী হয়েছেন বাংলাদেশের তথা পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান। এ জয় বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষের এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মর্যাদার প্রতীক। বিশ্ব রাজনীতির এ জটিল সময়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতিত্ব করা বাংলাদেশের জন্য বৈশ্বিক নীতিনির্ধারণে এক বিশাল সুযোগ তৈরি করবে। ফ্লোরিডা স্টেট বিএনপির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা ইমরানুল হক চাকলাদার বলেন, দীর্ঘদিন পর প্রধানমন্ত্রীর যুক্তরাষ্ট্র সফর ঘিরে আমরা আনন্দিত এবং আশাবাদী। ইনশাআল্লাহ তাকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

নিজেদের দাবি-দাওয়া প্রধানমন্ত্রীকে জানাবেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতারা : এদিকে দীর্ঘ ১৬ বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কোনো কমিটি নেই। এ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে হতাশা-ক্ষোভ ও বিভাজন তৈরি হয়েছে। পদপদবি না পেয়েও অনেক নেতাকর্মী ক্ষুব্ধ এবং কমিটি না থাকায় অনেকেই পৃথকভাবে কর্মসূচি পালন করেছেন। অথচ বছর দুই আগেও শেখ হাসিনার পতনের দাবিতে সক্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনগুলো। সর্বশেষ ২০২৫ সালে অন্তর্বর্তী সরকারের সময় প্রধান উপদেষ্টার সফরসঙ্গী হয়ে যুক্তরাষ্ট্র গিয়েছিলেন বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির শীর্ষ নেতারা। সে সময় নিউইয়র্কে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে হেনস্তার ঘটনায় বিএনপির সাংগঠনিক সক্ষমতায় নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা ও প্রশ্ন তৈরি হয়। যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের কয়েকজন নেতা জানান, ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার আমলে হামলা-মামলা ও নির্যাতনের শিকার হলেও আজ তাদের কোনো দলীয় পরিচয় নেই। এদিকে প্রায় দেড় বছর আগে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির ব্যানারে কোনো কর্মসূচি পালন থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছে বিএনপি। গত বছরের ১৭ জানুয়ারি বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ নির্দেশনা দেওয়া হয়, যা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপিতে তোলপাড় হয়। যদিও নেতাকর্মীদের দাবি, এখানে দলীয় শৃঙ্খলা কিংবা কোনো ধরনের নিয়ম ভঙ্গের মতো কিছু ঘটেনি। নেতাকর্মীরা শুধু চলমান কর্মসূচি দলীয় ব্যানারে পালন করছেন। সংশ্লিষ্টরা জানান, শেখ হাসিনার পতন আন্দোলনে বহির্বিশ্বে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে বিএনপির নেতাকর্মীদের ভূমিকা ছিল নজিরবিহীন। গত ১৫ বছর অনেকেই বাংলাদেশে আসতে পারেননি। অনেকের পরিবার মামলা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের দুই বছর পার হলেও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির কমিটি গঠনের দৃশ্যমান উদ্যোগ নেই। সর্বশেষ ২০০৫ ও ২০১১ সালে আব্দুল লতিফ (সম্রাট) ও জিল্লুর রহমানের নেতৃত্বে কমিটি দেওয়া হয়, যা ২০১১ সালে ভেঙে দেওয়া হয়। ২০১৫ সালের পর তারেক রহমান কয়েকবার কমিটি গঠনের ব্যাপারে আলোচনা ও লন্ডনে বৈঠক করলেও, তা আলোর মুখ দেখেনি। এমন অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী নিউইয়র্ক গেলে তার কাছে দ্রুত কমিটি গঠনসহ অন্যান্য সাংগঠনিক বিষয়ে দাবি-দাওয়া জানাবেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

একই সঙ্গে সরকারপ্রধান ও সভাপতির আসন: ইতিহাসের প্রেক্ষাপট ও নতুন সমীকরণ : আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর সম্ভাব্য ভাষণকে কেন্দ্র করে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে একটি অভূতপূর্ব দৃশ্যপট তৈরি হতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান যখন প্রধান পোডিয়ামে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশের নতুন পথচলা, ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক নীতি, টেকসই উন্নয়ন এবং বৈশ্বিক সংকট সমাধানে বাংলাদেশের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরবেনঠিক তখন জাতিসংঘ অধিবেশনের সভাপতির আসনে বসে সেই সভা পরিচালনা করবেন বাংলাদেশেরই পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। বিশ্ব রাজনীতির ইতিহাসে একই দেশের সরকারপ্রধান মূল মঞ্চে ভাষণে আর তারই ক্যাবিনেটের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিশ্বসভার সর্বোচ্চ আসনে থেকে সেই অধিবেশন নিয়ন্ত্রণ করছেনএমন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমীকরণ আধুনিক বিশ্ব কূটনীতিতে অত্যন্ত বিরল। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও শাসনব্যবস্থার ভিন্নতা জাতিসংঘে বাংলাদেশের নেতৃত্বের প্রসঙ্গ এলে অনেকেই ১৯৮৬ সালের কথা স্মরণ করেন। ওই বছর বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে সভাপতিত্বের গুরুদায়িত্ব পালন করেছিলেন। তবে বিশ্লেষকদের মতে, সে সময়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট ও বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। ওই সময় বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারব্যবস্থা বজায় ছিল এবং তৎকালীন শাসন কাঠামোতে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর অবস্থান ও বিশ্বমঞ্চের সমীকরণটি ভিন্ন ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশের পাঁচ দশকের ইতিহাসে প্রথমবার সংসদীয় গণতন্ত্রের অধীনে একই মন্ত্রিসভার শীর্ষ দুই প্রতিনিধিত্বপ্রধান নির্বাহী হিসেবে 'প্রধানমন্ত্রী' এবং শীর্ষ কূটনীতিক হিসেবে 'পররাষ্ট্রমন্ত্রী'ঢ় একই সময়ে বিশ্বমঞ্চের ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থান করছেন।

বিশ্লেষকরা বলছেনঅনন্য উচ্চতায় বাংলাদেশ : রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘ দুই দশক পর তারেক রহমানের নিউইয়র্ক গমন যেমন বিএনপির জন্য রাজনৈতিক পুনর্জাগরণের প্রতীক, তেমনি জাতিসংঘের মতো মূল বৈশ্বিক মঞ্চে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ এবং বাংলাদেশি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সভাপতিত্ব একই সঙ্গে ঘটা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তিকে এক নতুন উচ্চতায় উন্নীত করবে। ভূরাজনৈতিক টানাপোড়েন ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক পরিবর্তনের মধ্যে বাংলাদেশের এ ঐতিহাসিক ও মর্যাদাপূর্ণ কূটনৈতিক উপস্থিতি বিশ্বদরবারে দেশের অবস্থান আরও শক্তিশালী করবে বলে আশা প্রকাশ করছেন সংশ্লিষ্ট সবাই। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি এবং সরকার ও রাজনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. শামছুল আলম বলেন, জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী এবং সভাপতি হিসেবে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর যৌথ উপস্থিতি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের জন্য একটি অত্যন্ত গৌরবময় ও মর্যাদাপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করবে। সংক্ষেপে বলতে গেলে, জাতিসংঘের এই ৮১তম অধিবেশন বিশ্ব কূটনীতির ইতিহাসে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে। দীর্ঘ ১৬ বছর পর বিএনপি সরকার গঠনের পর এটা বিরাট সাফল্য।

প্রবাসীদের জন্য বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা

(প্রথম পাতার পর)

বর্জনীয় বিষয়ে জরুরি নির্দেশনা জারি করেছে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। প্রবাসীদের নিরাপদ অবস্থান নিশ্চিত করা এবং কর্মরত দেশের আইন ও বিধি-বিধান মেনে চলতে উৎসাহিত করতেই এ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।গত ৩০ জুলাই প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে মন্ত্রণালয় বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার, ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা এবং স্থানীয় আইন অনুসরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে।মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য বেশকিছু করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

এর মধ্যে করণীয়গুলো হলো–

১. কর্মরত দেশের আইন, বিধি-বিধান, কর্মস্থলের নীতিমালা, স্থানীয় সাইবার আইন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম-সংক্রান্ত বিধিনিষেধ, ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ মেনে চলা।

২. পরিবার, বন্ধু ও ইতিবাচক যোগাযোগের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করা।

৩. চাকরি, নিয়োগকর্তা বা কর্মস্থল-সংক্রান্ত কোনো তথ্য, ছবি বা ভিডিও শেয়ারের

আগে প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুসরণ করা।

৪. অপরিচিত ব্যক্তি, অজানা লিংক, ফাইল বা বার্তার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা এবং প্রতারণা (Scam) ও ফিশিং (Phishing) থেকে সাবধান থাকা।

৫. সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করা। পাশাপাশি তথ্য, ছবি বা ভিডিও শেয়ারের আগে সত্যতা যাচাই করা এবং সন্দেহজনক বা উসকানিমূলক অনলাইন কার্যক্রম থেকে বিরত থাকা।

এ ছাড়াও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ওই বিজ্ঞপ্তিতে প্রবাসে অবস্থানরত বাংলাদেশি কর্মীদের জন্য বর্জনীয় কিছু বিষয়ও তুলে ধরা হয়েছে। এগুলো হলো–

১. সন্ত্রাসবাদ, উগ্রবাদ বা নিষিদ্ধ সংগঠন-সংশ্লিষ্ট পোস্ট, ছবি, ভিডিও বা বার্তা শেয়ার, লাইক, মন্তব্য বা প্রচার না করা এবং গুজব, ভুয়া তথ্য বা বিদ্বেষমূলক বক্তব্য প্রচার না করা।

২. ইসরায়েল-ফিলিস্তিন, ইরান-ইসরায়েল বা অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংঘাত নিয়ে স্থানীয় আইন লঙ্ঘন করতে পারে এমন উসকানিমূলক বা বিতর্কিত পোস্ট শেয়ার বা প্রচার না করা।

৩. কর্মরত দেশে নিষিদ্ধ কোনো রাজনৈতিক বা অনলাইন প্রচারণায় অংশগ্রহণ না করা।

৪. যথাযথ যাচাই ছাড়া কোনো ব্যক্তি, সংগঠন বা অনলাইন তহবিলে অনুদান (Donation) না দেয়া।

৫. কর্মস্থল, বিমানবন্দর, বন্দর, সরকারি স্থাপনা বা নিরাপত্তা-সংক্রান্ত স্থানের ছবি বা ভিডিও ধারণ বা প্রকাশ না করা।

৬. নিজের বা অন্যের পাসপোর্ট, ভিসা, জাতীয় পরিচয়পত্র বা আইডি, ব্যাংক তথ্য বা অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ না করা।

৭. ধর্মীয়, জাতিগত বা বর্ণগত বিদ্বেষ উসকে দিতে পারে এমন পোস্ট, মন্তব্য বা বিতর্কে অংশ না নেয়া।

৮. ভুয়া চাকরির বিজ্ঞাপন, অবৈধ ভিসা, দ্রুত আয়ের প্রলোভন বা সন্দেহজনক বিনিয়োগ বা ক্রিপ্টোকারেন্সি-সংক্রান্ত প্রতারণায় জড়িত না হওয়া।

৯. কোনো অপরাধ, সহিংসতা বা অবৈধ কার্যক্রমকে সমর্থন বা প্রশংসা করে পোস্ট, মন্তব্য বা প্রতিক্রিয়া না দেয়া।

নিউইয়র্কে 'আইস' এজেন্টরা মুখোশ পরতে পারবে

(প্রথম পাতার পর)

নিউইয়র্কের একটি ফেডারেল আদালত তা স্থগিত করেছে। একই সাথে আদালত বলেছে যে নিউইয়র্কের পুলিশ অভিবাসী গ্রেফতারে 'আইস'কে সহযোগিতা করবে না বলে নিউইয়র্ক পুলিশ যে বিধি অনুসরণ করছে, তা বহাল থাকবে। আইস এজেন্টদের মুখোশ পরিধানে বৈধতা দিয়েও আদালত তাদের পরিচয়পত্র প্রদর্শনকে বাধ্যতামূলক করার নির্দেশ দিয়েছে। এদিকে জাস্টিস ডিপার্টমেন্ট নিউইয়র্ক স্টেটে 'আইস' এর অভিযানকে নানাভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাকে ফেডারেল সরকারের অবৈধ অভিবাসী বিরোধী অভিযানের ওপর বেআইনী চাপ বলে বর্ননা করেছে। ফেডারেল সরকারের পক্ষ থেকে গত জুন মাসে আইস এজেন্টদের মুখোশ ধারণে নিউইয়র্কের প্রতিবন্ধকতামূলক আইন চ্যালেঞ্জ করে মামলা করে এবং গত সোমবার তারা তাদের অনুকূলে রায় পেয়েছে।

বিচারক ডি'অগোস্টিনো তার রায়ে লিখেছেন যে, স্থায়ী আইন প্রতিষ্ঠা করে ফেডারেল সরকার, কোনো রাজ্য নয় এবং ফেডারেল অভিবাসন আইন প্রণয়নের একটি অংশ হলো আইন প্রয়োগের নীতিগুলোও তৈরি করে। আদালতের এই সিদ্ধান্ত স্টেটের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং অভিবাসন এজেন্টদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সহযোগিতা আগামী ২৫ আগস্ট থেকে কার্যকর হবে। নিউইয়র্ক আদালতে এই রায় আংশিকভাবে ট্রাম্প প্রশাসনের একটি বিজয়, যাতে বলা হয়েছে যে, 'আইস' এজেন্টদের হয়রানি থেকে রক্ষা করার জন্য অভিযানকালে তাদের মুখোশ পরিধান করা আবশ্যক। ফেডারেল প্রশাসন এর আগে ক্যালিফোর্নিয়ায় অনুরূপ একটি আইন বাতিল করতে সফল হয়েছিল। ক্যালিফোর্নিয়ার বিচারক তার রায়ে উল্লেখ করেছিলেন যে, আইনটি ফেডারেল কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে বৈষম্য করেছে। বিচারক ডি'অগোস্টিনো তাঁর রায়ে আরও উল্লেখ করেছেন যে, ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ যথেষ্ট স্বচ্ছতার সাথে এ ধরনের অপারেশন পরিচালনা করার উপায় বেছে নিয়েছে কিনা, সেটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। তবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এই আদালতের সময় নেই।

নিউইয়র্ক স্টেট গভর্নর ক্যাথি হকুল গত মে মাসে 'নিউইয়র্ক মুখোশ আইন' নামে পরিচিত আইনের আওতায় ফেডারেল বা যেকোনো পর্যায়ের আইন প্রয়োগকারীদের মুখো ধারণেল ওপর নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক আইনে স্বাক্ষর করেছেন। এটি ছিল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে সময় ফেডারেল অভিবাসন আইন প্রয়োগে কঠোরতার বিরুদ্ধে ডেমোক্রেট প্রতিবাদের অংশ। অপরদিকে রিপাবলিকানদের যুক্তি হচ্ছে, অভিবাসন আইন প্রয়োগকারীদের মুখোশ পরিধানের ওপর নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকলে জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের একজন প্রসিকিউটর ব্র্যান্ডন নিউম্যান বলেছেন যে, নিউইয়র্কের মুখোশ এবং আইস এর সঙ্গে স্থানীয় আইন প্রয়োগে সহযোগিতার ওপর স্টেটের নিষেধাজ্ঞা দুটিই অবৈধ। কারণ আমেরিকান স্টেটগুলো ফেডারেল এজেন্সিগুলো কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারে না। এভাবে চলতে থাকলে যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌম কার্যক্রম পরিচালনার মারাত্মক ক্ষতি সাধিত হবে।

চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানে প্রবাসীরা

(৬ পাতার পর)

অভ্যুত্থানে প্রত্যক্ষ করেছি। পার্থক্য শুধু এই যে আজকের তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে প্রবাসীদের প্রভাব বিস্তারের পরিধি, গতি এবং কার্যকারিতা অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি। চব্বিশের অভিজ্ঞতা আমাদের নতুন করে উপলব্ধি করিয়েছে যে প্রবাসীদের ভূমিকা কেবল রেমিট্যান্স পাঠানোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের উন্নয়ন-আলোচনায় প্রবাসীদের অবদানকে প্রায়শই অর্থনৈতিক পরিসংখ্যানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখা হয়েছে। অথচ বাস্তবতা হলো, তাঁরা দেশের গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সুশাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং রাষ্ট্রীয় জবাবদিহির প্রশ্নেও গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। তাঁরা রাষ্ট্রকে কেবল একটি সরকার বা রাজনৈতিক দলের সমার্থক হিসেবে দেখেন না; বরং একটি বৃহত্তর জাতীয় চুক্তি, নাগরিক অধিকার এবং সম্মিলিত ভবিষ্যতের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করেন। তাই রাষ্ট্র যখন সংকটে পড়ে, তখন তাঁদের উদ্বেগও নাগরিক দায়িত্ববোধের স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ হয়ে ওঠে।

লেখক : ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য।

গণঅভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্র সংস্কারের সুযোগ হাতছাড়া

(প্রথম পাতার পর)

ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেবে। বিশ্ববিদ্যালয় মুক্ত হবে দলীয় দখল থেকে। অভ্যুত্থানের দুই বছর পর অনেকেরই প্রশ্নড় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দেড় বছর এবং নির্বাচিত সরকারের ছয় মাসে দেশের মানুষের সেই আকাশচুম্বী প্রত্যাশার কতটুকু পূরণ হয়েছে? সংশ্লিষ্টরা বলছেন, গত দুই বছরে রাষ্ট্র সংস্কার নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। কমিশন গঠন করা হয়েছে। প্রতিবেদন এসেছে। অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি হয়েছে। কয়েকটি অধ্যাদেশও জারি হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষমতার কাঠামো, নিয়োগব্যবস্থা ও জবাবদিহিতে কতটা পরিবর্তন এসেছেড় তার জবাব এখনও স্পষ্ট নয়। সংবিধান, নির্বাচনব্যবস্থা, পুলিশ, বিচার বিভাগ, জনপ্রশাসন ও দুর্নীতি দমন কমিশন নিয়ে প্রথম দফায় ছয়টি সংস্কার কমিশন গঠন করেছিল অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। পরে স্থানীয় সরকার, গণমাধ্যম, স্বাস্থ্য, শ্রম ও নারীবিষয়ক আরও পাঁচটি কমিশন কাজ করে। মোট ১১টি কমিশন রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাত নিয়ে শত শত সুপারিশ দিয়েছে। বাস্তবায়িত হয়েছে খুবই অল্প। কিছু সুপারিশ আংশিকভাবে কার্যকর হয়েছে। বড় অংশই এখনও কাগজে সীমাবদ্ধ রয়েছে। সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন উঠেছে জনপ্রশাসনের সংস্কার নিয়ে।

প্রশাসনে ঐতিহাসিক সুযোগ হাতছাড়া : ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুজ্জামানের মূল্যায়ন কঠোর। তার মতে, জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্র সংস্কার। সেই লক্ষ্য সামনে রেখে প্রশাসনিক সংস্কারের যে ঐতিহাসিক সুযোগ তৈরি হয়েছিল, তার প্রায় পুরোটাই হাতছাড়া হয়েছে। ইফতেখারুজ্জামান বলেছেন, ‘‘জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম অভীষ্ট রাষ্ট্রসংস্কারের অংশ হিসেবে প্রশাসনিক সংস্কারের যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রায় পুরোটাই হাতছাড়া হয়েছে। কারণ কোন সংস্কার করা যাবে, কোনটা করা যাবেনা, তা নির্ধারণ করেছে আমলাতন্ত্রের প্রভাবশালী অংশ। প্রশাসনিক সংস্কারের নামে যতটুকু হয়েছে তা ছিল মূলত লোকদেখানো, এমনকি তড়িঘড়ি করে পাস করা অধ্যাদেশের বিতর্কিত ধারা অপব্যবহার করে সরকার-পরিচালন কাঠামোতে দীর্ঘকালের লালিত আন্তক্যাডার বৈষম্য নিরসনের দাবি নিয়ন্ত্রণ করে তার আরও গভীরতর প্রাতিষ্ঠানিকরন হয়েছে। ক্ষমতার হাতবদলের প্রক্রিয়ায় অসুস্থ প্রতিযোগিতা, এমনকি সচিবালয়ে মবসহ অভূতপূর্ব অরাজকতা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় নির্বাচন-পরবর্তী সময়ে অন্যসব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সরকারি খাতের মতো সরকারি চাকরিতে সার্বিকভাবে দলীয়করণের প্রক্রিয়ায় ক্ষমতাসীন দলের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছে। যার ফলে সরকার ও সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ‘এবার আমাদের পালা’ ড় এই প্রবণতা উদ্বেগজনক ভাবে বাড়ছে।’’ ইফতেখারুজ্জামানের এই বক্তব্য প্রশাসন সংস্কারের মূল সংকটটিই সামনে আনে। গত দুই বছরে পদোন্নতি হয়েছে। পদায়ন বদলেছে। দীর্ঘদিন বঞ্চিত হিসেবে পরিচিত অনেক কর্মকর্তা সুযোগ পেয়েছেন। অনেককে অবসরে পাঠানো হয়েছে। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগও দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পদোন্নতি ও পদায়নের প্রকাশ্য মানদণ্ড তৈরি হয়নি। স্বাধীন সিভিল সার্ভিস ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠেনি। চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের নিরপেক্ষ ও সর্বজনগ্রাহ্য নীতিও প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ফলে ব্যক্তি বদলেছে। গুরুত্বপূর্ণ পদে নতুন মুখ এসেছে। কিন্তু আনুগত্যভিত্তিক প্রশাসনিক সংস্কৃতি কতটা বদলেছে, তা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

কাঠামো নয়, নেতৃত্বের হাতবদল : ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেবার স্টাডিজের নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদের মূল্যায়নও প্রায় একই। তার মতে, সরকার এখনও বিদ্যমান কাঠামোর মধ্যেই কাজ করছে। বৈষম্য দূর করতে হলে শুধু ব্যক্তি পরিবর্তন যথেষ্ট নয়। আইন, প্রতিষ্ঠান ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় মৌলিক পরিবর্তন দরকার। তিনি বলেন, “৫ আগস্টের পর রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে যা হয়েছে, তার বড় অংশই নেতৃত্ব ও ক্ষমতার হাতবদল। কাঠামোগত সংস্কার বলতে জবাবদিহি, বৈষম্যহীনতা, সর্বজনীন অধিকার এবং কার্যকর প্রতিকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা বোঝায়। পুরোনো কাঠামোর মধ্যে শুধু নতুন মানুষ বসিয়ে প্রকৃত সংস্কার করা যায় না।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘শ্রম খাতেও একই চিত্র। কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আলোচনা হয়েছে। কমিশন সুপারিশ দিয়েছে। কিন্তু জাতীয় ন্যূনতম মজুরি, সব শ্রমিকের সামাজিক নিরাপত্তা এবং সর্বজনীন আইনি সুরক্ষার মতো মৌলিক বিষয় এখনও নিশ্চিত হয়নি। এ খাতে সংস্কার করতে হলে বিদ্যমান ব্যবস্থার বাইরে গিয়ে ভাবতে হবে। শুধু মজুরি বোর্ড বা বিচ্ছিন্ন কিছু সিদ্ধান্ত দিয়ে শ্রমিকের দীর্ঘদিনের বৈষম্য দূর করা সম্ভব নয়।”

পুলিশে বড় পরিবর্তন এখনও হয়নি : পুলিশ সংস্কার কমিশন স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছিল। গ্রেফতার ও হেফাজতে মানবাধিকার সুরক্ষার কথা বলেছিল। অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত, পদোন্নতিতে পেশাদারত্ব এবং বেআইনি নির্দেশ প্রত্যাখ্যানকারী কর্মকর্তার সুরক্ষার প্রস্তাবও ছিল। কিন্তু পোশাক পরিবর্তন ছাড়া মাঠপর্যায়ে বড় কোনও কাঠামোগত পরিবর্তন এখনও দৃশ্যমান নয়। পুলিশের অতিরিক্ত আইজি খোন্দকার রফিকুল ইসলাম বলেছেন, “পুলিশ সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী বড় ধরনের পরিবর্তন এখনও হয়নি। কিছু সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে। তবে স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠনের যে প্রস্তাব ছিল, সেটি এখনও বাস্তবায়ন হয়নি। কমিশনের প্রতিবেদনে থাকা কয়েকটি বিষয় অবশ্য আগে থেকেই পুলিশের কার্যক্রমে ছিল।” স্বাধীন পুলিশ কমিশন ছাড়া পুলিশের জবাবদিহি ও পেশাদারত্ব কতটা নিশ্চিত করা সম্ভবড় এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “এটি একটি বড় বিতর্কের বিষয়। এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাই না।” রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ নিয়ে অবশ্য পুলিশের এই শীর্ষ কর্মকর্তার মূল্যায়ন তুলনামূলক ইতিবাচক। খোন্দকার রফিকুল ইসলাম বলেন, “আগের মতো রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ এখন নেই। স্থানীয় পর্যায়ে কিছু অনুরোধ থাকতে পারে। রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ব্যক্তিরা অনেক সময় কিছু অনুরোধ করেন, সেগুলো শুনতে হয়। তবে পুলিশকে কোনও কাজ করতে বা না করতে বাধ্য করার মতো সরাসরি হস্তক্ষেপ এখনও দেখা যাচ্ছে না।” বিশ্লেষকরা বলছেন, পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ পুরোপুরি দূর হয়নি। থানায় মামলা গ্রহণে অনীহা রয়েছে। প্রভাবশালীদের চাপের কাছে পুলিশ অনেক সময় নতি স্বীকার করে। হেফাজতে আটক ব্যক্তির সঙ্গে আচরণ নিয়েও প্রশ্ন আছে। তদন্তের মান এবং রাজনৈতিক পরিচয় নির্বিশেষে সমান সেবা পাওয়ার নিশ্চয়তাও এখনও সাধারণ মানুষের কাছে অধরা। তাদের মতে, স্বাধীন অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা হয়নি। হেফাজতের পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল রেকর্ড সর্বত্র চালু হয়নি। তদন্ত এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজও আলাদা করা হয়নি। সরাসরি রাজনৈতিক চাপ কিছুটা কমে থাকতে পারে। কিন্তু পুলিশকে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষার স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো এখনও তৈরি হয়নি।

সময়ের প্রয়োজন বলছেন শিক্ষাবিদ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. রেজাউল করিম মনে করেন, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিবর্তন নিয়ে পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নের সময় এখনও আসেনি। তিনি বলেন, “এত অল্প সময়ের মধ্যে কাঠামোগত সংস্কারের পূর্ণ মূল্যায়ন করা কঠিন। সরকারকে আরও কিছু সময় দেওয়া উচিত। তবে এখন পর্যন্ত আমার পর্যবেক্ষণ হলো, সরকার বিভিন্ন খাতে কাঠামোগত পরিবর্তনের চেষ্টা করছে। কিন্তু দুর্নীতিতে আগ্রহী বিভিন্ন গোষ্ঠী ও প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত গতিতে এগোতে পারছে না।” তিনি বলেন, “বড় প্রকল্পে অর্থ ব্যয়, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অপ্রয়োজনীয় বিদেশ সফর এবং নিরাপত্তার নামে ক্ষমতার অপব্যবহারের মতো বিষয়গুলো এখন আগের তুলনায় বেশি নজরদারিতে এসেছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহি নিশ্চিত করার চেষ্টাও দেখা যাচ্ছে। তবে এখনও অনেক ঘাটতি ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে।” আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিতেও একই সীমাবদ্ধতা দেখছেন তিনি। অধ্যাপক রেজাউল করিম বলেন, “অপরাধ নিয়ন্ত্রণেও সরকার সতর্ক। সরকার অনেক কিছু করার চেষ্টা করছে। তাই সংস্কারের প্রকৃত ফলাফল বুঝতে আমাদের আরও কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে।”

দুদকের স্বাধীনতা নিয়ে প্রশ্ন : দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কারের প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠানটিকে সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়া, স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কমিশনার নিয়োগ, নিজস্ব জনবল ও আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছিল। ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধেও যেন প্রতিষ্ঠানটি স্বাধীনভাবে তদন্ত করতে পারে, সেই নিশ্চয়তাও চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রায় পাঁচ মাস আগে মার্চের শুরুতে ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেনের নেতৃত্বাধীন কমিশন আকস্মিকভাবে বিদায় নিলেও এখনও নতুন কমিশন গঠিত হয়নি। দুদক সংস্কারে অন্তর্বর্তী সরকারের জারি করা অধ্যাদেশও বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ফলে বর্তমান ক্ষমতাসীনদের ঘনিষ্ঠ কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলে প্রতিষ্ঠানটি কী করবে? প্রভাবশালী আমলার বিরুদ্ধে তদন্ত কতটা স্বাধীনভাবে চলবে? অভিযোগ বাছাইয়ের মানদণ্ড কি প্রকাশ করা হবে? এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি।

নির্বাচন ও বিচারব্যবস্থার পরীক্ষা সামনে : নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন স্বাধীন সচিবালয়, স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় কমিশনার নিয়োগ, রাজনৈতিক দলের অর্থায়নে জবাবদিহি, প্রার্থীদের ব্যয় নিয়ন্ত্রণ এবং অনিয়ম হলে ভোট বন্ধ করার কার্যকর ক্ষমতার সুপারিশ করেছিল। নির্বাচনি পরিবেশে কিছু পরিবর্তন এসেছে। প্রতিযোগিতা বেড়েছে। আচরণবিধি ও প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় কিছু সংশোধন হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন প্রশাসন ও পুলিশের ওপর কতটা কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতে পারে, ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে আইন প্রয়োগে কতটা দৃঢ় থাকতে পারে এবং কমিশনার নিয়োগে রাজনৈতিক প্রভাব কতটা কমেছেড় সেটিই হবে আসল পরীক্ষা। বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন পৃথক সচিবালয়, বিচারক নিয়োগে স্বচ্ছতা, আদালতের বাজেট ও প্রশাসনে নির্বাহী প্রভাব কমানো এবং মামলাজট নিরসনের সুপারিশ করেছিল। বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কিন্তু জাতীয় নির্বাচনের পর সরকার সেটি আবার গুটিয়ে নিয়েছে। সরকারের পক্ষ থেকে বিচার বিভাগ সংস্কারে আরও কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। তবে বিচারক নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ও শৃঙ্খলার ওপর নির্বাহী প্রভাব পুরোপুরি দূর হয়েছেড়এ কথা এখনও বলা যাচ্ছে না।

সংবিধানে ঐকমত্য, বাস্তবায়নে সংশয় : সংবিধান সংস্কার কমিশন প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদসীমা, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতার ভারসাম্য, সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ শিথিল এবং সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছ নিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে। কিছু বিষয়ে রাজনৈতিক ঐকমত্য হয়েছে। কিন্তু সংবিধান ও প্রয়োজনীয় আইন সংশোধন ছাড়া এসব প্রস্তাবের কার্যকারিতা থাকবে না। সংস্কারের বড় পরীক্ষা এখানেই। ক্ষমতাসীন দল নিজের ক্ষমতা কতটা সীমিত করবে? এরই মধ্যে সরকার সংবিধান সংশোধন কমিটি গঠন করেছে। বিরোধী দলও সংবিধান সংস্কারের দাবি জানিয়ে আসছে। তবে সংশোধনের পরিধি, পদ্ধতি এবং সময়সীমা নিয়ে এখনও মতভেদ রয়েছে।

স্থানীয় সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পুরোনো ধারা : স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন আর্থিক ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, স্বাধীন স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন এবং কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপ কমানোর প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু অনেক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচিত প্রতিনিধির বদলে প্রশাসক বসানো হয়েছে। এতে স্থানীয় সরকার শক্তিশালী হওয়ার বদলে আমলানির্ভরতা আরও বেড়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য, প্রক্টর ও প্রভোস্ট বদলেছেন। কিছু ক্যাম্পাসে আগের দলীয় নিয়ন্ত্রণ ভেঙেছে। কিন্তু নিয়োগব্যবস্থা বদলায়নি। উপাচার্য নিয়োগ এখনও নির্বাহী সিদ্ধান্তনির্ভর। শিক্ষক নিয়োগে দলীয় প্রভাব ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগও রয়েছে। ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়মিত ও বাধ্যতামূলক প্রক্রিয়ায় রূপ নেয়নি। শিক্ষা খাতের বিষয়ে অধ্যাপক রেজাউল করিম বলেন, “শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবর্তনের চেষ্টা হচ্ছে। বাজেট বাড়ানো হচ্ছে এবং বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষায় পদ্ধতিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে আরও ফলপ্রসূ ব্যবস্থা গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। তবে শুধু বরাদ্দ বাড়ানো সংস্কার নয়। শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষার মান, গবেষণা, পাঠ্যক্রম ও প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় জবাবদিহি নিশ্চিত করাই হবে বড় কাজ।”

অন্য খাতেও অগ্রগতি সীমিত : গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন স্বাধীন গণমাধ্যম কমিশন, মালিকানায় স্বচ্ছতা, সরকারি বিজ্ঞাপনের ন্যায্য বণ্টন এবং সাংবাদিকদের চাকরির নিরাপত্তার সুপারিশ করেছিল। স্বাস্থ্য খাত সংস্কার কমিশন সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা, কার্যকর রেফারেল ব্যবস্থা, রোগীর নিজস্ব ব্যয় কমানো এবং বেসরকারি হাসপাতালের ওপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণের কথা বলেছিল। শ্রম সংস্কার কমিশন ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার, নিরাপদ কর্মক্ষেত্র, ন্যায্য মজুরি এবং শ্রম আদালতের মামলাজট কমানোর প্রস্তাব দিয়েছে। নারীবিষয়ক সংস্কার কমিশন সমান নাগরিক অধিকার, উত্তরাধিকারে নারীর ন্যায্য অংশ, রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ এবং বাল্যবিবাহসংক্রান্ত বৈষম্যমূলক বিধান সংস্কারের সুপারিশ করেছে। এসব খাতে অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি হয়েছে। কিছু আইন ও বিধি সংশোধনের উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। কিন্তু নাগরিকের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতায় বড় ধরনের পরিবর্তন এখনও দৃশ্যমান নয়।

জীবনের পরোয়া করি না, দেশে ফিরতেই হবে : দিল্লিতে শেখ হাসিনা

(প্রথম পাতার পর)

আন্দোলনের জেরে দু'বছর আগে আজকের দিনেই বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে পালিয়ে এসেছিলেন তিনি। সেই থেকে ভারতেই সাময়িক আশ্রয়ে রয়েছেন হাসিনা। তবে এ বার নিজের দেশে ফিরতে চান। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডিসেম্বরেই ফিরে যেতে চান নিজের দেশে। ৫ আগস্ট বুধবার তা ফের স্পষ্ট করে দিলেন শেখ হাসিনা। জানালেন, সময় এলে দিনক্ষণও বলে দেবেন।হাসিনার দাবি, ক্ষমতায় ফেরার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি বাংলাদেশে ফিরছেন না। তাঁর লক্ষ্য নিজের দেশকে ‘সঠিক পথে’ ফেরানো। তিনি বাংলাদেশে ফিরলে তাঁকে মেরে ফেলা হতে পারে, সেই আশঙ্কাও রয়েছে। তবে এ সবের তোয়াক্কা না করেই বাংলাদেশে ফিরতে চান আওয়ামী লীগ নেত্রী। কেন? সেই কারণও জানালেন। গত দু'বছরে (অন্তর্বর্তী সরকার এবং বিএনপি সরকারের আমলে) বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুধু পিছিয়েই পড়েছে বলে অভিযোগ হাসিনার। জানালেন, নিজের দেশকে এই প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের জন্যই বাংলাদেশে ফিরতে চান তিনি। এ দিনের ভার্চুয়াল বার্তায় তুলোধনা করলেন তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের বর্তমান সরকারকেও। জিডিপি-তে ধস থেকে শুরু করে শিল্পে অব্যবস্থা, কর্মসংস্থানের অভাব-সহ বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিঁধলেন তারেকের সরকারকে। বললেন, “ধারের টাকায় সরকার চলছে।”

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দাবি, এই পরিস্থিতির বদল করতেই তিনি বাংলাদেশের ফিরতে চান। তবে বাংলাদেশে ফেরা নিয়ে তারেকের সরকারের সঙ্গে তাঁর কোনও আলোচনা চলছে না, তা-ও এ দিন স্পষ্ট করে দেন হাসিনা-পুত্র সজীব ওয়াজিদ জয়। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের আমল থেকেই আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ রয়েছে সে দেশে। বিএনপি ক্ষমতায় আসার পরেও সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়নি। সে কথা স্মরণ করিয়ে হাসিনার দাবি, তাঁর দলের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হবে। আওয়ামী লীগের পতনের পর থেকে যাঁরা ‘রাজনৈতিক বন্দি’ হয়েছেন, তাঁদেরও মুক্তির দাবি তুললেন আওয়ামী লীগ নেত্রী।

গত দু'বছর ধরে ভারতেই রয়েছেন হাসিনা। তাঁকে বাংলাদেশের প্রত্যর্পণের জন্য বিভিন্ন সময়ে কূটনৈতিক স্তরে বার্তা পাঠিয়েছে ঢাকা। ভারত সেই কূটনৈতিক বার্তার প্রাপ্তিস্বীকার করলেও হাসিনা-প্রসঙ্গে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা ঘোষণা করেনি। অন্তর্বর্তী সরকারের আমলেও নয়, তারেকের আমলেও নয়। এ দিন হাসিনা-পুত্র জয় দাবি করেন, হাসিনা এ দেশে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে তাঁকে ‘হেড অফ স্টেট’ হিসেবেই দেখেছে ভারত। হাসিনাও বলেন, “ভারত আমাদের বন্ধু। বাংলাদেশ যখনই কোনও সমস্যায় পড়েছে ভারত পাশে দাঁড়িয়েছে। ভারত সব সময় ভাল বন্ধু হয়ে থেকেছে। আমি আশা করি ভারত তা-ই থাকবে।” বুধবার সন্ধ্যায় দিল্লির ‘ফরেন করেসপন্ডেন্ট স ক্লাবে’ ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠক করেন হাসিনা। গত জানুয়ারিতে দিল্লির এই ক্লাবেই এক অনুষ্ঠানে হাসিনার বক্তৃতা শোনানো হয়। সেই বার অডিয়ো ক্লিপ শোনানো হয়েছিল। তবে এ বারে পুরোদস্তুর ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠক। ছিল প্রশ্নোত্তর পর্বও। সেখানে আওয়ামী লীগ নেত্রীর কাছে জানতে চাওয়া হয়, তিনি কবে দেশে ফিরছেন? নির্দিষ্ট দিনক্ষণ না জানালেও হাসিনা বলেন, “আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের মানুষ অনেক ভুগেছেন। আমি এটা আর নিতে পারছি না। ডিসেম্বর বিজয়ের মাস। তাই ডিসেম্বরেই ফিরতে চাই। বাংলাদেশের রিকনসিলেশন দরকার।”

বস্তুত, বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে চলে আসার পরে ঢাকার ট্রাইবুনালে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন হাসিনা। তাঁর ফাঁসির সাজা ঘোষণা হয়েছে। বাংলাদেশে ফিরলেই তাঁকে গ্রেফতার করা হতে পারে। তবে নিজের অবস্থানে অনড় হাসিনা। প্রশ্ন করায় বললেন, “ওরা আমাকে মেরে ফেলতে পারে, কিন্তু আমাকে ফিরতে হবে। সাধারণ মানুষের সমর্থন আমার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।” বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর কথায়, “আমি আমার লোকেদের কাছে ফিরে যাব। আমার দেশের লোকেরা যখন ভুগছে, তখন ভয় আমাকে কর্তব্য থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না। বাংলাদেশকে সঠিক পথে ফেরাতে আমি ফিরব। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে আমি ফিরতে চাই।”

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

বাংলাদেশসহ ৫০ দেশের ভিসা বন্ড স্থায়ী করছে যুক্তরাষ্ট্র

(প্রথম পাতার পর)

নাগরিকদের জন্য ভিসা বন্ড স্থায়ী করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এর ফলে এসব দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রের ভিসার আবেদন করার সময় জামানত হিসেবে সর্বোচ্চ ২০ হাজার ডলার পর্যন্ত জমা দিতে হতে পারে। গত শুক্রবার কেন্দ্রীয় সরকারের নোটিসে এ তথ্য জানানো হয়েছে বলে রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে। নোটিস অনুযায়ী, ব্যবসা ও পর্যটনের জন্য দেওয়া 'বি-১' এবং 'বি-২' ভিসার ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে। নোটিসে বলা হয়েছে, 'কনস্যুলার কর্মকর্তারা ভিসা দেওয়ার শর্ত হিসেবে এসব দেশের নাগরিকদের জামানত হিসেবে ২০ হাজার ডলার পর্যন্ত জমা দেওয়ার কথা বলতে পারবেন।' ভিসা বন্ডের পরীক্ষামূলক এ কর্মসূচি ২০২৫ সালের। এটি বাস্তবায়ন করা কতটা সম্ভব, সেটা মূল্যায়নে এ প্রকল্পের আওতায় দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়কে একটা কাঠামো দেওয়া হয়েছিল। সেই মূল্যায়নের পরিপ্রেক্ষিতে মার্কিন সরকার মনে করছে, 'বন্ডভিত্তিক ভিসাধারীদের নিয়ম মেনে চলা নিশ্চিত করতে ভিসা বন্ড কর্মসূচি একটি কার্যকর উপায়।' পরীক্ষামূলক কর্মসূচিতে কনস্যুলার কর্মকর্তারা ৫ হাজার, ১০ হাজার বা সর্বোচ্চ ১৫ হাজার ডলারের বন্ড চাইতে পারতেন। নতুন সিদ্ধান্তে ৫ হাজার ডলারের সুযোগ বাতিল করে সর্বোচ্চ বন্ডের পরিমাণ বাড়িয়ে ২০ হাজার ডলার করা হয়েছে। নতুন নিয়ম ৩ আগস্ট কার্যকর হবে।

এ কর্মসূচির আওতায় থাকা ৫০ দেশের তালিকায় ৩০টি দেশই আফ্রিকার। এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ ছাড়াও ভুটান, কম্বোডিয়া, জর্জিয়া, কিরগিজস্তান, মঙ্গোলিয়া, নেপাল, তাজিকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের নাম রয়েছে। মার্কিন কর্মকর্তাদের ভাষ্য, ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও যুক্তরাষ্ট্রে থেকে যাওয়ার ঘটনা কমাতে এ নীতি নেওয়া হয়েছে। তবে অভিবাসন খাতের অধিকারকর্মীরা মনে করছেন, এ নিয়েমের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে 'বৈধ উদ্দেশ্যের' ভ্রমণও কমে যাবে।

ভিসা বন্ডের আড়ালে ট্রাম্পের এ কোন রাজনীতি

বিশ্বজুড়ে অভিবাসন ও সীমান্ত নিয়ন্ত্রণের নীতিতে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করেছে যুক্তরাষ্ট্র। প্রায় এক বছর পরীক্ষামূলকভাবে চালানোর পর ৩ আগস্ট ২০২৬ থেকে দেশটি বি-১ (ব্যবসা) ও বি-২ (পর্যটন ও চিকিৎসা) ভিসার ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে চালু করেছে 'ভিসা বন্ড' নীতি। এটি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসনকেন্দ্রিক কঠোর নীতির ধারাবাহিকতার অংশ বলেই মনে করছেন অনেক বিশ্লেষক। বাংলাদেশসহ ৫০টি দেশের নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য এই নীতির আওতায় নির্দিষ্ট আবেদনকারীদের ভিসা পাওয়ার আগে ১০ হাজার, ১৫ হাজার কিংবা সর্বোচ্চ ২০ হাজার মার্কিন ডলার পর্যন্ত ফেরতযোগ্য বন্ড জমা রাখতে হতে পারে। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ১২ লাখ থেকে ২৪ লাখ টাকা। যুক্তরাষ্ট্রের ভাষ্য অনুযায়ী, ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অবৈধভাবে থেকে যাওয়ার (ওভার স্টে) প্রবণতা কমানোই এই নীতির উদ্দেশ্য। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিজ দেশে ফিরে এলে বন্ডের অর্থ ফেরত দেওয়া হবে, আর ভিসার শর্ত লঙ্ঘন করলে সেই অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে। প্রথম দৃষ্টিতে বিষয়টি প্রশাসনিক ব্যবস্থা বলে মনে হলেও, এর প্রভাব শুধু অভিবাসনব্যবস্থার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি আন্তর্জাতিক কূটনীতি, বৈশ্বিক চলাচল, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির নতুন এক বাস্তবতার দিকেও ইঙ্গিত করছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে, এটি কি কেবল ওভার স্টে ঠেকানোর উদ্যোগ, নাকি ভিসানীতিকে কৌশলগত পররাষ্ট্রনীতির আরও কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের নতুন অধ্যায়?

২০২৫ সালে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হওয়া ভিসা বন্ড কর্মসূচির মূল লক্ষ্য ছিল এমন আবেদনকারীদের নিরুৎসাহিত করা, যাঁদের ক্ষেত্রে ভিসার শর্ত লঙ্ঘন বা ওভার স্টের ঝুঁকি তুলনামূলক বেশি বলে বিবেচিত হয়। পাইলট পর্যায়ে বন্ডের পরিমাণ ছিল ৫ হাজার থেকে ১৫ হাজার ডলার। স্থায়ী নীতিতে সেই সীমা বাড়িয়ে সর্বনিম্ন ১০ হাজার এবং সর্বোচ্চ ২০ হাজার ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে। এই বন্ড সবার ক্ষেত্রে আরোপ করা হবেড়এমন নয়। ভিসা সাক্ষাৎকার শেষে আবেদনকারীর ব্যক্তিগত পরিস্থিতি, আর্থিক সক্ষমতা, ভ্রমণের উদ্দেশ্য এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি বিবেচনা করে একজন কনস্যুলার কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত নেবেন বন্ড প্রয়োজন হবে কি না এবং হলে কত হবে। মার্কিন প্রশাসনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, যেসব দেশের নাগরিকদের মধ্যে ভিসা ওভার স্টের হার তুলনামূলক বেশি এবং যেসব দেশ নিরাপত্তা বা পরিচয়সংক্রান্ত তথ্য আদান-প্রদানে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পর্যাপ্ত সহযোগিতা করে না, মূলত সেসব দেশের নাগরিকদের এই নীতির আওতায় আনা হয়েছে। তালিকায় থাকা দেশগুলোর বড় অংশ আফ্রিকা, দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য ও লাতিন আমেরিকার উন্নয়নশীল অঞ্চলের। তবে এখান থেকেই নীতিটি নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। সমালোচকদের প্রশ্ন, যদি ওভার স্টের হারই অন্যতম মানদণ্ড হয়, তাহলে ইউরোপের কিছু দেশ বা যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্রদের ক্ষেত্রে একই ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না কেন? অনেক দেশই ভিসা ওয়েভার কর্মসূচির আওতায় থাকায় তাদের নাগরিকদের জন্য তুলনামূলক সহজ প্রবেশাধিকার বহাল রয়েছে। কিছু বিশ্লেষকের মতে, পরিসংখ্যানের পাশাপাশি বৃহত্তর নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতির বিবেচনাও এ ধরনের সিদ্ধান্তে ভূমিকা রাখতে পারে। তবে এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু বলেনি। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন ভিসা বন্ড নীতিকে অন্তত তিনটি রাজনৈতিক ও কৌশলগত প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করা যায়।

ক. অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও ভোটারদের বার্তা : যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন বরাবরই একটি স্পর্শকাতর রাজনৈতিক ইস্যু। প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হোক বা কংগ্রেস নির্বাচন, সীমান্ত নিরাপত্তা, অবৈধ অভিবাসন এবং ভিসা অপব্যবহার প্রায়ই রাজনৈতিক বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে আসে। এমন প্রেক্ষাপটে ভিসা বন্ড নীতিকে অনেকেই ভোটারদের উদ্দেশে দেওয়া একটি রাজনৈতিক বার্তা হিসেবেও দেখছেন। সীমান্ত পুরোপুরি বন্ধ করা বা ভিসা কঠোরভাবে সীমিত করার মতো পদক্ষেপ আন্তর্জাতিকভাবে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে। তার বদলে ভিসা বন্ড এমন একটি ব্যবস্থা, যা একদিকে কঠোরতার বার্তা দেয়, অন্যদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে বৈধ ভ্রমণের পথও খোলা রাখে। এতে মার্কিন প্রশাসন বলতে পারেড়ভিসা বন্ধ করা হচ্ছে না; বরং ঝুঁকিপূর্ণ আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত আর্থিক নিশ্চয়তা নেওয়া হচ্ছে।

খ. কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগের উপায় : যুক্তরাষ্ট্র বহুদিন ধরেই ভিসা নীতিকে কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগের একটি কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। নিষেধাজ্ঞা, ভিসা সীমাবদ্ধতা কিংবা বিশেষ শর্ত আরোপ, সবই কখনো কখনো বৃহত্তর পররাষ্ট্রনীতির অংশ হয়ে ওঠে। ভিসা বন্ডের আওতায় থাকা দেশগুলোর কয়েকটির ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছে, তারা বহিষ্কৃত নাগরিকদের দ্রুত ফিরিয়ে নিতে অনাগ্রহী কিংবা নিরাপত্তাসংক্রান্ত তথ্য বিনিময়ে প্রত্যাশিত সহযোগিতা করে না। এই বাস্তবতায় ভিসা বন্ড শুধু ব্যক্তি পর্যায়ের আর্থিক দায় নয়; সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর জন্যও এটি একটি নীতিগত বার্তা। অনেক বিশ্লেষকের মতে, এ ধরনের নীতির মাধ্যমে ওয়াশিংটন অংশীদার দেশগুলোকে অভিবাসন ও নিরাপত্তা সহযোগিতায় আরও সক্রিয় হতে উৎসাহিত করতে চায়।

গ. ব্যয় কমানো ও 'ইউজার পে'স নীতি : প্রতিবছর বৈধ ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে পরে অবৈধভাবে থেকে যাওয়া ব্যক্তিদের শনাক্ত করা, আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা এবং প্রয়োজন হলে নিজ দেশে ফেরত পাঠাতে যুক্তরাষ্ট্রকে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হয়। ভিসা বন্ড সেই ব্যয়ের একটি অংশ আগেভাগেই আর্থিক নিশ্চয়তার মাধ্যমে সুরক্ষিত করার চেষ্টা। অর্থাৎ সম্ভাব্য ঝুঁকির আর্থিক দায় করদাতাদের বদলে সংশ্লিষ্ট ভ্রমণকারীর ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে। এ কারণে অনেক নীতি বিশ্লেষক এই ব্যবস্থাকে 'ইউজার পে'স নীতির একটি সম্প্রসারিত রূপ হিসেবে দেখছেন। অর্থাৎ কোনো সেবা বা ব্যবস্থাপনার সম্ভাব্য ব্যয় করদাতাদের ওপর না চাপিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যবহারকারীর কাছ থেকেই আগাম আর্থিক নিশ্চয়তা নেওয়া হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের যুক্তি হলো, কেউ যদি ভিসার শর্ত ভঙ্গ করেন, তাহলে তাঁকে শনাক্ত, আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন এবং নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর সম্ভাব্য ব্যয়ের একটি অংশ এই বন্ডের মাধ্যমে সুরক্ষিত থাকবে।

সাধারণ মানুষের ওপর কী প্রভাব পড়তে পাওে : যদিও বন্ডটি ফেরতযোগ্য, তবু বাস্তবে ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার মার্কিন ডলার দীর্ঘ সময়ের জন্য জমা রাখা উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেকের জন্য প্রায় অসম্ভব। ফলে অনেক প্রকৃত ব্যবসায়ী, চিকিৎসাপ্রার্থী কিংবা পর্যটক ভ্রমণের সিদ্ধান্তই পুনর্বিবেচনা করতে পারেন। এটি শুধু ব্যক্তিগত ভ্রমণ ব্যয় বাড়াবে না; ব্যবসায়িক যোগাযোগ, সম্মেলনে অংশগ্রহণ কিংবা চিকিৎসাভ্রমণেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। ভিসা বন্ড নীতির প্রভাব শুধু আবেদনকারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে না; এর বিস্তৃত অর্থনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়াও দেখা দিতে পারে। বন্ডের অর্থ জোগাড়ের জন্য কেউ কেউ বিকল্প বা অনানুষ্ঠানিক অর্থ লেনদেনের পথ খুঁজতে পারেন বলে আশঙ্কা রয়েছে। যদিও এর প্রকৃত প্রভাব মূল্যায়ন করতে আরও সময় লাগবে। সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর ছোট ও মাঝারি উদ্যোক্তা, গবেষক কিংবা পেশাজীবীদের একটি অংশ যুক্তরাষ্ট্রে সম্মেলন, প্রদর্শনী ও ব্যবসায়িক সফর থেকে নিরুৎসাহিত হতে পারেন। দীর্ঘমেয়াদে এটি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও এসব দেশের আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও জ্ঞান বিনিময়ের গতি কিছুটা কমিয়ে দিতে পারে। মার্কিন প্রশাসনের লক্ষ্য অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ হলেও বাড়তি আর্থিক শর্তের কারণে মধ্যবিত্ত পর্যটকদের একটি অংশ বিকল্প গন্তব্য বেছে নিতে পারেন। এর প্রভাব যুক্তরাষ্ট্রের পর্যটন ও সেবা খাতেও পড়তে পারে। অবশ্য সেটি কতটা বড় হবে, তা এখনই নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন।

বাংলাদেশ কেন তালিকায় : এই তালিকায় বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি নিঃসন্দেহে সাধারণ ভ্রমণকারী, ব্যবসায়ী ও চিকিৎসাপ্রার্থীদের জন্য বড় ধরনের উদ্বেগের বিষয়। তবে এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আবেগ নয়, তথ্যই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির (ডিএইচএস) ২০২৪ অর্থবছরের ওভার স্টে প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই বছর বি-১/বি-২ ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া বাংলাদেশের ৩৮ হাজার ৫৯০ জনের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দেশ ছাড়ার কথা ছিল। কিন্তু তাঁদের মধ্যে ২ হাজার ২১৩ জন সময়মতো দেশ ছাড়েননি। অর্থাৎ এই ভিসা শ্রেণিতে বাংলাদেশের ওভার স্টের হার ছিল ৫ দশমিক ৭৩ শতাংশ। এর মধ্যে ২ হাজার ১৬২ জন যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরেই অবস্থান করছিলেন, আর ৫১ জনের দেশত্যাগের তথ্য নিশ্চিত করা যায়নি। কেবল পরিসংখ্যানই কি কারণ? এখানেই বিতর্ক রয়েছে। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের মতে, বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তিকে শুধু ওভারস্টের পরিসংখ্যান দিয়ে ব্যাখ্যা করা কঠিন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঢাকা-ওয়াশিংটন সম্পর্কের নানা টানাপোড়েনড় মানবাধিকার, আঞ্চলিক কৌশল এবং ইন্দো-প্যাসিফিক ভূরাজনীতিড়এগুলোও বৃহত্তর সম্পর্কের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে। তবে এ কথাও সমানভাবে উল্লেখ করা জরুরি, যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে ভিসা বন্ড আরোপের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক কারণের কথা বলেনি। তাদের সরকারি ব্যাখ্যা মূলত ওভার স্টে, নিরাপত্তা সহযোগিতা এবং অভিবাসন ব্যবস্থাপনার ওপরই কেন্দ্রীভূত। বিশ্লেষকদের মতে, বাংলাদেশের জন্যও প্রথম কাজ হওয়া উচিত ওয়াশিংটনের সঙ্গে নিয়মিত ও তথ্যভিত্তিক সংলাপ বৃদ্ধি করা। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উচিত যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) সঙ্গে উচ্চপর্যায়ে আলোচনা করে বাংলাদেশের বাস্তব পরিস্থিতি তুলে ধরা। বিশেষ করে প্রকৃত ব্যবসায়ী, চিকিৎসাপ্রার্থী এবং আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী পেশাজীবীদের ক্ষেত্রে বন্ডের পরিমাণ কমানো বা বিকল্প ব্যবস্থা রাখা যায় কি না, সে বিষয়ে আলোচনা হতে পারে। বিদেশে স্বল্পমেয়াদি ভিসায় যাওয়া নাগরিকদের তথ্য ব্যবস্থাপনা, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে আন্তরাষ্ট্রীয় সহযোগিতা জোরদার করা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি নাগরিক অধিকারের বিষয়টিও সমান গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। ভিজিটর ভিসায় গিয়ে স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়ার চেষ্টা কিংবা ভিসার উদ্দেশ্য পরিবর্তনের প্রবণতা শেষ পর্যন্ত পুরো দেশের নাগরিকদের জন্যই ভিসা প্রক্রিয়া কঠিন করে তোলে। এ বিষয়ে গণমাধ্যম, ট্রাভেল এজেন্সি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং নাগরিক সমাজের সমন্বিত সচেতনতামূলক উদ্যোগ প্রয়োজন। আজকের বিশ্বে ভিসা নীতি শুধু অভিবাসনের বিষয় নয়; এটি অর্থনীতি, নিরাপত্তা ও পররাষ্ট্রনীতিরও অংশ। বাংলাদেশ যদি আন্তর্জাতিক অংশীদারদের কাছে একটি নির্ভরযোগ্য ও দায়িত্বশীল রাষ্ট্র হিসেবে নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে পারে, তাহলে ভবিষ্যতে এ ধরনের কঠোর নীতির ঝুঁকিও কমতে পারে।

ভিসা এখন রাজনীতির হাতিয়ার : যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী ভিসা বন্ড নীতি আধুনিক বিশ্বের অভিবাসনব্যবস্থায় একটি নতুন বাস্তবতা তৈরি করেছে। এটি কেবল অতিরিক্ত আর্থিক শর্ত নয়; বরং ভিসা নীতিকে জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনীতি এবং পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করার একটি উদাহরণ। ওয়াশিংটনের দাবি, এই নীতির উদ্দেশ্য ওভার স্টে কমানো এবং করদাতাদের অর্থ সুরক্ষা করা। অন্যদিকে সমালোচকদের আশঙ্কা, এর ফলে উন্নয়নশীল বিশ্বের নাগরিকদের জন্য আন্তর্জাতিক চলাচলে নতুন ধরনের আর্থিক বৈষম্য তৈরি হবে এবং বৈধ ভ্রমণও নিরুৎসাহিত হতে পারে। ভিসা বন্ড নীতি শেষ পর্যন্ত কতটা কার্যকর হবে, তা সময়ই বলে দেবে। তবে একটি বিষয় এখনই স্পষ্ট, ভিসা আর শুধু ভ্রমণের অনুমতিপত্র নয়; এটি এখন ক্রমেই ভূরাজনীতি, জাতীয় নিরাপত্তা, অর্থনীতি ও কূটনৈতিক প্রভাব বিস্তারের কার্যকর এক হাতিয়ারে পরিণত হচ্ছে। (সূত্র: তথ্যসূত্র: যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির ২০২৪ অর্থবছরের এন্ট্রি/এক্সিট ওভারস্টে রিপোর্ট, রয়টার্স, সিএনএনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম।)

দেশে ডলারের বাজার অস্থির

(প্রথম পাতার পর)

তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে। আর এ কারণে দেশের বৈদেশিক মুদ্রাবাজার আবারো অস্থির হয়ে উঠছে। গত দেড় মাসের ব্যবধানে আন্তঃব্যাংক মুদ্রাবাজারে প্রতি ডলারের জন্য বাড়তি ব্যয় হচ্ছে এক টাকা ৫৫ পয়সা। গত মে মাসে যেখানে ব্যাংকগুলো প্রতি ডলার ১২২ টাকা ৪৫ পয়সা দরে কিনেছিল, বর্তমানে সেই দাম বেড়ে প্রায় ১২৪ টাকায় পৌঁছেছে। একই সময়ে রেমিট্যান্স-প্রবাহে গতি কমেছে। আগে যেখানে তিন বিলিয়ন ডলারের উপরে আসত, সেখানে বিদায়ী জুলাইয়ে এসেছে ২ দশমিক ৮৬ বিলিয়ন ডলার। একই সাথে রফতানি আয়ও প্রত্যাশিত হারে বাড়েনি। ফলে ডলারের সরবরাহ কমলেও চাহিদা কমেনি, যার প্রভাব পড়েছে বিনিময় হারে। এমনি পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ব্যাংকগুলোর জন্য ডলারের দর নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের ট্রেজারি বিভাগের কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, ডলারের বাজারে বর্তমান চাপের প্রধান কারণ জ্বালানি আমদানির ব্যয় বৃদ্ধি। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম প্রতি ব্যারেল ৬০-৭০ ডলার থেকে বেড়ে প্রায় ১০০ ডলারে পৌঁছেছে। ফলে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি), বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিপিডিবি) এবং সার আমদানিকারী সরকারি সংস্থাগুলোর বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। রাষ্ট্রায়ত্ত একটি ব্যাংকের ট্রেজারি বিভাগের প্রধান নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, আগে জ্বালানি ও সার আমদানির জন্য সরকারের মাসিক ডলার প্রয়োজন হতো প্রায় ৩০ কোটি মার্কিন ডলার। আন্তর্জাতিক বাজারে মূল্যবৃদ্ধির কারণে এখন একই পরিমাণ আমদানির জন্য প্রায় ৪০ কোটি ডলার ব্যয় হচ্ছে। অতিরিক্ত এই ১০ কোটি ডলারের চাহিদাই বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে নতুন চাপ সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, আগে কম দামে খোলা আমদানি ঋণপত্রের (এলসি) বিপরীতে এখন বেশি দামে ডলার কিনে বিল পরিশোধ করতে হচ্ছে। ফলে ব্যাংকগুলোর ডলারের চাহিদা বেড়েছে এবং এর প্রভাব আন্তঃব্যাংক বাজারে পড়ছে। ব্যাংকগুলোর তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জুন মাসের শুরুতে প্রতি ডলার প্রায় ১২৩ টাকায় কেনাবেচা হলেও কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে তা বেড়ে ১২৩ টাকা ৯০ থেকে ৯৫ পয়সায় পৌঁছেছে। যদিও বাংলাদেশ ব্যাংক আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো নির্দিষ্ট বিনিময় হার ঘোষণা করেনি, তবুও বাজারে নিবিড় তদারকি থাকায় ব্যাংকগুলো নির্ধারিত সীমার বাইরে যেতে পারছে না। একটি বেসরকারি ব্যাংকের ট্রেজারি বিভাগের একজন কর্মকর্তা বলেন, বর্তমানে বাজারে ডলারের প্রকৃত চাহিদার তুলনায় সরবরাহ অনেক কম। জ্বালানি আমদানির বিল বৃদ্ধি, সরকারি বৈদেশিক ব্যয় এবং রফতানি আয়ের মন্থর প্রবৃদ্ধির কারণে বাজারে ভারসাম্য নষ্ট হয়েছে। একই সাথে সুদের হার কমানোর পর টাকার বিনিময় হার স্বাভাবিকভাবে কিছুটা সমন্বয়ের প্রয়োজন ছিল; কিন্তু সেই সমন্বয় না হওয়ায় চাপ আরো বেড়েছে। তার মতে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক চাইলে সরাসরি ডলারের দর নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে নীতিগত অন্যান্য ব্যবস্থা নিতে পারত। নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ছাড়া বিলাসী ও অপ্রয়োজনীয় পণ্যের আমদানিতে উচ্চ মার্জিন আরোপ করলে ডলারের চাহিদা অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হতো। দীর্ঘ সময় প্রশাসনিকভাবে বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করলে বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে বিকৃতি সৃষ্টি হওয়ার ঝুঁকি থাকে। ডলারের ওপর চাপ বাড়ার আরেকটি বড় কারণ রেমিট্যান্স-প্রবাহে গতি কমে যাওয়া। ২০২৫ সালের ডিসেম্বর থেকে চলতি বছরের মে মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে তিন বিলিয়ন ডলারের বেশি রেমিট্যান্স এলেও জুনে তা কমে ২ দশমিক ৮১ বিলিয়ন ডলারে নেমে আসে। জুলাইয়েও রেমিট্যান্স প্রায় একই পর্যায়ে, ২ দশমিক ৮৫ বিলিয়ন ডলারে সীমাবদ্ধ থাকে। একই সময়ে রফতানি আয়ও প্রত্যাশিত হারে বাড়েনি। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ কমলেও আমদানির চাপ অপরিবর্তিত থাকায় বাজারে ডলারের সঙ্কট আরো তীব্র হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় ৩৬ দশমিক ৪৫ বিলিয়ন ডলার, যা দিয়ে পাঁচ মাসের বেশি সময়ের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। তবে বর্তমান পরিস্থিতি দীর্ঘস্থায়ী হলে রিজার্ভের ওপরও চাপ বাড়তে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। জ্বালানি আমদানির পরিসংখ্যান পরিস্থিতির গুরুত্ব আরো স্পষ্ট করে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জুলাই থেকে মে পর্যন্ত সময়ে পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানিতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৯ বিলিয়ন ডলার। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এই ব্যয় ছিল ৪ দশমিক ৮ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ এক বছরের ব্যবধানে ব্যয় বেড়েছে প্রায় ৮৫ শতাংশ। শুধু তেল নয়, গ্যাস খাতেও আমদানিনির্ভরতা বেড়েছে। জ্বালানি বিভাগ ও পেট্রোবাংলার তথ্য অনুযায়ী, দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধানে গতি না থাকায় গত আট বছরে প্রায় দুই লাখ ৪৫ হাজার কোটি টাকার এলএনজি আমদানি করতে হয়েছে। অথচ দেশে উৎপাদিত গ্যাসের ইউনিট মূল্য যেখানে মাত্র তিন থেকে চার টাকা, সেখানে আমদানি করা এলএনজির জন্য ব্যয় হচ্ছে ৬৮ থেকে ৬৯ টাকা। ফলে জাতীয় বাজেট, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং ডলারের বাজার, তিন ক্ষেত্রেই বাড়তি চাপ তৈরি হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, বর্তমান সঙ্কটের স্থায়ী সমাধান প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে নয়; বরং দেশীয় জ্বালানি অনুসন্ধান জোরদার করা, ব্যয়বহুল এলএনজি আমদানির ওপর নির্ভরতা কমানো, রফতানি ও রেমিট্যান্স-প্রবাহ বৃদ্ধির ওপর জোর দেয়া। অন্যথায় জ্বালানি আমদানির বাড়তি ব্যয়ের সাথে সাথে ডলারের বাজারের অস্থিরতাও বাড়তে থাকবে, যার প্রভাব পড়বে মূল্যস্ফীতি, আমদানি ব্যয় এবং সামগ্রিক অর্থনীতিতে।

জুলাই বাংলাদেশের আত্মরক্ষার নাম

(৯ পাতার পর)

দখলদার কিংবা দেশীয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে এজমালি জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে পারে। এ মিল গড়ে উঠেছে হাজার বছর ধরে, বিশেষ করে সুলতানি আমলে কৃষি ও বাণিজ্যবিপ্লবের মধ্য দিয়ে। নয়া আবাদ প্রতিষ্ঠায় হরেক জাতিধর্মের মিলনে। এ মিলনের দুই রূপ : লাল সালু প্যাঁচানো ডেকচি আর কাঁধে কাঁধে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে নামাজ ও পূজা, মেলা ও মিছিলে। পীরের দরবারে বা মাজারে এক ডেকচিতে সবার জন্য শিন্নি বা খিচুড়ি রান্না হতো, সেই খাবার উঁচু-নীচু সবাই খেত। এর মধ্যে সমতার আদল ও আকল দুটাই প্রতিষ্ঠা পেত।

স্বদেশ মানে তাই এজমালি বাংলাদেশ। এজমালি মানে বহুত্ববাদ না, বরং বহু'র মধ্যকার অংশীদারি একত্ব। এই এজমালি অংশীদারির বোধই জুলাইয়ে বিভিন্ন মত ও পথের মানুষকে বাংলাদেশপন্থি মানবদুর্গ গড়ে তুলতে প্রেরণা দিয়েছে। জুলাই ফ্যাসিবাদের দর্প চূর্ণ করায় সফল। কিন্তু নতুন বাংলাদেশ গড়ার কাজ এখনো বকেয়া রয়ে গেছে।

অবশ্য অন্তর্বর্তী নেতৃত্ব পুরোনো বন্দোবস্তের বিষাক্ত ঐক্য ভাঙার বেলায় অপর্যাপ্ত ছিল। দ্বিতীয়ত, রাজনীতির ময়দানে সংস্কারের বাস্তব রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক কর্মসূচির বদলে অহেতুক মতবাদের ঝান্ডা উড়িয়ে ঐক্যটাকে ভাঙার অপরিণামদর্শিতাও ছিল। এসব করতে করতেই জুলাইয়ে গড়ে ওঠা মাল্টিক্লাস, মাল্টিসেন্ট্রিক জনতার এজমালি ঐতিহাসিক জোট কমজোরি হয়ে পড়ে। শহীদের শেষ নিশ্বাসের বাতাসে আমরা বেঁচে আছি। আমরা কি আমাদের মধ্যে তাদের আকাঙ্ক্ষাটা বাঁচিয়ে রাখতে পারব না? অঙ্গহানি হয়েছে যাদের, তারা সক্ষমদের পায়ে ভর দিতে চায়। দৃষ্টি হারানো হাজারো তরুণ, যারা নাকি দেখতে পায় তাদের কাছ থেকে নতুন বাংলাদেশ পেতে চায়। বহু আশার সমাধিতে আশা ও অপেক্ষা দুই বোন আজও অপেক্ষা করছে। বাংলাদেশ অপেক্ষা করছে শান্তির, সমৃদ্ধির, বৈষম্যহীন বাজার ও বিচারের। শিকারি শাসন থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ বাগানির যত্ন আর মালীর পরিচর্যা চায়। জুলাইয়ের দায়-দেনা ও বকেয়া পরিশোধের সেটাই উপায়।

ফারুক ওয়াসিফ : মহাপরিচালক, প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ (পিআইবি)।

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্‌স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস
সেবা সমূহ
ব্যানার - পাসপোর্ট ফটো
সাইনবোর্ড - মগ
ক্যালেন্ডার - ওয়েব সাইট ডিজাইন
ম্যাগাজিন - লেভেল/স্টিকার
ফ্লায়ার - আইডি কার্ড
মেনু - টি-শার্ট
পত্রিকা এড - রাবার স্ট্যাম্প
বিয়ের কার্ড - ভিজিটিং কার্ড
পোষ্টার - লেমিনেশন
ক্রেস্ট - ফোল্ডার
We are in Jackson Heights NY 11372
আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং
www.bigdesignus.com
সুবিধা সমূহ
সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
কাজের সুন্দর পরিবেশ
ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা
BIG DESIGN PROFESSIONAL
37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া হবে

জ্যামাইকায় সুন্দর পরিবেশে বাস স্টপ, গ্রোসারি, মসজিদের কাছাকাছি দূরত্বে ২ বেডরুমের বাসা এখন থেকে ভাড়া হবে। লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুম সম্পূর্ণ আলাদা। ঠিকানা: 186—25 Elmira Ave, Jamaica, NY 11412; Phone: 917-717-3877 বি-০৯-১১

বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেষ্টারে গ্লিব অ্যাভিনিউয়ে (জিপ কোড: ১০৪৬২) দোতলায় ৪ বেডরুম, ২ ফুল বাথরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। হাঁটা দূরত্বে মসজিদ ও বাংলাদেশী গ্রোসারি। সাবওয়ে ৬ ট্রেন ও ২২ বাস স্টপ কাছেই। যোগাযোগ: **1-929-371-1961** বি-০৮-১১

সেমি-বেসমেন্ট ভাড়া

১৬৬ স্ট্রিট ও ইউনিয়ন টার্নপাইকে নতুন সংস্কার করা ২ বেডরুম, লিভিং রুম, রান্নাঘর, ১ বাথরুমসহ একটি সেমি-বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। বিস্তারিত তথ্য বা বাসা দেখার জন্যযোগাযোগ করুন:718 440 2514 বি-০৮-১১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ১০৪-৮৪ ১৬৫ স্ট্রিট, দোতলায় ৩ বেডরুম, ১ বাথরুমের একটি বাসা ভাড়া হবে। ফোন করুন বা টেক্সট মেসেজ রাখুন: **৩৪৭-৮৯১-২২৪৬** বি-০৬-০৮

বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে

উডহ্যাভেন ও আটলান্টিকের কর্ণারে রেনোভেটেড ৩ বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। খুব কাছেই মসজিদ ও সুপার মার্কেট। যোগাযোগ: আমিন। ফোন : **646-287-9314** বি-০৭-০৯

বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর ৩ বেডরুম, লিভিং রুম, কিচেন, ডাইনিং রুম, অতিরিক্ত রুম ওয়ান এন্ড হাফ বাথরুমসহ অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ৩০০০ ডলার। ইউটিলিটি আলাদা। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৬-২৮৭০
বি-০৬-০৮

বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর পরিচ্ছন্ন, সম্পূর্ণভাবে রেনোভেটেড এক বেডরুমের বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৪৫০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-৬৮৬-২৮৭০ বি-৫২-০২

জ্যামাইকায় বাড়ি ভাড়া

জ্যামাইকায় ১৫৫ লিন্ডেন বুলেভার্ড, সাটফিনে ৩টি পৃথক রুম, একটি ফুল বাথ, ডাইনিং এর স্থান ও কিচেনসহ ২টি পৃথক রুম ভাড়া হবে। সকল ইউটিলিটিসহ মাসিক ভাড়া ২৩০০ ডলার। কাছেই কিউ ৬, কিউ ১১১, কিউ ১১৩, কিউ ১১৪ বাস স্টপেজ এবং 'ই', ও 'এফ' ট্রেন স্টেশন। আল-আনসার মসজিদ ও বাংলাদেশি গ্রোসারিও কাছাকাছি দূরত্বে। ভালো আয়ের কর্মজীবী ব্যক্তির কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। বর্ণিত বিবরণের ব্যক্তিগণ সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টার মধ্যে **718-322-1488** ফোনে যোগাযোগ করতে পারেন। বি-৪৮-৫০

MEDICAL AND HEALTH SERVICES MANAGER

"Safe Health Medical Care PLLC, located at 1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462 seeks a full-time Medical and Health Services Manager. Salary yearly $143,250 or $68.88 per hour. Bachelor's in medicine or medical sciences, 24 months working experience as a medical/health services manager or medical doctor in a hospital/clinic/medical office. Foreign education and experience accepted. Must be fluent in English, Bengali, and Hindi. Duty includes (under supervision of the managing doctor): delegates responsibilities & supervise medical assistants, receptionists, and administrative assistants, maintain medical records, staff schedule, order medical/office supplies, communicates with patients, employees, doctors, medical billers, and insurance companies, making business plans to open a new facility in new area. Call: **718-708-3776.**
B-09-11

ঢাকায় প্লট বিক্রয়

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার, মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার একটি প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: মোহাম্মদ খাঁন। ফোন: **01911-350494**; Email: nazrul208165@gmail.com
বি-০৯-১১

হাউস মেইড আবশ্যক

ডিক্স হিলস, লং আইল্যান্ডে বাসার কাজ করার জন্য একজন লিভ-ইন হাউস মেইড আবশ্যক। বেতন আলেঅচনা সাপেক্ষ। রেফারেন্স আবশ্যক।
কল করুন: ৯১৭-৬৫৭-০৩৭২ বি-০৯-১১

বাসা ভাড়া

জ্যাকসন হাইটস সংলগ্ন (৩২ এভিনিউ ও ৮৭ স্ট্রিট) প্রাইভেট হাউজের দোতলার বাসা ভাড়া হবে। ১ বেডরুম,লিভিং রুম, কিচেন, বাথরুম নিয়ে গঠিত এ বাসা জুলাই মাস থেকে ভাড়া হবে।
যোগাযোগ-
917-848-4245
(কল করার সময়-বিকেল ৫টা থেকে রাত ১০টা)

জ্যামাইকায় কয়েকটি পৃথক রুম ভাড়া

জ্যামাইকার ১৫৫ লিন্ডেন বুলেভার্ডে ৩টি ও ৩টি পৃথক রুম, ১টি ফুল বাথরুম ও একটি ফুল কিচেন ও ডাইনিং রুম। মাসিক ভাড়া সকল ইউটিলিটিসহ ২৩০০ ডলার। Q111, Q113, Q114 evm Ges E / F train হাঁটা দূরত্বে। ভাড়া নিতে আগ্রহী কর্মজীবীদের ভালো আয় থাকা আবশ্যক। কাছেই আল আন-সার মসজিদ ও বাংলাদেশি গ্রোসারি। বর্ণনা অনুযায়ী যোগ্য ব্যক্তিরা যোগাযোগ করতে পারেন। ফোন: ৭১৮-৩২২-১৪৮৮ (সকাল ১০টার মধ্যে রাত ১০টার ম ে ধ ্য)
বি-০৪-০৬

Separate Rooms for Rent in Jamaica

155 Linden Blvd, Shutpin Jamaica, 3 separate rooms . 2 separate rooms with 1 full bath and 1 full kitchen room with dining place, monthly rent $2300. included all utilities. Q6, Q111, Q113, Q114 bus service than E / F train. Looking for good income and working person. Near Al Ansar Masjid and near Bangladeshi grocery store. If you are qualify than contact at 718-322-1488. Please Call between 10am to 10pm. বি-০৪-০৬

গৃহস্থালীর কাজে মহিলা আবশ্যক

লং আইল্যান্ডে (ঠিকানা: Massapequa Nassau Long Island NY) বাসায় দৈনন্দিন কাজকর্ম ও গৃহস্থালির কাজে সাহায্য করার জন্য একজন বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, মুসলিম মহিলা আবশ্যক। বয়স ৫০ বছরের উর্ধ্বে হতে হবে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা: *বয়স্ক বা অসুস্থ মানুষের দেখাশোনার অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়; * সাধারণ রান্না করতে পারলে অতিরিক্ত ভালো (আবশ্যক নয়)। যে কাজগুলো করতে হবে: * দৈনন্দিন জীবনের কাজে সাহায্য (ADL); * ঘর পরিষ্কার, কাপড় ধোয়া, গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজ: * বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে (অভিজ্ঞতা ও কাজের উপর নির্ভর করবে); আগ্রহী প্রার্থী (অথবা তাঁদের পরিবার) মেসেজ অথবা কলে যোগাযোগ করুন: **646-642-7029**
বি-০৯-১২

মহিলা কর্মী আবশ্যক

ম্যানহাটানে অবস্থিত স্বনামধন্য ব্যাগেল স্টোর "Broadnosh Bagel" এর বিভিন্ন লোকেশনে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গ্রিলে এবং ডেলিতে কাজের জন্য পুরুষ কর্মী এবং ক্যাশিয়ার পদে মহিলা কর্মী আবশ্যক। যোগাযোগ: ফোন অথবা টেক্সট : **718-600-0923** বি-০৬-১১

House for Rent

- ❑ Basement, 2bd, 1 bath, living 79th street & Northern Ave.
- ❑ 4bd, 1.5 bath, living, dining Queens Village.
- ❑ 3 bd, 1bath, living, 111th Street & 101 street Ave.
- ❑ 3bd, 1bath, living & dining. 89-11, 207th Street
- ❑ 3bd, 1bath, living, dining, Jamaica Estate.
- ❑ 3bd, 1bath living dining 174th Street & 111th Ave.
- ❑ 2bd, 1bath, living 2nd floor.
- ❑ 2bd, 2bath, living and floor. Close LIRR.
- ❑ 3bd, 1bath, big living-146-13, 105th Ave.
- ❑ 3bd, 2baths, living, dining, 1st floor+ Parking, 164-25, 109th Rd.
- ❑ Attic 1bd, 1bath living, 172nd Street & 90th Ave.
- ❑ Attic 2bd, 1bath big living, 85-56, 151st street.
- ❑ 3bd, 2bath, living, dining, 2nd floor, $3200, 164, 39, 108th Ave.
- ❑ 3bd, 2bath living, dining 1st & 2nd floor, 9486 218th Street. Rent $3100 plus bills
- ❑ 3bd, 1bath, living, dining, 1st floor, 177-47, 106 Ave.
- ❑ 2bd, 1bath, kitchen and 2nd floor+nice attic, 111-16, 173rd Street.
- ❑ 3bd, 1.5 bath living, dining. $3000+Utility
- ❑ 3bd, apartment, Jackson Heights, 82nd street & 34th Ave. Close 7 train
- ❑ Basement 2bd, 1 bath, living 151-14, 85th Ave..
- ❑ Semi basement 2bd, big Living, Parsons Blvd & Hillside Ave. $2000
- ❑ 3bd, 1 bath living 88-25 172nd steet.
- ❑ 1bd, 1 bath living, dining, 88-23, 171st street
- ❑ 3bd, 1bath, dining, 1st floor 104-31, 164th Road.
- ❑ 3bd, 1bath, big living 2nd floor, 177th Street, Liverty Ave.
- ❑ 1bd, 1bath, living, 1st floor 187th & 90th Ave.
- ❑ 3bd, 2 bath, dining, parking 176-11, 120th Ave. 3400+bills.
- ❑ Jackson Heights, 2bd, 1bath, living, dining, 78th Street & 32nd Ave.
- ❑ 2bd, 1 bath, big living, 150 St & Hillside Ave
- ❑ Duplex 3 bd 2bath living, dining, Merrick Blvd & 108th Ave, 2nd flr, 3rd flr 108-41 171 St, $3200 + Electric bill
- ❑ 1bd. 1bath, living 168th St & 84th Ave
- ❑ Ozone Park 3bd 1 bath, living
- ❑ 2bd, 1bath Attic 186th St & 90th Ave
- ❑ 2bd 1 bath, living, 3rd flr
- ❑ Astoria, 2bd Apartment, 21-28 35th St
- ❑ 3bd 2 bath living, dining, 2nd flr, 177the st & Liberty Ave
- ❑ Astoria 3bd 2bath, living dining, balcony, 35-29 34th St
- ❑ 2bd, 1 bath, living, Queens village

Contact:
Mohammad Salim Reza, Realtor
929-393-7331

PLOT FOR SALE IN DHAKA

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো-কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার, মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেওয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার প্লট বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ: মোহাম্মদ খান। ফোন: **917-365-1401**

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

Office cum Account Assistant Wanted

Al-Mamoor School is accepting applications for an Office cum Account Assistant position. Please email your application and resume by July 17 to:

Mohsinpatwary51@gmail.com

B-05-07

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

WINZONE REALTY INC. Licensed Real Estate Broker

MEDICAL CLINIC FOR RENT IN JAMAICA HILLS

1500 Sqft Medical office/clinic, 7 exam rooms, 2 toilets and 5 storage/closets, ready to move in Near Jamaica Muslim Center at 168th Place and Highland Avenue, Jamaica.

For more Information Please call;
917-804-7381

B-08-11

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy-Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office), NYSCEINc@GMAIL.COM

কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত কাজী

ইমিগ্রেশন ও সিটির ল' মুতাবিক ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয় এবং সাক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়। সব সময় খোলা। ইংরেজী অথবা বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা হয়

Cell: 347-527-6438
ইমাম জুবাইর রাশিদ
ইমাম ও খতিব, পার্কচেষ্টার জামে মসজিদ

1203 Virginia Ave, Bronx, NY 10472
Email:abuljubayer@gmail.com

Multiple Award Winners

Thinking of Selling Your Home?

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় অথবা ভাড়া যেকোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন!

BUY-SELL-LEASE

Jashim Chowdhury.com
347-200-0567
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

- Free Market Analysis
- Professional Photography
- Shorter Days on Market
- Sell for Top Dollars

EXIT REALTY PRIME

JN REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP.
All Real Estate Services
Buying • Selling • Construction • Development

189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423

Cell : 347-200-0567
Phone : 718-262-0205
Email : c21jashim@gmail.com

রেস্টুরেন্ট ও বাঙ্কোয়েট হল বিক্রয়

পাকিস্তানি, বাংলাদেশী ও ভারতীয়দের জন্য ব্যবসায়ের চমৎকার সুযোগ। কানেকটিকাটে বাঙ্কোয়েট হলসহ একটি চালু রেস্টুরেন্ট বিক্রয় হবে। বাঙ্কোয়েট হলে ২০০ লোকের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। যোগাযোগ করুন: **মিঃ খলিল**। ফোন: **917-560-5204**

বি-০৮-১১

খণ্ডকালীন চাকুরি আবশ্যক

একজন বয়স্ক লোকের জন্য খন্ডকালীন কাজ প্রয়োজন। বিদেশি মালিকানাধীন দোকান অথবা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে আগামী নভেম্বর ২০২৬ সময়ের মধ্যে। যোগাযোগ: মি. খান, ফোন **৩৪৭-৩৫৫-৫২৫০**

বি-০৪-০৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক। যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্পলোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ:
347-335-9887

বি-১৪-১৬

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ :
৯১৭-৫৯৩-৯৩১১

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: নাসের।
ফোন: **৯০১-৩৪০-৬৮৬২; ইমেইল:**
naserllc@yahoo.com

বি-২৪-২৭

OFFICE SPACE FOR RENT IN ISP BUILDING

AT
74TH ST, JACKSON HEIGHTS NY 11372
CALL : ISP AT:
718-426-2700
For further information.

পাত্র-পাত্রী চাই

17 Years Experience

আপনার স্বপ্নের জীবন সংগী/সংগিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।

যোগাযোগ:
JIBON SONGI
evergreenlife5001@gmail.com
farhanarayhan@yahoo.com
+1 (281)-912-7812
+1(713)-900-6023
অবস্থান:যুক্তরাষ্ট্র

CIVIL SERVICE – GOV JOBS! ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA
email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648
Queens, NY-11432

বি-১৫-১৭

ইলেকট্রিক্যাল কাজ করি

সবধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজ এবং ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার মেরামত, পুরো বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল কাজ দক্ষতার সাথে করে থাকি।

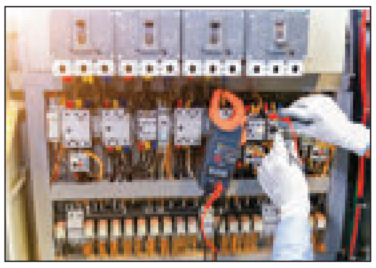

যোগাযোগ: মো. ওয়ালিউল্লাহ
ফোন: 929-636-6816

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office)
NYSCEINc@GMAIL.COM

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে

L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

100% HALAL

গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।

কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

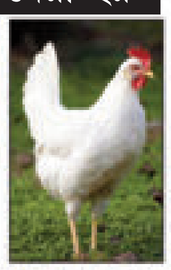

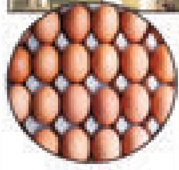

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন

এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট

Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm
Sun-7:00 am-3 pm

Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422

168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

Sagar Restaurant

Sagar CHINESE

168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432
Tel: 718-298-5696, 718-657-2855
www.sagarfood.com

Jamaica Branch
87-47 Homelawn Street
(169 Street & Hillside Ave.)
Jamaica, NY-11432
Tel: 718-657-3333, 718-657-3334
www.sagarchinese.com

Bellerose Branch
252-05 Union Tpke
Bellerose, NY-11426
Tel: 718-343-4444, 718-343-4448
www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট

Catering Special

Popular Package $13
Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.

Premium Package $15
Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.

Sagar Box Package $6
Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package $28
Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.

37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372
(718) 478-7000 ; (347) 652-9500
Call Mohammad for Free Estimate INSURED & WORK PERMIT

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ

বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।

News Net
85-59, 168st, Jamaica, NY 11432
Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?
তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা আপনাকে হেলথ্ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্ কেয়ারসহ অন্যান্য ইন্সুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

শেখ সিরাজ
বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832
Bangladesh Center inc

বি-২০-২২

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

Hillside Multi Services Inc.

হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইন্ক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor

House Sell

New Queens Village two family house 6 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 6 badrooms, 5 bath rooms, finishad basement. 4000 Sq. feet lot.
Please call Shahadat-917-593-9311

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment.
Please call 917-593-9311

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

WINZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

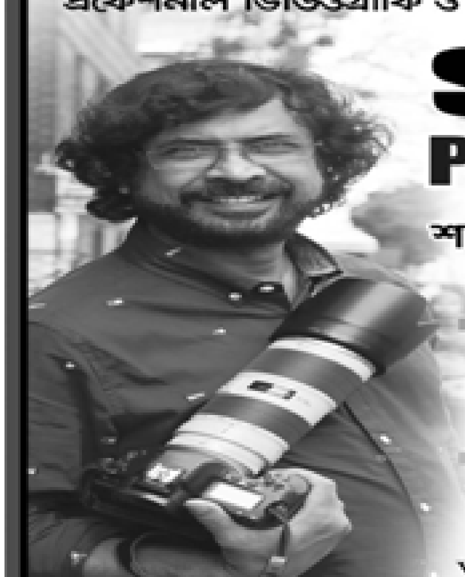

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার
এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়। যোগাযোগ: ইমাম হেলাল আহমেদ। ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮। ইমেইল:Helal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

মুসলিম কাজী অফিস

- তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
- বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
- কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিস্টার
- ফিনারেল সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ্ গ্রুপ
- শনি-রবিবার মোক্তব, সামার ক্লাস

Build a Community

American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১৬০ স্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৪-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]
হাফেজ মওলানা শামসুল আলম
৯২৯-২৪২-৪৬৯২

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাড়ি কেনা-বেচার বিশ্বস্ত রিয়েলটর

WIN ZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Direct: 917-302-0443
Email: malimon10@gmail.com
Off: 81-15 Queens Blvd, 2Fl
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
www.WinzoneRealty.com

Mohammad Ali
Liceensed R. E. Salesperson

নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

(শেষ পাতার পর)

ফিল্মস ও লেমন স্টুডিওর যৌথ উদ্যোগে এবং আমেরিকান বাংলাদেশি প্রডিউসার অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। এছাড়া পুরো আয়োজনের অন্যতম প্রধান স্পন্সর ছিল ‘অল কাউন্টি হোম কেয়ার’। উৎসবে বাংলাদেশ ও উত্তর আমেরিকার নির্মাতাদের স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র এবং পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে ছিল বর্ণাঢ্য রেড কার্পেট, মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং পুরস্কার বিতরণী পর্ব। এই আয়োজনে অংশ নেন জনপ্রিয় চিত্রনায়ক জায়েদ খান, কাজী মারুফ, ইমন, সজল, চিত্রনায়িকা বিন্দু এবং জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী প্রতিক হাসান। প্রিয় তারকাদের সামনাসামনি দেখতে পেরে উচ্ছ্বসিত ছিলেন প্রবাসীরা। এবারের উৎসবে ২০২৩ থেকে ২০২৫ সালের সেরা চলচ্চিত্র, নির্মাতা, অভিনয়শিল্পী ও কলাকুশলীদের বিভিন্ন বিভাগে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

প্রিয়তমা সিনেমায় অসামান্য অভিনয়ের জন্য সেরা অভিনেতা হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন শাকিব খান। দেয়ালের দেশ চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন ্য সেরা অভিনেত্রী নির্বাচিত হয়েছেন শবনম বুবলী এবং ১৯৭১ সেই সব দিন নির্মাণের জন ্য সেরা পরিচালক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন হৃদি হক। এছাড়া আরো যাঁরা পুরস্কৃত হয়েছেন তাঁরা হলেন; সেরা পার্শ্ব অভিনেতা চঞ্চল চৌধুরী (তুফান), সেরা পার্শ্ব অভিনেত্রী সানজিদা প্রীতি (১৯৭১ সেইসব দিন), শ্রেষ্ঠ ওয়েব ফিল্ম কাছের মানুষ দূরে থুইয়া ও পরিচালক শিহাব শাহীন, সেরা অভিনেতা (ওয়েব ফিল্ম) মামুনুন ইমন (মায়া), সেরা অভিনেত্রী (ওয়েব ফিল্ম) আফসান আরা বিন্দু (উনিশ ২০), শ্রেষ্ঠ শিশুশিল্পী কাজী আরিশা (গ্রীন কার্ড) ও নৈঋতা হাসিন রৌদ্রময়ী (জংলী), শ্রেষ্ঠ গায়ক বালাম (প্রিয়তমা- ও প্রিয়তমা) ও প্রীতম হাসান (লাগে উড়া ধুরা- তুফান), শ্রেষ্ঠ গায়িকা অবন্তি সিঁথি (সুড়ঙ্গ- গা ছুঁয়ে বলো), শ্রেষ্ঠ কহিনিকার ড. ইনামুল হক (১৯৭১ সেই সব দিন), শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার, নাজিম উদ দৌলা ও রাহয়ান রাফী (সুড়ঙ্গ), শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক সুমন সরকার (সুড়ঙ্গ) ও সাহেল রনি (দেয়ালের দেশ), শ্রেষ্ঠ সম্পাদক সিমিত রায় অন্তর (সুড়ঙ্গ), কামরুজ্জামান রনি (১৯৭১- সেই সব দিন), শ্রেষ্ঠ শব্দগ্রাহক রিপন নাথ (তুফান), শ্রেষ্ঠ গীতিকার আসিফ ইকবাল (মেঘের নৌকা- প্রহেলিকা) ও সোমেশ্বর অলি (ঈশ্বর- প্রিয়তমা), শ্রেষ্ঠ সুরকার প্রিন্স মাহমুদ (ঈশ্বর- প্রিয়তমা), শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালক ইমন সাহা (প্রহেলিকা)

শ্রেষ্ঠ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র লস্ট ও শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চলচ্চিত্র একটি দেশের জন্য গান। বাংলা চলচ্চিত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কিংবদন্তি অভিনেতা আহমেদ শরীফ-কে আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়। এছাড়া বাংলা চলচ্চিত্রের বিকাশে বিশেষ অবদান রাখার জন্য সম্মাননা স্মারক গ্রহণ করে বায়োস্কোপ ফিল্মস, স্টার সিনেপ্লেক্স এবং জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম ‘চরকি’। আয়োজকদের মতে, এই উৎসবের মূল লক্ষ্য কেবল চলচ্চিত্র প্রদর্শন নয়; বরং প্রবাসী নতুন প্রজন্মের সঙ্গে বাংলা চলচ্চিত্রের একটি শক্ত সেতুবন্ধন তৈরি করা এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলা সিনেমার অবস্থানকে আরও সুদৃঢ় করা। প্রথম আসরের অভাবনীয় সাফল্যের পর দর্শক, নির্মাতা ও শিল্পীদের প্রত্যাশাড়আগামী বছর আরও বড় পরিসরে এবং আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই উৎসব বাংলা চলচ্চিত্রকে বিশ্বদরবারে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবে।

নিউ জার্সিতে ব্যাংক প্রতারণায় দুই

(শেষ পাতার পর)

এক নারীর কাছ থেকে ২৫ হাজার ডলার প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে দুই বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তাদের বিরুদ্ধে প্রতারণার মাধ্যমে চুরির অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। রিভারসাইড টাউনশিপ পুলিশের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ভুক্তভোগী নারীর কম্পিউটারে একটি ভুয়া সতর্কবার্তা বা পপ-আপ আসে। সেখানে দাবি করা হয়, তার কম্পিউটার ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে এবং সহায়তার জন্য একটি নির্দিষ্ট নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়। ওই নম্বরে ফোন করলে অপর প্রান্তের ব্যক্তি নিজেকে ওয়েলস ফার্গো ব্যাংকের নিরাপত্তা বিভাগের সদস্য হিসেবে পরিচয় দেন। প্রতারক ভুক্তভোগীকে জানায়, তার কম্পিউটারের সমস্যার কারণে ব্যাংকের নেটওয়ার্ক ঝুঁকির মধ্যে পড়েছে এবং বিষয়টি এফবিআই পর্যন্ত গড়াতে পারে। কথিত সেই ঝুঁকি এড়াতে তাকে ব্যাংক থেকে ২৫ হাজার ডলার নগদ তুলে বাড়ির বাইরে একটি বাক্সে রেখে দিতে বলা হয়, যাতে ব্যাংকের নিরাপত্তা কর্মীরা এসে অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন।

পুলিশ জানায়, নির্দেশনা অনুযায়ী ভুক্তভোগী ২৫ হাজার ডলার নগদ তুলে নির্ধারিত স্থানে রেখে দেন। কিছুক্ষণ পর একজন এসে সেই অর্থ নিয়ে চলে যায়। পরে প্রতারক চক্র আবার যোগাযোগ করে আরও ৩০ হাজার ডলার দাবি করলে ভুক্তভোগীর সন্দেহ হয়। এরপর তিনি বিষয়টি রিভারসাইড টাউনশিপ পুলিশকে জানান। অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশের গোয়েন্দারা ভুক্তভোগীর সহযোগিতায় অভিযুক্তদের সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন এবং আরও অর্থ দেওয়ার নামে একটি পরিকল্পিত অভিযান পরিচালনা করেন। নির্ধারিত সময়ে অর্থ নিতে এলে ঘটনাস্থল থেকেই দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তিদের নাম এমডি এন. ইসলাম (৪৮) এবং মোহাম্মদ জেড. ইসলাম (৫৮)। পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, এমডি এন. ইসলাম নিউ জার্সির এগ হারবার টাউন-শিপ এবং মোহাম্মদ জেড. ইসলাম ওয়েস্টভিল এলাকার বাসিন্দা। আদালতে হাজিরার সমনের শর্তে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ব্যাংক কর্মকর্তা, প্রযুক্তি সহায়তা কর্মী কিংবা সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি পরিচয়ে ফোন করে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার ঘটনা বেড়েছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভাষ্য, কোনো ব্যাংক বা সরকারি সংস্থা কখনো গ্রাহককে ফোন করে নগদ অর্থ তুলে নির্দিষ্ট স্থানে রেখে যেতে বলে না। এ ধরনের নির্দেশনা পেলে সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অফিসিয়াল নম্বরে যোগাযোগ এবং স্থানীয় পুলিশকে বিষয়টি জানানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। রিভারসাইড টাউনশিপ পুলিশ একই ধরনের প্রতারণার শিকার ব্যক্তি বা এ ঘটনার বিষয়ে তথ্য জানা থাকলে তাদের গোয়েন্দা শাখার সঙ্গে যোগাযোগ করার আহ্বান জানিয়েছে। তদন্ত এখনও চলমান রয়েছে এবং প্রয়োজনে অভিযোগে নতুন তথ্য যুক্ত হতে পারে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

1st AIDE HOME CARE INC
A licensed home care agency, NY

Dr. GeeCee Pat

DBA
SARAH HOME CARE

Dr. Shahjadi Parvin (Sarah)

PCA / HHA, NURSING NHTD.PCA CERTIFICATION
OPWDD & SPECIAL CHILD SERVICE

Best Quality in Home Care Services

Call: (718) 440 - 9207

Email:info@1staidehc.com

Counties Served

Bronx, Kings, New York, Queens, Richmond, Westchester, Nassau

Contracted Insurance (MLTC)

1. Elderplan Homefirst,
2. Healthfirst
3. Anthem BCBS
4. Elderserve (River-spring)
5. Senior whole Health
6. Village Care Max
7. Centerlight
8. Hamaspik Choice
9. OPWDD/CHHA

Also we provide Social Adult Day Care Servoces & Special Child Services

We Speak Bengali, English, Hindi
Urdu & Spanish

37-18 73rd St, Suite #401, Jackson Heights, NY-11372

Maa Foundation USA Inc.

A nonprofit organization 501 (c) (3) Approved

We are a Nonprofit Organization recognized as tax-exempt under section 501 (c)(3) of the Interrnal Revenue Code.

MAA FOUNDATION
Maa
USA

কমিউনিটির রেস্টুরেন্টে গ্রাহক সেবার বেহাল দশা

বাংলাদেশ প্রতিবেদন: নিউইয়র্ক সিটির অধিকাংশ কমিউনিটি রেস্টুরেন্টে গ্রাহক সেবা বা কাষ্টমার সার্ভিসের বেহাল দশা। বিশেষ করে কুইন্স, ব্রুকলীন ও ব্রঙ্কসের বাংলাদেশী মালিকানাধীন অনেক রেস্টুরেন্টে গ্রাহক সেবা অত্যন্ত নিম্নমানের। ফলে প্রায়শই গ্রাহক সেবা ও খাবারের মান নিয়ে অনেক রেস্টুরেন্ট কর্মী ও গ্রাহকদের মাঝে ঘটছে অপ্রীতিকর ঘটনা। ম্যানহাটানে বাংলাদেশী মালিকানাধীন রেস্টুরেন্টগুলো পেশাদারিত্ব বজায় রেখে ব্যবসা করছে স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু কুইন্স, ব্রুকলীন ও ব্রঙ্কসের অনেক বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট নিয়ে অভিযোগের অন্ত নেই গ্রাহকদের। ধারণা করা হয় নিউইয়র্ক সিটিতে ব্যবসা করছে তিন শতাধিক বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট। এসব রেস্টুরেন্টের অবস্থান মূলত বাংলাদেশী অধ্যুষিত জ্যাকসন (বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)

মেয়র মামদানির পরিকল্পনায় ৫০ হাজার বাড়ি

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্কের আবাসন সংকট মোকাবিলায় নতুন উদ্যোগ নিয়েছেন মেয়র জোহরান মামদানি। বছরের পর বছর (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

কুইন্সে আসছে সাশ্রয়ী ফ্ল্যাট

বাংলাদেশ ডেস্ক : নিউইয়র্কের আবাসন সংকট নিরসনে আরো একটি বড় উদ্যোগ নিতে যাচ্ছে সিটি কর্তৃপক্ষ। কুইন্সের হান্টার্স পয়েন্ট সাউথ এলাকায় (বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)

সিটি মেয়রের অভিবাসী দপ্তরের আইনি সহায়তা হটলাইন

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের অভিবাসী বিষয়ক দপ্তর অভিবাসীদের বিনামূল্যে আইনি সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে প্রচারাভিযান শুরু করেছে, যাতে সংশ্লিষ্ট অভিবাসীরা (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

বাড়তে পারে সোশ্যাল সিকিউরিটি ভাতা

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের লাখো প্রবীণের জন্য কিছুটা স্বস্তির খবর এসেছে। বিভিন্ন সংস্থার পূর্বাভাস বলছে, ২০২৭ সালে সামাজিক (বাকি অংশ ৩২ পাতায়)

নিউইয়র্কে এনসিপি ডায়াস্পোরার ‘জুলাই জাগরণ’ অনুষ্ঠান

নিউইয়র্ক: এনসিপি ইউএসএ ডায়াসপোরার উদ্যোগে গত ১ আগস্ট সিটির জ্যাকসন হাইটসে সানাই রেস্টুরেন্ট পার্টি হলে ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের স্মরণে আয়োজিত সমাবেশে বক্তারা রাষ্ট্র সংস্কার, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সুদৃঢ়করণ এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়নে দেশ-বিদেশের (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

নিউইয়র্কে আন্তর্জাতিক সীরাত কনভেনশন ১৬ আগস্ট রোববার

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): আমেরিকা মুসলিম সেন্টারের উদ্যোগে বিগত বছরগুলোর মতো এবছরও (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

আমার বিচিত্র জীবন

কাজী জহিরুল ইসলাম

পর্ব-২০. একটা কথা এখানে বলে রাখি, আমার যারা প্রিয় মানুষ তারা কখনোই আমাকে কবিতা লেখায় নিরুৎসাহিত করেননি। আম্মা সব সময় চাইতেন আমি (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

নিউইয়র্কে এইচআরডিবি’র আলোচনা সভায়

জুলাই সনদ বাস্তবায়নের দাবি

নিউইয়র্ক : ২০২৪ সালের জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রণীত জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের সময়সীমা নির্ধারনের জোর দাবী জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন ‘হিউম্যান রাইটস ফর বাংলাদেশ’ (এইচআরডিবি)। গত ২ আগস্ট রোববার নিউইয়র্ক (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

আমেরিকার ২৫০তম বার্ষিকী উদযাপন

কেক কাটছেন কংগ্রেস ওম্যান গ্রেস মেং-সহ অন্যান্যরা।

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উদযাপন করেছে ইউএস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (ইউএসবিসিসিআই)। গত ২৯ জুলাই কুইন্সের ডাবলট্রি বাই হিলটন লাগোর্ডিয়া এয়ারপোর্টে (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল

আজীবন সম্মাননা অ্যাওয়ার্ড প্রদান করছেন কিংবদন্তি শেখ রুহুল আমিন এবং মোহাম্মদ কাদের শিশির সিআইপি।

নিউইয়র্ক: প্রথমবারের মতো নিউইয়র্কে জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হলো চার দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ‘নিউইয়র্ক বাংলা ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল’। জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে আয়োজিত এই উৎসবটি প্রবাসী বাংলাদেশি দর্শকসহ স্থানীয় চলচ্চিত্রপ্রেমীদের মাঝে ব্যাপক উন্মাদনা ও সাড়া ফেলেছে। প্রিয়জন (বাকি অংশ ৫০ পাতায়)

কাবার পথে ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলসের আকর্ষণীয় হজ প্যাকেজ

নিউইয়র্ক : ২০২৭ সালের পবিত্র হজ উপলক্ষে যুক্তরাষ্ট্রপ্রবাসী মুসলিমদের জন্য বিভিন্ন প্যাকেজ ঘোষণা করেছে কাবার পথে ট্যুরস অ্যান্ড ট্রাভেলস লিমিটেড। এ উপলক্ষে ৩ আগস্ট সোমবার রাতে নিউইয়র্কের (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

নিউ জার্সিতে ব্যাংক প্রতারণায় দুই বাংলাদেশি গ্রেফতার

নিউ জার্সি : নিউইয়র্কের পাশ্ববর্তী নিউ জার্সি স্টেটের রিভারসাইড টাউনশিপে ব্যাংকের নিরাপত্তাকর্মী পরিচয়ে (বাকি অংশ ৫০ পাতায়)

নিউইয়র্কে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষ

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

যুক্তরাষ্ট্রের আইটি খাতে বেকারত্ব

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রযুক্তি খাতে একসময় দক্ষ কর্মীদের চাহিদা ছিল তুঙ্গে। উচ্চ বেতন, (বাকি অংশ ৩০ পাতায়)

কুইন্স বরো প্রেসিডেন্টের সঙ্গে শাহ নেওয়াজের সৌজন্য সাক্ষাত

নিউইয়র্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষে (বাকি অংশ ২৯ পাতায়)

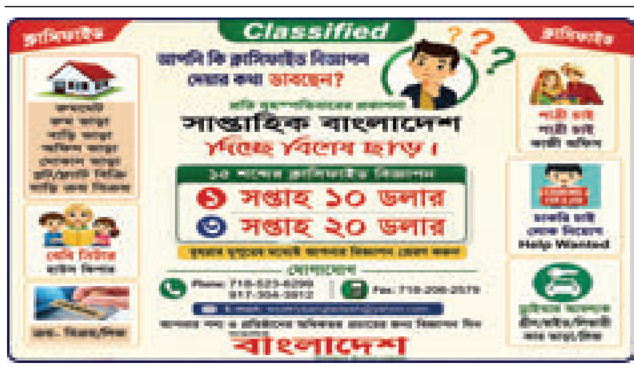

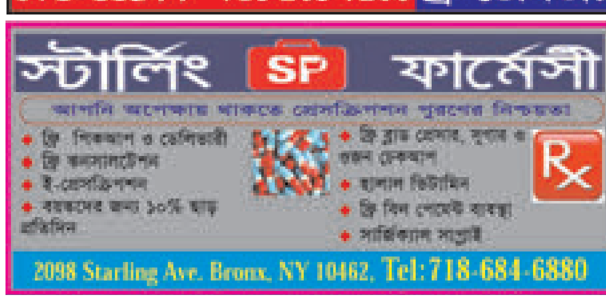

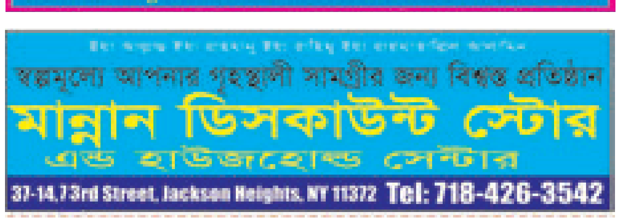

Published by News Bangladesh Inc. 86-47, 164th Street, #BH, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-523-6299, 917-304-3912, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com, Web: www.weeklybangladeshusa.com